ইসলামী
সাধারণ জ্ঞান

ড. মুহাম্মাদ নজরুল ইসলাম খান আলমারূফ

ইসলামী
সাধারণ জ্ঞান

ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারূফ

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন ▢ মগবাজার ▢ বাংলাবাজার

www.pathagar.com

ইসলামী সাধারণ জ্ঞান

ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারুফ

স্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

ISBN : 984-32-0743-2

প্রকাশক
মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার
আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৬৭০৬৮৬

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারী- ১৯৯৬
সপ্তম প্রকাশ : মার্চ - ২০১৪
চৈত্র - ১৪২০
জমাঃ আউয়াল- ১৪৩৫

প্রচ্ছদ
নাসির উদ্দিন
কম্পোজ ও মুদ্রণ
র‍্যাকস প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন্স লিঃ
২২৫/১ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা)

বিনিময় ঃ দুইশত টাকা মাত্র

ISLAMIC GENERAL KNOWLEDGE Edited by Dr. Nazrul Islam Khan Almaruf, Published by Ahsan Publication Katabon Masjid Cumpus, Dhaka, Sixth Edition February, 2010, **Price : 200.00 Taka Only US $: 7.00**
AP-59

www.pathagar.com

লেখকের অভিব্যক্তি

শুরুতেই সেই মহান সত্তার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি, যিনি গোটা বিশ্বের একচ্ছত্র অধিপতি; যাঁর সীমাহীন করুণা না পেলে মেধা, মনন, অধ্যবসায় আর প্রত্যয়ের বিকাশ ঘটিয়ে প্রতিশ্রুতিশীল শানিত মেধার নিরলস প্রয়াসে জ্ঞানপিপাসুদের জন্য 'ইসলামী সাধারণ জ্ঞান' বইখানি প্রণয়ন ও উপস্থাপন করা আদৌ সম্ভব হতো না। বাজারে জেনারেল নলেজের উপর কিছু বই থাকলেও ইসলামিক নলেজের উপর তেমন কোন তথ্যসমৃদ্ধ বই নেই। অনুসন্ধিৎসু পাঠক-পাঠিকা এ হতাশায় ভুগছেন প্রতিনিয়ত। তাই দীর্ঘদিনের এই শূন্যতাকে বিদূরীত করতে আমার এই ক্ষুদ্র প্রয়াস। 'বিন্দুতে সিন্ধু' বলতে যা বুঝায় 'ইসলামী সাধারণ জ্ঞান' বইটি এমনই এক ব্যতিক্রম উপস্থাপনা। বইটিতে বিষয়বস্তুর বিস্তারিত তথ্য উপস্থাপন না করে সংক্ষিপ্তাকারে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রিলিমিনারী বিষয়াদি উপস্থাপন করা হয়েছে। বইটি ছাত্র, শিক্ষক, পাঠক, লেখক, গবেষক সাধারণ জ্ঞানের প্রতিযোগী ইত্যাদি শ্রেণীর উপযোগী করে লেখা। আশা করছি এর দ্বারা আমাদের তামাদ্দুনিক নিজস্বতা ও জাতীয় স্বকীয়তা সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হবে।

এদেশে ইসলামী সাধারণ জ্ঞানের উপর 'ইসলামী জ্ঞানকোষ' শিরোনামে সর্বপ্রথম বইটি আমার নিজস্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান আলমারুফ পাবলিকেশন থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৯৪ সালে। ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালে 'ইসলামী সাধারণ জ্ঞান' শিরোনামে এ বইটি আর. আই. এস পাবলিকেশন্স থেকে প্রকাশিত হয়। অল্প সময়ের ব্যবধানে ব্যাপক সাড়া পড়ে পাঠক অঙ্গনে। অনুরোধ আসে আরো তথ্য সমৃদ্ধ করে কলেবরে বড় করার, তাই এবারে সময়ের পরিবর্তিত চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে বৃহত্তর কলেবর ও সম্পূর্ণ নতুন আঙ্গিকে অনেক দুর্লভ ও দুষ্প্রাপ্য তথ্য নিয়ে 'ইসলামী সাধারণ জ্ঞান' নামক বইটি দেশের শীর্ষস্থানীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **'আহসান পাবলিকেশন'** থেকে প্রকাশিত হলো। আশা করছি এ বইটি পূর্বের চেয়ে আরো বেশি সমাদৃত হবে সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকার কাছে।

www.pathagar.com

বইটি রচনায় অনেক প্রথিতযশা লেখকের প্রামাণ্য গ্রন্থ, দেশী বিদেশী পত্র-পত্রিকা ও অগণিত বন্ধু শুভানুধ্যায়ীর অকৃত্রিম কার্যকরী উপদেশ লাভ করেছি। আমি তাদের কাছে ঋণী হয়ে রইলাম।

বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করণে সহায়তা ছাড়াও নিরন্তর উৎসাহ যোগিয়ে আমার লেখনীকে চলমান রেখেছে আমার স্নেহাস্পদ আব্দুর রব খান। বইটি প্রকাশ করে মুহাম্মদ গোলাম ছরওয়ার ভাইও আমাকে ঋণী করেছেন অনেকখানি। বইটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশের এই আনন্দক্ষণে আমি প্রকাশনায় সংশ্লিষ্ট সবাইকে কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি।

মুদ্রণ শিল্পের বহুস্তর পেরিয়ে প্রকাশিত হয় বই। বইটি ত্রুটিমুক্ত করার ক্ষেত্রে আমার প্রতিনিয়ত প্রচেষ্টার পরেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি হয়তোবা পাঠক-পাঠিকার মনে পীড়া দিতে পারে। সেক্ষেত্রে সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা ও শুভানুধ্যায়ীদের কাছে এ প্রত্যাশা রইল, তারা যেন আমার এই অনিচ্ছাকৃত ভুলগুলো ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখেন এবং বইটির গুণগত মানোন্নয়নে গঠনমূলক সমালোচনা, মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে আরো সুন্দরের দিকে অগ্রসর হতে অনুপ্রেরণা যোগান।

এমন একটি ব্যতিক্রমধর্মী বই গ্রন্থনার জন্যে যে ধরনের পাণ্ডিত্য থাকা প্রয়োজন তা আমার নেই। যোগ্য ব্যক্তির দ্বারা এমন বই গ্রন্থিত না হওয়ায় পাঠকের জিজ্ঞাসু মনকে ইসলামী সাধারণ জ্ঞানের সাথে সুগভীর সম্পর্ক গড়ার তাগিদে এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

পাঠকের জিজ্ঞাসু মনের সামান্য জ্ঞানপিপাসা মেটাতে সক্ষম হলে আমার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্নের এই প্রয়াসকে সার্থক মনে করব।

বিনয়াবনত
ড. নজরুল ইসলাম খান আলমারূফ
অধ্যক্ষ, ইন্টার ন্যাশনাল এডুকেশন কলেজ,
ঢাকা।

www.pathagar.com

উৎসর্গ

কীর্তিমান ছাত্র, আমার স্নেহাস্পদ
মাহমুদ হোসাইন
- কে
যার আকস্মিক মৃত্যু আমাকে
করেছে মুহ্যমান,
অসংখ্য কল্যাণ দাও তার জীবনে
ওহে আল্লাহ! মহীয়ান।

www.pathagar.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

www.pathagar.com

সূচি নির্দেশিকা

অধ্যায় ঃ ১
আল্লাহ্ তাআলা

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	পরিচয়	১৩
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	আল্লাহর বিশটি নাম	১৬

অধ্যায় ঃ ২
আল কুরআন

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	পরিচয়	১৭
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	আল কুরআনের আলোচ্য বিষয়	২৬
পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	আসমানি কিতাব	২৬
পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	আল কুরআনের ২০টি নাম	২৭
পরিচ্ছেদ - ৫	ঃ	ওহির পরিচিতি	২৯
পরিচ্ছেদ - ৬	ঃ	ওহি লিখার দায়িত্বে ছিলেন যাঁরা	৩০
পরিচ্ছেদ - ৭	ঃ	মাদানী যুগের বড় বড় ঘটনার সময়কাল	৩০
পরিচ্ছেদ - ৮	ঃ	সূরা ফাতিহার নামসমূহ	৩১
পরিচ্ছেদ - ৯	ঃ	তিলাওয়াতে সিজদার স্থানসমূহ	৩২
পরিচ্ছেদ - ১০	ঃ	আল কুরআনের সপ্ত মানযিল	৩২
পরিচ্ছেদ - ১১	ঃ	কুরআন ও হাদীসে কুদসির পার্থক্য	৩৩
পরিচ্ছেদ - ১২	ঃ	আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অমুসলিম মনীষীদের অভিমত	৩৩
পরিচ্ছেদ - ১৩	ঃ	আল কুরআনের বাণী চিরন্তনী	৩৪

অধ্যায় ঃ ৩
আত্ তাফসীর ৩৬

অধ্যায় ঃ ৪
আল হাদীস

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	পরিচয়	৪০
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	সিহাহ সিত্তার সংকলকবৃন্দ	৪৫
পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের নাম	৪৫
পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	সর্বশেষ ইনতিকালকারী সাহাবীদের নাম	৪৫

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ - ৫	ঃ	সিহাহ সিত্তার সংকলকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী	৪৫
পরিচ্ছেদ - ৬	ঃ	মিশকাতুল মাসাবীহ	৫৩
পরিচ্ছেদ - ৭	ঃ	মহিলাদের সম্পর্কে রাসূল [স]-এর হাদীস	৫৫
পরিচ্ছেদ - ৮	ঃ	হাদীসের বাণী চিরন্তনী	৫৭

অধ্যায় ঃ ৫
আকাইদ

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	কালিমার পরিচয়	৫৯
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের পরিচয়	৬০
পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	জ্বিন ও আযাযিল	৭৮
পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	কুরআনে আলোচিত ফিরিশ্‌তা	৭৯
পরিচ্ছেদ - ৫	ঃ	ফিরিশ্‌তাদের নাম ও দায়িত্ব	৭৯
পরিচ্ছেদ - ৬	ঃ	জান্নাত/বিহিশ্‌ত	৮১
পরিচ্ছেদ - ৭	ঃ	জাহান্নাম/দোযখ	৮২
পরিচ্ছেদ - ৮	ঃ	ঈমান ও ইসলাম	৮২
পরিচ্ছেদ - ৯	ঃ	কিয়ামত	৮৩
পরিচ্ছেদ - ১০	ঃ	আলামতে কুবরা	৮৫

অধ্যায় ঃ ৬
নবী-রাসূল

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	পরিচয়	৮৬
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	নবী ও রাসুলের পার্থক্য	৯০
পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	প্রসিদ্ধ নবী-রাসূলদের পরিচিতি	৯১
পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	অন্যান্য নবীদের পরিচয়	১১৩
পরিচ্ছেদ - ৫	ঃ	কুরআনে আলোচিত নবী-রাসূল	১১৪
পরিচ্ছেদ - ৬	ঃ	রিসালাত	১১৫
পরিচ্ছেদ - ৭	ঃ	নবুয়াতের কতিপয় দাবিদার	১১৬

অধ্যায় ঃ ৭
সাহাবা

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	প্রাথমিক যুগে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন	১১৭
পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	আশারা মুবাশ্‌শারা	১১৯

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	আসহাবে কাহ্‌ফ	১১৯
পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	দশ জন মুফাস্‌সির সাহাবী	১২০
পরিচ্ছেদ - ৫	ঃ	সাহাবীদের কারামাত	১২০

অধ্যায় ঃ ৮
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	পরিচয়	১২৩
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	রাসূলুল্লাহ (স) থেকে আদম (আ) পর্যন্ত উর্দ্ধতন বংশ পরম্পরা	১২৭
পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	মাতার দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স)-এর বংশ পরম্পরা	১২৮
পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	উম্মুল মুমিনীনদের সম্পর্কে অজানা তথ্য	১২৮
পরিচ্ছেদ - ৫	ঃ	ইসলামের প্রথম হিজরাতকারী	১৩০
পরিচ্ছেদ - ৬	ঃ	মদিনায় প্রথম হিজরাতকারী	১৩১
পরিচ্ছেদ - ৭	ঃ	মিরাজ	১৩২
পরিচ্ছেদ - ৮	ঃ	মক্কা বিজয়	১৩২
পরিচ্ছেদ - ৯	ঃ	মক্কা বিজয়ে রাসূলের (স) ৪টি দল	১৩৩
পরিচ্ছেদ - ১০	ঃ	মহানবীর (স) সিনাছাক	১৩৪
পরিচ্ছেদ - ১১	ঃ	হালফুল-ফুজুল	১৩৪
পরিচ্ছেদ - ১২	ঃ	মহানবী (স)-এর যামানার মসজিদ	১৩৪
পরিচ্ছেদ - ১৩	ঃ	মুয়ায্‌যিন নির্বাচন	১৩৫
পরিচ্ছেদ - ১৪	ঃ	মহানবী (স)-এর কতিপয় দুশমন	১৩৫
পরিচ্ছেদ - ১৫	ঃ	ইসলাম ধর্ম প্রচারে প্রচণ্ড বাধা প্রদানকারী	১৩৫
পরিচ্ছেদ - ১৬	ঃ	ইসলামের কতিপয় ঘৃণ্য দুশমন	১৩৬
পরিচ্ছেদ - ১৭	ঃ	নির্যাতিত সাহাবা	১৩৬
পরিচ্ছেদ - ১৮	ঃ	রাসূল (স)-এর যুদ্ধোপকরণ ও ব্যবহার্য সামগ্রীর নাম	১৩৬
পরিচ্ছেদ - ১৯	ঃ	রাসূল (স)-এর পোশাক	১৩৮
পরিচ্ছেদ - ২০	ঃ	রাসূল (স)-এর ইনতিকাল	১৩৮

অধ্যায় ঃ ৯
খুলাফা-ই-রাশিদুন

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	পরিচয়	১৪০
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	হযরত আবু বকর (রা)	১৪০
পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	ভণ্ড নবীদের সাথে যুদ্ধ	১৪২

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	একনজরে হযরত আবুবকর (রা) এর জীবনপঞ্জী	১৪২
পরিচ্ছেদ - ৫	ঃ	হযরত উমার (রা)	১৪৩
পরিচ্ছেদ - ৬	ঃ	একনজরে হযরত উমর (রা) এর জীবনপঞ্জী	১৪৫
পরিচ্ছেদ - ৭	ঃ	হযরত উসমান (রা)	১৪৫
পরিচ্ছেদ - ৮	ঃ	একনজরে হযরত উসমান (রা) এর জীবনপঞ্জী	১৪৬
পরিচ্ছেদ - ৯	ঃ	হযরত আলী (রা)	১৪৭
পরিচ্ছেদ - ১০	ঃ	একনজরে হযরত আলী (রা) এর জীবনপঞ্জী	১৪৮

অধ্যায় ঃ ১০
ইসলামের ঐতিহাসিক যুদ্ধ

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	ইসলামের ঐতিহাসিক যুদ্ধ	১৪৯
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	বদরের যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন যাঁরা	১৫০
পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	বদরের যুদ্ধের ফিরিশ্‌তাদের নাম	১৫০
পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	বিভিন্ন যুদ্ধের টুকিটাকি	১৫১
পরিচ্ছেদ - ৫	ঃ	জিহাদ	১৫৩

অধ্যায় ঃ ১১
ফিক্‌হ শাস্ত্র

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	ফিক্‌হ শাস্ত্রের পরিচয়	১৫৫
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	চার ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী	১৫৭
পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	মাযহাব পরিচিতি	১৬১
পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	সামাজিক পরিবর্তনে ধর্মের ভূমিকা	১৬১
পরিচ্ছেদ - ৫	ঃ	তাহারাত বা পবিত্রতা	১৬৩
পরিচ্ছেদ - ৬	ঃ	আহকামাতের পরিচিতি	১৬৮

অধ্যায় ঃ ১২
ইসলামী রাষ্ট্র

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	পরিচয়	১৭৪
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	ইসলামী সরকার	১৭৬
পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	ইসলামী অর্থনীতি	১৭৬
পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	ইসলামের বিশেষ রাত ও দিন	১৭৭

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ ১৩
ইসলামের ইতিহাস

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	পরিচয়	১৭৯

অধ্যায় ঃ ১৪
বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের অবদান

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	মুসলিম ব্যক্তিত্বের অবদান	১৯৫
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	মুসলিম সেনাপতি	১৯৯
পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	অলিগণের নাম	২০০
পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	মুসলিম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী	২০০
পরিচ্ছেদ - ৫	ঃ	যুগে যুগে স্মরণীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব	২০১
পরিচ্ছেদ - ৬	ঃ	মুসলিম দার্শনিক	২০৩
পরিচ্ছেদ - ৭	ঃ	মুসলিম বিজ্ঞানী	২০৩
পরিচ্ছেদ - ৮	ঃ	মুসলিম কবি	২০৪
পরিচ্ছেদ - ৯	ঃ	মুসলিম সাহিত্যিক	২০৪
পরিচ্ছেদ - ১০	ঃ	আরবী সাহিত্যের কথা	২০৫

অধ্যায় ঃ ১৫
ইসলামের ঐতিহাসিক নিদর্শন

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	পবিত্র কাবা শরীফ	২০৮
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	পৃথিবীর বৃহত্তম মসজিদ	২১০
পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	পৃথিবীর সর্বোচ্চ মিনার	২১০
পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	পৃথিবীর বিখ্যাত মসজিদ	২১০
পরিচ্ছেদ - ৫	ঃ	ঐতিহাসিক যমযম কূপ	২১২

অধ্যায় ঃ ১৬
মুসলিম বিশ্ব

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	মুসলিম দেশ সমূহের পরিচিতি	২১৩
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	ও আই সি	২১৫
পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	লক্ষ্য-উদ্দেশ্য	২১৫
পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	ও আই সি'র মহাসচিবদের নাম	২১৬
পরিচ্ছেদ - ৫	ঃ	রাবেতা আল আলম আল ইসলামী	২১৬

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ ১৭
ইসলামিক জেনারেল নলেজ ২১৮

অধ্যায় ঃ ১৮
বিচিত্র প্রসঙ্গ

পরিচ্ছেদ - ১	ঃ	ইসলামের প্রথম	২২৮
পরিচ্ছেদ - ২	ঃ	হিজরী সালের কথা	২৩২
পরিচ্ছেদ - ৩	ঃ	হিজরী সালের মাসগুলোর নাম ও অর্থ	২৩৪
পরিচ্ছেদ - ৪	ঃ	মুহাররম মাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা	২৩৪
পরিচ্ছেদ - ৫	ঃ	তিন ভাষায় সাত দিনের নাম	২৩৫
পরিচ্ছেদ - ৬	ঃ	তিন ভাষায় বার মাসের নাম	২৩৫
পরিচ্ছেদ - ৭	ঃ	দিকের নাম	২৩৬
পরিচ্ছেদ - ৮	ঃ	ঋতুর নাম (বাংলা, আরবী)	২৩৬

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ ১
আল্লাহ্ তাআলা

পরিচ্ছেদ-১
পরিচয়

প্র ঃ আমাদের সৃষ্টিকর্তা কে?

- মহান আল্লাহ তাআলা।

প্র ঃ আল্লাহ্র কতগুলো নাম আছে?

- ৯৯টি।

প্র ঃ আল্লাহ্ শব্দটি আল কুরআনে কতবার এসেছে?

- ২,৬৯৯ বার।

প্র ঃ আল কুরআনের কতটি সূরায় 'আল্লাহ্' শব্দটি নেই?

- ২৯টি সূরায়।

প্র ঃ আল্লাহ্ এই আকাশ ও জমিনকে কয় দিনে সৃষ্টি করেছেন?

- ৬ দিনে[১]।

প্র ঃ আল্লাহ্ নামটি আল্লাহ্র কেমন নাম?

- যাতি বা সত্তাবাচক নাম।

প্র ঃ আল্লাহ্ শব্দের অর্থ কী?

- এ শব্দটি ইসমে যাত। তাই পৃথিবীর কোন ভাষায় এর কোন অর্থ নেই এর অনুবাদও অসম্ভব। এর কোন বিকল্প শব্দ নেই।

প্র ঃ আল্লাহ্র নামগুলোকে আরবীতে কী বলে?

- আল আসমাউল হুসনা (অতীব সুন্দর নামসমূহ)।

প্র ঃ মহান আল্লাহ্র শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি কী?

- মানুষ।

প্র ঃ আল্লাহ তাআলার সৃষ্টি আঠার হাজার একথাটি কি ঠিক?

- না, বরং এটি একটি উদ্ভট বক্তব্য।

প্র ঃ আল্লাহ তাআলা কিরূপ?

- তিনি নিরাকার সত্তা, তাঁর কোন আকার-আকৃতি নেই।

---

[১]. সূরা আরাফ : ৫৪

www.pathagar.com

প্র ঃ আল্লাহ্ তাআলা প্রথমে কী সৃষ্টি করেন?

- রাসূল (স) এর নূরকে, অপর মতে– কলম।

প্র ঃ আল্লাহ্র সাথে যারা অন্যান্য শক্তিকে শরিক করে তাদেরকে কী বলে?

- মুশরিক বা অংশীবাদী।

প্র ঃ আল্লাহ্ তাআলা কী কী সৃষ্টি করেছেন?

- আল্লাহ্ তাআলা মানুষ ও জ্বিন জাতিকে সৃষ্টি করেছেন। এই পৃথিবী, পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তু, কীট-পতঙ্গ, গাছ-পালা, আকাশ, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ নক্ষত্র সব কিছু আল্লাহ্ তাআলা সৃষ্টি করেছেন।

প্র ঃ আল্লাহ্ যা যা সৃষ্টি করেছেন তার সবকিছুই কি আমরা খালি চোখে দেখতে পাই?

- আল্লাহর এমন অনেক সৃষ্টি আছে, যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। এই দুনিয়ায় অনেক ছোট ছোট জীবাণু আছে যা খালি চোখে দেখা যায় না। দূরে-বহুদূরে অনেক নক্ষত্র এবং গ্রহ-উপগ্রহ আছে, যা আমরা খালি চোখে দেখতে পাই না। তাছাড়া আল্লাহ্ জ্বিন ও ফিরিশতা সৃষ্টি করেছেন, তাদেরকেও আমরা দেখতে পাই না।

প্র ঃ আল্লাহ্ সম্পর্কে আমরা আর কী কী জানি?

- আল্লাহ্ এক। তিনি সব জায়গায় আছেন এবং সব কিছু দেখতে পান। এমনকি আমাদের মনের কথা এবং গোপন ইচ্ছাও তিনি জানতে পারেন।

প্র ঃ আমরা কী কাজ করলে আল্লাহ্ তাআলা খুশী হন?

- আল্লাহ্ চান, আমরা তাঁর হুকুম মেনে চলি। আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো আদেশ-নিষেধ না মানি। আমরা যেন ভাল কাজ করি এবং খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকি। তা হলে আল্লাহ্ খুশী হন।

প্র ঃ আল্লাহ্ কী চান, তা আমরা কিভাবে জানতে পারি?

- কোন্ কোন্ কাজ করা মানুষের উচিত এবং কোন্ কোন্ কাজ করা উচিত নয় এসব কিছু আল্লাহ্ তাআলা নবী ও রাসুলদের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। আল্লাহ্র বাণী কুরআন শরীফ। এই কুরআন শরীফের বাংলা অনুবাদ পড়ে আমরা বাংলা ভাষাভাষীরা অতি সহজেই আল্লাহ্ কী চান তা জানতে পারি।

প্র ঃ আল্লাহ্কে খুশী করার জন্য রাসূল (স) আমাদেরকে কোন্ পাঁচটি কাজ করতে বলেছেন?

- ১. কালিমা;

  ২. দৈনিক পাঁচবার সালাত;

www.pathagar.com

৩. যাকাত;

৪. রমযান মাসে রোযা রাখা এবং

৫. হজ্জ পালন করতে বলেছেন।

প্র ঃ আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস বলতে আমরা কী বুঝি?

- আল্লাহ্‌র উপর বিশ্বাস বলতে আমরা বুঝি– আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয় এবং সকল গুণাবলীর আধার একমাত্র তিনিই। আল্লাহর ক্ষমতার মত আর কারো ক্ষমতা নেই। আল্লাহর জন্ম নেই, মৃত্যুও নেই। তিনি ছিলেন, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন অনন্তকাল। তিনি সর্বশক্তিমান পরম দয়ালু। তারই করুণায় আমরা বেঁচে আছি। তিনি সব জায়গায় আছেন, সবকিছু জানেন।

প্র ঃ আল্লাহ্‌র সাথে আমাদের কী ধরণের সম্পর্ক হওয়া উচিত?

- আল্লাহ আমাদের ও এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন। আমরা তাঁরই দয়ায় বেঁচে আছি। আমাদের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যবস্তু এবং বেঁচে থাকার জন্য যা যা দরকার, সব তিনি ব্যবস্থা করেন। আমরা আল্লাহর বান্দা বা গোলাম। তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনেই আমাদের এই দুনিয়াতে থাকতে হবে। সম্পূর্ণভাবে তাঁর হুকুম ও ইচ্ছানুযায়ী চললে আল্লাহ আমাদের উপর খুশী হবেন।

প্র ঃ আমরা আল্লাহ্‌র হুকুম ও ইচ্ছা কিভাবে জানতে পারব?

- আমরা আল্লাহ্‌র হুকুম ও ইচ্ছা আল কুরআন এবং রাসূল হযরত মুহাম্মদ (স) এর শিক্ষা ও চরিত্রের মাধ্যমে জানতে পারি। রাসূল (স) তাঁর কথা ও কাজের মাধ্যমে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন, কিভাবে চললে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

প্র ঃ আখিরাতের উপর বিশ্বাস বলতে আমরা কী বুঝি?

- এই দুনিয়ায় সকলকে একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। একদিন দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাবে। সে দিনের নাম কিয়ামত। বেশ কিছুকাল পরে আরম্ভ হবে শেষ বিচার। সেদিন প্রত্যেক মানুষকে আবার জীবিত করা হবে এবং তাদের প্রত্যেককে দুনিয়ায় যা যা করেছে, তার বিচার করা হবে। বিচার করবেন আল্লাহ তাআলা। যে দুনিয়ায় ভাল কাজ করেছে, আল্লাহ তাআলা তাকে পুরস্কার দেবেন; আর সে পুরস্কার হলো জান্নাত। জান্নাতে সে সুখে থাকবে। আর যে দুনিয়ায় গুনাহর কাজ করেছে, আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন, তাকে দোযখের আগুনে জ্বলতে হবে।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-২
আল্লাহ্‌র বিশটি নাম

ক্রম.	নাম	অর্থ
১.	আল্লাহ্	আল্লাহ্
২.	ইলাহ	ইলাহ
৩.	রব	প্রতিপালক
৪.	রাহমান	পরম দয়াময়
৫.	রাহীম	পরম দয়ালু
৬.	মালিক	অধিপতি
৭.	কুদ্দূস	পবিত্র
৮.	সালাম	শান্তি
৯.	মুমিন	নিরাপত্তাবিধায়ক
১০.	মুহাইমিন	রক্ষক
১১.	আযিয	পরাক্রমশালী
১২.	জাব্বার	প্রবল
১৩.	মুতাকাব্বির	অতীব মহিমান্বিত
১৪.	খালিক	সৃষ্টিকর্তা
১৫.	বারি	উদ্ভাবনকর্তা
১৬.	মুসাওয়ির	রূপদাতা
১৭.	হাকিম	মহা প্রজ্ঞাময়
১৮.	হায়্যু	চিরঞ্জীব
১৯.	কায়্যুম	চিরস্থায়ী
২০.	আউয়্যাল	আদি।

www.pathagar.com

অধ্যায় ঃ ২
আল কুরআন

পরিচ্ছেদ-১
পরিচয়

প্র ঃ আল কুরআন কী?

- আল কুরআন মহান আল্লাহ তাআলার বাণী। যা হযরত জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে হযরত মুহাম্মদ (স) এর কাছে সুদীর্ঘ তেইশ বছরে অবতীর্ণ হয়েছে।

প্র ঃ আল কুরআন শব্দের অর্থ কী?

- যা পড়া হয় (মূল শব্দ 'কারাআ')।
  সুবিন্যস্ত (মূল শব্দ 'কারানা')।

প্র ঃ আল কুরআনের সুরক্ষিত স্থান কোন্‌টি?

- লাওহে মাহফুয।

প্র ঃ আল কুরআনের বিষয়বস্তু কী?

- আল্লাহর আদেশ-নিষেধ তথা ইসলামের সকল শিক্ষা ও বিধি-বিধান।

প্র ঃ কুরআন মজিদে ফিরিশতাগণ ব্যতীত আর কাদের নাম উল্লেখ আছে?

- ১. খিযির; ২. লুকমান; ৩. তুব্বা; ৪. মারিয়াম; ৫. ইমরান; ৬. ইমরানের ভ্রাতা হারুন; ৭. ওযায়ের ও ৮. তালুত।

প্র ঃ সাহাবীদের মধ্যে কার নাম আল কুরআনে উল্লেখ আছে?

- হযরত যায়েদ (রা)।

প্র ঃ মন্দ ও দুষ্টচারি লোকদের মধ্যে কাদের নাম কুরআনে উল্লেখ আছে?

- ১. ইবলিস; ২. কারুন ও ৩. জালুত।

প্র ঃ আল কুরআনে কুনিয়াতের সাথে কার নাম উল্লেখ আছে?

- আবু লাহাবের নাম।

প্র ঃ আল কুরআনে উপাধির সাথে কার নাম উল্লেখ আছে?

- হযরত ঈসা ইবনু মারিয়াম (আ)-এর। (উপাধি মাসিহ)

প্র ঃ আল কুরআনে পুণ্যবানদের মধ্যে কার নাম উল্লেখ আছে?

- ইস্কান্দার এর। (উপাধি যুলকারনাইন)

প্র ঃ আল কুরআনে মন্দ লোকদের মধ্যে কার উপাধি উল্লেখ আছে?

- মিশরীয় বাদশাহ ফিরাউনের।

প্র ঃ আল কুরআন কত স্থানে অবতীর্ণ হয়েছে?

- ৩ স্থানে। ১. মক্কা; ২. মদিনা ও ৩. শাম।

www.pathagar.com

প্র ঃ কুরআন মজিদকে সপ্তাক্ষরে অবতীর্ণ করা হয়েছে এ হাদীসখানি কতজন সাহাবী বর্ণনা করেছেন?

- ২১ জন।

প্র ঃ আল কুরআনে মানসুখ আয়াত সংখ্যা কতটি?

- ৫টি।

প্র ঃ কুরআনিক শব্দ উচ্চারণের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রকারভেদ সর্বমোট কতটি এবং কী কী?

- নয়টি। যেমন- ১. ইবতিদা; ২. ওয়াকফ; ৩. ইমালাহ; ৪. মাদ; ৫. তাখফিকে হামযা; ৬. ইদগাম; ৭. ইখফা; ৮. ইকলাব ও ৯. হরফের উচ্চারণ স্থানসমূহ।

প্র ঃ আল কুরআনে কত প্রকার বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে এবং তা কী কী?

- তিন প্রকার। ১. শরীআতের বিধান সংক্রান্ত ইলম; ২. বিতর্ক ও যুক্তি খণ্ডন বিষয়ক শাস্ত্র; ৩. ওয়াজ নসিহাত বিষয়ক শাস্ত্র।

প্র ঃ আল কুরআনে কত জন নবীর নাম এসেছে?

- ছাব্বিশ জন। (প্রচলিত মতে পঁচিশ জন)

প্র ঃ বিশুদ্ধ মতে লুকমান ও খিযির (আ) কি নবী?

- নবী না।

প্র ঃ আল কুরআনে কতজন ফিরিশতার নাম রয়েছে?

- ৮ জনের।

প্র ঃ কুরআন মজিদে অস্পষ্টরূপে কাদের নাম উল্লেখ রয়েছে?

- ১. মুমিন (জনৈক মুমিন ব্যক্তি); ২. রাজুলুন (জনৈক ব্যক্তি); ৩. ফাতা (কোন যুবক); ৪. উম্মি মুসা (মুসার জননী); ৫. ইমরাতা ফিরাউন (ফিরাউনের পত্নী); ৬. আবদ (বান্দাহ); ৭. গোলাম ইত্যাদি।

প্র ঃ কুরআন মজিদে অস্পষ্টরূপে নাম উল্লেখের কারণ কয়টি ও কী কী?

- সাতটি। ১. কুরআনে অন্যত্র উহার বিবরণ উল্লেখ থাকায়; ২. প্রসিদ্ধ হওয়ায়; ৩. তার প্রতি অনুগ্রহ বশত তার বিষয়টি গোপন রাখার উদ্দেশ্যে; ৪. যা নির্দিষ্ট করার মধ্যে তেমন কোন উপকারিতা নেই; ৫. বিষয়টি সাধারণ হওয়ার প্রতি সতর্ক করার উদ্দেশ্যে; ৬. নাম ব্যতীত পূর্ণাঙ্গ বিশেষণের সাথে মাহাত্ম্য বর্ণনা করার উদ্দেশ্য; ৭. অপূর্ণ বিশেষণ দ্বারা হীনতা প্রকাশ করার জন্য।

প্র ঃ আল কুরআনের অলৌকিকত্ব প্রসঙ্গে সর্বপ্রথম কে গ্রন্থ রচনা করেন?

- আবু উসমান আমর জাহিয।

www.pathagar.com

প্র ঃ তাফসীরের আলোকে কুরআন কত প্রকার ও কী কী?

- তিন প্রকার-

১. যার বিবরণ শরীআত প্রবর্তক হতে বর্ণিত হয়েছে;

২.যার ব্যাখ্যা সাহাবী অথবা শীর্ষস্থানীয় তাবি'ঈ হতে বর্ণিত;

৩. যার ব্যাখ্যা কোনরূপ উদ্ধৃতি পাওয়া যায় নি।

প্র ঃ সাহাবীদের মধ্যে চারজন ওহি লেখকের নাম কী কী?

- ১. হযরত যায়েদ ইবনু সাবিত (রা);
  ২. হযরত ইবনু আব্বাস (রা);
  ৩. হযরত ইবনু মাসউদ (রা);
  ৪. হযরত মুয়াবিয়া (রা)।

প্র ঃ আল কুরআনের হুরুফে মুকাত্তায়াত (বিচ্ছিন্ন বর্ণ) কয়টি?

- ১৪টি।

প্র ঃ আল কুরআনে হুরুফে মুকাত্তায়াত কয়টি স্থানে ব্যবহৃত হয়েছে?

- ১৯টি স্থানে।

প্র ঃ আল কুরআনের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয় কী?

- মানুষ।

প্র ঃ কিয়ামতের দৃশ্য বুঝার জন্যে রাসূল (স) যেসব সূরা পড়ার উপদেশ দিয়েছেন এমন ৩টি সূরার নাম কী?

- ১. সূরা ইনফিতার;
  ২. ইনশিকাক ও
  ৩. তাকভির।

প্র ঃ মাদানী সূরার তিনটি বৈশিষ্ট্য কী কী?

- ১. রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধান;
  ২. সামাজিক নিয়ম-নীতি ও
  ৩. জিহাদের নির্দেশ।

প্র ঃ পবিত্র কুরআন সর্বপ্রথম কোন্ মাসের কোন্ রাত্রিতে নাযিল হয়?

- রমযান মাসের ২৭ তারিখের কদরের রাত্রিতে।

প্র ঃ কোন সূরার কোন আয়াতে রাসূল (স)-কে উত্তম আদর্শ বলে ঘোষণা করা হয়েছে?

- সূরা আহ্যাবের ২১ নং আয়াতে।

প্র ঃ কোন সূরা বিসমিল্লাহ্ দিয়ে শুরু হয়নি? সেই সূরার অপর নাম কী?

- সূরা তাওবা, অপর নাম বারায়াত।

www.pathagar.com

প্র ঃ আল কুরআনে বর্ণিত ইসলামী রাষ্ট্রের ৪টি মৌলিক কাজ কী কী?

- ১. নামায কায়েম করা; ২. যাকাত আদায় করা; ৩. সৎ কাজে আদেশ দেয়া ও ৪. অসৎ কাজ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখা।

প্র ঃ এমন একটি তাফসীর গ্রন্থের নাম কী যা বাংলাসহ বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত হয়েছে এবং যার শিরোনামে তাফসীর শব্দটি নেই?

- তাফহিমুল কুরআন।

প্র ঃ আয়াতুল কুরসি কোন সূরার কত নং আয়াত?

- সূরা বাকারার ২৫৫ নং আয়াত।

প্র ঃ আল কুরআনের দৃষ্টিতে পৃথিবীতে মানুষের মর্যাদা কী?

- খলিফা বা প্রতিনিধি।

প্র ঃ আল কুরআনের আয়াত কত প্রকার?

- ২ প্রকার। যথা- ১. মুহকামাত ও ২. মুতাশাবিহাত।

প্র ঃ পবিত্র কুরআনে কোন্ সূরায় কোন্ নবীকে জাতির পিতা হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে?

- সূরা হাজ্জ্ব, হযরত ইবরাহীম (আ) কে।

প্র ঃ মুসলিম জাতির পিতা কে? এ প্রসঙ্গে কুরআনের আয়াতের উদ্ধৃতি কোনটি?

- হযরত ইবরাহীম (আ) 'মিল্লাতা আবিকুম ইবরাহীম হুয়া সাম্মাকুমুল মুসলিমিন'।

প্র ঃ শানে নুযুল বলতে কী বুঝায়?

- আল কুরআন নাযিলের প্রেক্ষাপটকে বুঝায়।

প্র ঃ আল কুরআনে বর্ণিত ইসলামী রাষ্ট্রের ৪টি কাজ সংক্রান্ত সূরার নাম ও আয়াতের নং এবং কাজ ৪টি কী কী?

- সূরার নাম সূরা হজ্জ্ব, আয়াত নং ৪১, কাজ ৪টি হচ্ছে-
  ১. সালাত বা নামায প্রতিষ্ঠা করা; ২. যাকাত প্রদান করা;
  ৩. সৎ কাজের আদেশ ও ৪. অসৎ কাজের নিষেধ করা।

প্র ঃ সর্বপ্রথম নাযিলকৃত আয়াত কোনটি?

- 'ইকরা বিইসমি রাব্বিকাল্লাজি খালাক'।[২]

প্র ঃ 'রাব্বি জিদনী ইলমা' আয়াতটি কোন সূরার কত নং আয়াত?

- সূরা ত্বাহা, ১১৪ নং আয়াত।

প্র ঃ কোন সূরাকে উম্মুল কুরআন বলা হয়?

- সূরা ফাতিহাকে।

---

[২] আল কুরআন, সূরা আলাক, আয়াত : ১।

www.pathagar.com

প্র ঃ কোন সূরা নাযিল হলে হযরত আবু বকর (রা) কেঁদে ফেলেন?

- সূরা নাসর। ইযা জায়া নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহ.....।

প্র ঃ আল কুরআনের ভাষায় কোন গুনাহকে 'যুলমে আযিম' বলা হয়েছে?

- শিরককে।

প্র ঃ আল কুরআনের আলোকে মুমিনের ৫টি গুণ কী কী?

- ১. বিনয়তার সাথে সালাত আদায় করা;
  ২. অহেতুক বাক্যালাপ থেকে বিরত থাকা;
  ৩. যাকাত প্রদান করা;
  ৪. লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করা ও
  ৫. আমানত রক্ষা করা।

প্র ঃ হযরত মুসা (আ) এর নয়টি মুজিযা আল কুরআনের আলোকে কী কী?

- ১. লাঠি সাপ হওয়া;
  ২. হাত শ্বেতবর্ণ হওয়া;
  ৩. শত্রুর উপর বন্যা;
  ৪. পঙ্গপাল;
  ৫. উকুন;
  ৬. ব্যাঙ;
  ৭. রক্ত বৃষ্টি;
  ৮. অন্ধকার ও
  ৯. সমুদ্র দ্বিধাকরণ।

প্র ঃ আল কুরআন প্রকৃত পক্ষে কে প্রথম বাংলায় অনুবাদ করেন? কত সালে?

- মাওলানা আমির উদ্দিন বাসুনিয়া; ১৯৮১ সালে।

প্র ঃ আল কুরআনের কয়টি সূরার নাম বিষয়ভিত্তিক রাখা হয়েছে? সে সূরাগুলো কী কী?

- ২টি। ১. সূরা ফাতিহা ও ২. ইখলাস।

প্র ঃ কোন সূরায় মক্কা বিজয়ের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে? প্রথম আয়াতটি কী?

- সূরা ফাতাহতে। প্রথম আয়াত 'ইন্না ফাতাহনা লাকা ফাতহাম মুবিনা'।

প্র ঃ আল কুরআনে উল্লেখিত 'উম্মাতে ওসাত' অর্থ কী? তাদের দায়িত্ব কী?

- অর্থ উত্তম দল, দায়িত্ব ইকামাতে দ্বীন। (আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠা করা)

প্র ঃ কোন সূরায় বিসমিল্লাহ দুইবার এসেছে?

- সূরা নামলে।

প্র ঃ ইসলামী আন্দোলনের কুরআনের পরিভাষা কী? এর শরয়ী মর্যাদা কী? ইসলামী আন্দোলন করা ফরয; কুরআনের সূরা ও আয়াত নং কত?

- জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ। সূরা সাফ, আয়াত ১১

www.pathagar.com

প্র ঃ রাসূল (স) কে জিহাদের অনুমতি দিয়ে সর্বপ্রথম কোন্ সূরার কত নং আয়াতটি নাযিল হয়?

- সূরা হাজ্জের ৩৯ নং আয়াতটি।

প্র ঃ সূরা আল আসর অনুসারে কারা ক্ষতির মধ্যে লিপ্ত?

- অবিশ্বাসীরা।

প্র ঃ কত বছর ধরে আল কুরআন নাযিল হয়?

- সুদীর্ঘ ২৩ বছর ধরে।

প্র ঃ আল কুরআনের বাণী রাসূল (স) এর কাছে কে নিয়ে আসতেন?

- হযরত জিবরাইল (আ)।

প্র ঃ সম্পূর্ণ কুরআন কোন্ রাতে অবতীর্ণ হয়?

- মহিমান্বিত কদরের রাতে।

প্র ঃ কুরআন শরীফের সূরাগুলো নাযিল হওয়ার কারণ কী?

- অবস্থা ও ঘটনার পরিপ্রেক্ষিত।

প্র ঃ আল কুরআন কোন্ ভাষায় নাযিল হয়?

- আরবী ভাষায়।

প্র ঃ আল কুরআন আরবী ভাষায় নাযিল হওয়ার কারণ কী?

- মহানবীর (স) ভাষা আরবী ছিল বিধায়।

প্র ঃ কুরআন শরীফকে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ বলা হয় কেন?

- যেহেতু ইহা দৈনিক ৫ বার নামাযে পড়া হয়।

প্র ঃ কোন্ আসমানী কিতাব শেষ নবুওয়াতের প্রতি সাক্ষ্য হিসেবে চিরদিন স্থায়ী থাকবে?

- আল কুরআন।

প্র ঃ ইসলামী জীবন-বিধানের প্রধান উৎস কোন্টি?

- আল কুরআন।

প্র ঃ আল কুরআনে মোট কয়টি সূরা আছে?

- ১১৪ টি।

প্র ঃ আল কুরআনে মোট কতটি আয়াত আছে?

- ৬৬৬৬ টি (প্রচলিত মতে)
  ৬২৩৬ টি (বিশুদ্ধ মতে)।[৩]

প্র ঃ বিসমিল্লাহ সহ আল কুরআনের আয়াত সংখ্যা কতটি?

- ছয় হাজার তিন শত উনপঞ্চাশটি (৬৩৪৯)।

---

[৩]. ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান, কুরআন পরিচিতি, ঢাকা : খোশরোজ কিতাব মহল, ২০০১, পৃ. ৩১

www.pathagar.com

প্র ঃ মাক্কী ও মাদানী সূরা কতটি?

- মাক্কী ৮৪ টি, মাদানী ৩০ টি।[৪]

প্র ঃ মাক্কী ও মাদানী সূরার আয়াত কতটি?

- মাক্কী ৪৬০২ টি এবং মাদানী ১৬৩৪ টি।

প্র ঃ মক্কা ও মদিনায় সূরা অবতীর্ণের সময় কত?

- মক্কায় ১২ বছর ৫ মাস ২১ দিন এবং মদিনায় ১০ বছর ৬ মাস ৯ দিন।

প্র ঃ আল কুরআনে কতটি রুকু আছে?

- পাঁচশত চুয়ান্নটি (৫৫৪)।

প্র ঃ আল কুরআনে মোট কতটি শব্দ আছে?

- ছিয়শি হাজার চারশত ত্রিশটি (৮৬,৪৩০)।

প্র ঃ আল কুরআনে মোট কতটি অক্ষর আছে?

- বত্রিশ লাখ বার হাজার ছয়শ সত্তরটি (৩২,১২,৬৭০)।

প্র ঃ আল কুরআনে মনযিল কতটি?

- ৭ টি।

প্র ঃ আল কুরআনকে মোট কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে? ভাগগুলোকে কী বলে?

- ত্রিশ ভাগে, প্রত্যেক ভাগকে পারা বলে।

প্র ঃ কার আদেশে আল কুরআনকে ৩০ ভাগে ভাগ করা হয়?

- হযরত হাজ্জাজ বিন ইউসুফের আদেশে।

প্র ঃ সবচেয়ে বড় সূরা কোন্‌টি?

- সূরা আল বাকারা।

প্র ঃ সবচেয়ে ছোট সূরা কোনটি?

- সূরা আল কাউসার।

প্র ঃ সর্বপ্রথম কোন সূরা নাযিল হয়?

- সূরা আল আলাক।[৫]

প্র ঃ আল কুরআনের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি?

- সূরা আল ফাতিহা।

প্র ঃ সর্বশেষ কোন সূরা নাযিল হয়?

- সূরা আন নাসর।

প্র ঃ আল কুরআনের সবচেয়ে বড় শব্দ কোনটি?

- ফাআছকাইনাকুমুহ লা-ইয়াস্তাখলিফান্নাহুম।

প্র ঃ সর্ববৃহৎ আয়াত কোনটি?

- সূরা আল বাকারার ২৮২ নং আয়াতটি।

---

৪. এতে ভিন্ন মতও আছে।

৫ আল ইতকান, আল্লামা জালালউদ্দিন সুয়ুতি।

www.pathagar.com

প্র ঃ আল কুরআনের সূরাগুলো কয় ভাগে বিভক্ত এবং কী কী?

- দুইভাগে। মাক্কী ও মাদানী।

প্র ঃ মাক্কী সূরা কাকে বলে?

- মহানবী (স) এর মক্কা জীবনে দীর্ঘ তের বছর ধরে যে সকল সূরা নাযিল হয়, তাকে মাক্কী সূরা বলে।

প্র ঃ মাদানী সূরা কাকে বলে?

- মহানবী (স) এর মদীনা জীবনে যে সকল সূরা নাযিল হয়, তাকে মাদানী সূরা বলে।

প্র ঃ মাক্কী সূরার বৈশিষ্ট্য কী?

- আল্লাহর একত্ববাদ, অংশীবাদ, ইহকাল, পরকাল, পাপ-পুণ্য সম্পর্কীয় বিধি-বিধান।

প্র ঃ মাদানী সূরার বৈশিষ্ট্য কী?

- ইসলামী রাষ্ট্রের বুনিয়াদ, যেমন– ফৌজদারী আইন, উত্তরাধিকার আইন, বিবাহ, তালাক, যাকাত, অর্থনীতি ও সমাজনীতি ইত্যাদি।

প্র ঃ মূল কুরআন কী রকম ছিল?

- মূল কুরআনে অক্ষরের উপরে বা নিচে কোন চিহ্ন ছিল না। অনারবদের পড়ার সুবিধার জন্য যের, যবর, পেশ, তাশদিদ ইত্যাদি চিহ্নের প্রচলন করা হয়।

প্র ঃ প্রথম যুগে আল কুরআন কিভাবে সংরক্ষিত হয়?

- মুখস্থ করে।

প্র ঃ যারা আল কুরআন মুখস্থ করে তাদেরকে কী বলে?

- হাফিয।

প্র ঃ কে কখন কিভাবে আল কুরআন সংরক্ষণ করেন?

- খলিফা হযরত ওসমান (রা) এর মৃত্যুর পর সমগ্র কুরআন লিপিবদ্ধ করে সংরক্ষণ করেন।

প্র ঃ কোন বিদেশী লেখক আল কুরআনকে ঈশ্বর প্রেরিত বাণী বলে নিঃসন্দিহান হয়েছেন?

- ফরাসি লেখক ড. মরিস বুকাইলী।

প্র ঃ তাউয কাকে বলে?

- অভিশপ্ত শয়তানের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য যে দোয়া পড়ে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয় তাকে তাউয বলে। (আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম) এটা আল কুরআনের অংশ নয়।

প্র ঃ তাসমিয়াহ বা আল কুরআনের তাজ কী?

- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম। এটাই তাসমিয়াহ বা আল কুরআনের তাজ।

www.pathagar.com

প্র ঃ প্রধান ওহি লেখক কে?
- হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা)।

প্র ঃ কার পরামর্শক্রমে আল কুরআন সংরক্ষণ শুরু হয়?
- হযরত উমর (রা) এর।

প্র ঃ আল কুরআনের প্রামাণ্য পাণ্ডুলিপি পুনরায় লেখার দায়িত্ব কার উপর অর্পিত হয়?
- হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা) এর উপর।

প্র ঃ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ কুরআন সর্বপ্রথম কার তত্ত্বাবধানে রাখা হয়?
- হযরত আবু বকর (রা) এর তত্ত্বাবধানে।

প্র ঃ কে আল কুরআনের একটি কপি নকল করালেন?
- হযরত আবু বকর (রা)।

প্র ঃ দ্বিতীয় খলিফা তাঁর জীবন সায়াহ্নের পূর্বে আল কুরআনের পাণ্ডুলিপি কার কাছে রেখে যান?
- হযরত হাফসা (রা) এর কাছে।

প্র ঃ কুরআন শরীফের গঠন পদ্ধতির বিভিন্নতা দেখে কে আতংকিত হন?
- হযরত উসমান (রা)।

প্র ঃ কার খিলাফতকালে প্রকৃত কুরআন শরীফের আটটি কপি করা হয়?
- হযরত উসমান (রা) এর আমলে।

প্র ঃ সংরক্ষিত আল কুরআন প্রতিলিপি প্রচারের জন্য কোথায় কোথায় প্রেরণ করা হয়?
- বিভিন্ন ইসলামী শাসন কেন্দ্রে।

প্র ঃ বিশুদ্ধ কুরআন শরীফ কার তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত হয়?
- হযরত উসমান (রা) এর তত্ত্বাবধানে।

প্র ঃ আল কুরআনে কিয়াস সম্পর্কে আল্লাহ কী বলেছেন?
- 'তোমরা গভীর চিন্ত-ভাবনা ও প্রজ্ঞা অবলম্বন কর।'

প্র ঃ মানব জাতির একমাত্র ও শেষ দিশারী কী?
- আল কুরআন।

প্র ঃ মানুষের মধ্যে কোন ব্যক্তি উত্তম?
- যে নিজে কুরআন শিখে ও অন্যকে শিখায়।

প্র ঃ আল্লাহ তাআলা সূরা আল আসরের মধ্যে কয়টি উপদেশের কথা বলেছেন?
- ৬ টি।

প্র ঃ সূরা আল বাকারায় কতটি আয়াত ও রুকু আছে?
- ২৮৬ টি আয়াত ও ৪০ টি রুকু আছে।

প্র ঃ কুরআন শরীফের যে সব আয়াতের ভাবার্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ বোঝে না, বোঝা সম্ভব নয়, আল কুরআনের ভাষায় সেসব আয়াতকে কী বলা হয়?
- মুতাশাবিহাত আয়াত।

www.pathagar.com

প্র ঃ পূর্বের নবীগণের যুগের কতজন কাফিরের নাম কুরআনে উল্লেখ আছে?

- ছয়জনের- ১. আর; ২. যালুত;
  ৩. ফিরাউন; ৪. হামান;
  ৫. কারুন ও ৬. ছামেরী।

প্র ঃ পাখা বিশিষ্ট কোন কোন প্রাণীর নাম আল কুরআনে উল্লেখ আছে?

- দশটি প্রাণীর নাম। যথা–

১. মশা; ২. কাক, ৩. টিড্ডি;
৪. মৌমাছি; ৫. বটের; ৬. পিপিলিকা;
৭. হুদ হুদ; ৮. মাছি; ৯. ফড়িং।

পরিচ্ছেদ-২
আল কুরআনের আলোচ্য বিষয়

প্র ঃ আল কুরআনের আলোচ্য বিষয় কয়টি ও কী কী?

- ৫ টি। যথা–

১. বিধি-বিধান ও সংবিধান জ্ঞান;

২. বিতর্ক জাতীয় জ্ঞান;

৩. আল্লাহর অনুগ্রহের অবগতি সম্পর্কিত জ্ঞান;

৪. আল্লাহ প্রদত্ত বিজয় দিবস তথা সত্যের জয় ও মিথ্যার পরাজয় সংক্রান্ত রহস্য তত্ত্ব এবং

৫. মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী বিষয় সংক্রান্ত জ্ঞান।

পরিচ্ছেদ-৩
আসমানি কিতাব

প্র ঃ আসমানী কিতাব কাকে বলে?

- মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য যুগে যুগে আল্লাহ তায়ালা রাসূলগণের উপর যে কিতাব নাযিল করেছেন, তাকে আসমানী কিতাব বলে।

প্র ঃ মোট আসমানী কিতাবের সংখ্যা কতটি?

- ১০৪ টি।

প্র ঃ প্রধান আসমানী কিতাব কয়টি?

- ৪ টি।

www.pathagar.com

প্র ঃ সর্বশেষ আসমানী কিতাবের নাম কী?

- আল কুরআন।

প্র ঃ আসমানী কিতাবের বিষয়বস্তু কী?

- মানবিক অধিকার।

প্র ঃ প্রধান আসমানী কিতাব কাদের উপর নাযিল হয়?

- ১. কুরআন : হযরত মুহাম্মদ (স) এর উপর।
  ২. তাওরাত : হযরত মুসা (আ) এর উপর।
  ৩. ইনজিল : হযরত ঈসা (আ) এর উপর।
  ৪. যাবুর : হযরত দাউদ (আ) এর উপর।

প্র ঃ প্রধান আসমানী কিতাবগুলো কোন কোন ভাষায় নাযিল হয়েছে?

- আরবী, ইবরানী, সুরিয়ানী ও ইউনানী ভাষায়।

প্র ঃ আল্লাহ কিভাবে রাসূলদের প্রতি ওহি নাযিল করেন?

- ফিরিশতা জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে।

প্র ঃ সহিফা কী?

- আল্লাহ প্রেরিত ওহি। তবে সহিফা খুবই ক্ষুদ্র আকৃতির পুস্তিকা।

প্র ঃ কতগুলো সহিফার পরিচয় পাওয়া গেছে?

- ১০০ টি।

প্র ঃ কোন নবীর ওপর কতগুলো সহিফা নাযিল হয়?

- হযরত আদম (আ) এর ওপর ১০ টি;
  হযরত শীষ (আ) এর ওপর ৫০ টি;
  হযরত ইদ্রিস (আ) এর ওপর ২০ টি;
  হযরত ইবরাহীম (আ) এর ওপর ১০ টি;
  তওরাত নাযিলের পূর্বে হযরত মুসা (আ) এর ওপর ১০ টি।

পরিচ্ছেদ-৪

আল কুরআনের ২০ টি নাম

ক্রম.	নাম	অর্থ	কারণ
১.	কিতাব	গ্রন্থ	যেহেতু এই পবিত্র গ্রন্থে বিশ্বমানবতার সার্বিক বিধি-বিধান ও জ্ঞান বিজ্ঞান সন্নিবেশিত হয়েছে।
২.	কুরআন	পঠিত, একত্রিত	যেহেতু আল কুরআনের বিভিন্ন হরফ, আয়াত ও সূরাকে একত্রিত করা হয়।

www.pathagar.com

৩.	ফুরকান	পার্থক্যকারী	যেহেতু আল কুরআন হক ও বাতিলের মধ্যে পার্থক্য করে দিয়েছে।
৪.	হাকিম	বিজ্ঞানময়	যেহেতু আল কুরআনের আয়াতসমূহ বিভিন্ন বর্ণনাভঙ্গির মাধ্যমে পরিবর্তন, বিকৃত ও বিরোধ হতে সুদৃঢ় করা হয়েছে।
৫.	কারিম	সম্মানিত	যেহেতু আল কুরআন পরম মাহাত্ম ও মর্যাদার অধিকারী।
৬.	রহমাত	শান্তি	যেহেতু আল কুরআন ইহকাল পরকালের শান্তির একমাত্র কারণ।
৭.	কালাম	কথা, বাণী	যেহেতু আল কুরআন আল্লাহর বাণী এবং ইহা পাঠক ও শ্রোতার অন্তরে প্রভাব বিস্তার করে।
৮.	হুদা	সৎপথ	যেহেতু আল কুরআনের মাধ্যমে ন্যায় ও সত্যের দিকে পথ প্রদর্শন করা হয়।
৯.	যিকর	আলোচনা, উপদেশ	যেহেতু আল কুরআনে বহু ঘটনার আলোচনা ও বহু উপদেশ প্রদান করা হয়েছে।
১০.	শিফা	আরোগ্য	যেহেতু কুরআন মজিদ মানুষের অভ্যন্তরীণ ব্যাধিসমূহের আরোগ্যের মাধ্যম।
১১.	নূর	আলো, জ্যোতি	যেহেতু আলোর মাধ্যমে কোন বস্তু যেমনিভাবে স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি কুরআন শরীফের মাধ্যমে হালাল হারাম সঠিক ভাবে উপলব্ধি করা যায়।
১২.	মুবিন	প্রকাশকারী	যেহেতু আল কুরআন হক বাতিলকে পরিষ্কার-ভাবে বর্ণনা করে দিয়েছে।
১৩.	মাজিদ	মর্যাদাশীল	যেহেতু আল কুরআন অতি মর্যাদাশীল কিতাব।
১৪.	তানযিল	ক্রমশঃ অবতারিত	যেহেতু আল কুরআন ক্রমশঃ অবতারিত হয়েছে।
১৫.	উল্‌ম	বিদ্যা, জ্ঞান	যেহেতু আল কুরআন জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ।
১৬.	সিরাতুল মুসতাকিম	সরল পথ	যেহেতু আল কুরআন জান্নাতে পৌঁছার সরল সোজা পথ।
১৭.	মাসানি	পুনরাবৃত্তি	যেহেতু আল কুরআনের উপদেশ ঘটনাবলী বার বার বর্ণিত হয়েছে।
১৮.	অহি	প্রত্যাদেশ	যেহেতু আল কুরআন আল্লাহ তাআলার প্রত্যাদেশ।

www.pathagar.com

১৯.	নাযির	সতর্ককারী, ভীতি প্রদর্শনকারী	যেহেতু আল কুরআন জাহান্নামের ভীতি প্রদর্শনকারী।
২০	মুসাদ্দিক	সত্যায়নকারী	যেহেতু আল কুরআন পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহের সত্যায়নকারী।

পরিচ্ছেদ-৫
ওহির পরিচিতি

প্র ঃ ওহি কিরূপ শব্দ?

- আরবী শব্দ।

প্র ঃ ওহির শাব্দিক অর্থ কী?

- প্রত্যাদেশ, বাণী, গোপন ইঙ্গিত, অবগত করান, নির্দেশ ইত্যাদি।

প্র ঃ পরিভাষায় ওহি কাকে বলে?

১. যে সকল মর্মবাণী আল্লাহর পক্ষ থেকে হযরত জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে নবী রাসূলগণের কাছে প্রেরণ করা হতো, তাকে ওহি বলে।
২. আল্লাহর কালাম তাঁর নবীদের প্রতি অবতরণ করাকে ওহি বলে।
৩. আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর নবীদের অবগত করাকে ওহি বলে।

প্র ঃ ওহি কয় শ্রেণীতে বিভক্ত?

- ২ শ্রেণীতে বিভক্ত। যেমন–

১. ওহিয়ে মাতুল বা পঠিত প্রত্যাদেশ : যে সকল ওহির শব্দ হুবহু সংরক্ষণ করার জন্য মহানবী (স) আদিষ্ট ছিলেন এবং স্বয়ং আল্লাহ তাআলা উহা সংরক্ষণের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। আল কুরআন এই শ্রেণীর ওহি।

২. ওহিয়ে গায়রে মাতলু বা অপঠিত প্রত্যাদেশ : যে সকল ওহির শব্দ হুবহু সংরক্ষণের জন্য মহানবী (স) আদিষ্ট ছিলেন না বরং এর মর্ম তথা ভাব রক্ষা করাই উদ্দেশ্য ছিল। আল হাদীস এই শ্রেণীর ওহি। আল্লামা আনওয়ার শাহ কাশ্মীরীর মতে, প্রাথমিক পর্যায়ে অহি তিন প্রকার।

যেমন– ১. অহিয়ে কলবী, ২. অহিয়ে কালামে এলাহী, ৩. অহিয়ে মালাকী।

১. অহিয়ে কলবী : আল্লাহ রাব্বুল আলামীন নি:শব্দে এবং কুদরতিভাবে নির্দিষ্ট বিষয়সমূহ নবী (স) এর মানসপটে বিশ্বাস জন্মিয়ে দেন যে ঐ বিষয়ে কোন ফিরিশতা বা ইন্দ্রিয়শক্তি বিদ্যমান নেই। আল্লাহর পক্ষ থেকে এটা সরাসরি ওহি স্বরূপ নাযিল হয়েছে। একে ওহিয়ে কালবী বলা হয়। হযরত ইবরাহীম (আ) এভাবেই স্বীয় পুত্র ইসমাইল (আ) কে কোরবানী করার জন্যে আদিষ্ট হয়েছিলেন।

২. অহিয়ে কালামে এলাহী : এ ধরনের ওহিতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর প্রিয় বান্দা রাসূল (স) কে নিজের সাথে কথা বলার সুযোগ দান করেন। এ ক্ষেত্রেও

www.pathagar.com

ফিরিশতা বা কোন মধ্যস্থতা দরকার হয় না। এই প্রকার ওহিতে নবী করিম (স) এক ধরনের অদ্ভুত ও আশ্চর্য আওয়াজ শুনতে পেতেন। যা পৃথিবীর অন্যসব আওয়াজ বা শব্দ থেকে ভিন্ন ধরনের, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও বুদ্ধির জোরে এর রহস্য অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ ধরনের ওহি সর্বশ্রেষ্ঠ ও উন্নত পন্থা বলে বিবেচিত হয়।

৩. অহিয়ে মালাকী : ওহির এ তৃতীয় উপায়ে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফিরিশতার মাধ্যমে মহানবী (স) এর কাছে স্বীয় আলকুরআন পৌছে দেন। আল্লাহর নির্দেশে হযরত জিবরাইল (আ) কখনো মানুষের আকৃতি ধারণ করে, আবার কখনো স্বীয় আকৃতিতে নবী (স) এর কাছে ওহি নিয়ে আগমন করতেন। তবে এ প্রকারের ওহি খুব কমই নাযিল হয়েছিল।

পরিচ্ছেদ-৬
ওহি লিখার দায়িত্বে ছিলেন যাঁরা

১. হযরত আবু বকর (রা), ২. হযরত উসমান (রা), ৩. হযরত আলী (রা), ৪. হযরত যুবায়ের (রা), ৫. হযরত আমের বিন কাহিরা (রা), ৬. হযরত আমর ইবনুল আস (রা), ৭. হযরত উবাই ইবনু কাব (রা), ৮. হযরত মুগিরা ইবনু ওয়ালিদ (রা), ৯. হযরত আবদুল্লাহ ইবনু রাওয়াহা (রা), ১০. হযরত খালিদ ইবুন ওয়ালিদ; (রা), ১১. হযরত খালিদ ইবনু সাঈদ ইবনুল আস (রা), ১২. হযরত আবদুল্লাহ বিন আকরাম, ১৩. হযরত ছাবিত ইবনু কায়েস, ১৪. হযরত হানজালা ইবনু রবি আজাদী।

পরিচ্ছেদ-৭
মাদানী যুগের বড় বড় ঘটনার সময়কাল

১. হিজরত	:	১২ রবিউল আউয়াল ১ হিজরী জুমআর দিন মহানবী (স) মদিনায় পৌছেন।
২. বদর যুদ্ধ	:	রমযান মাসে দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ সংগঠিত হয়।
৩. উহুদ যুদ্ধ	:	শাওয়াল মাসের তৃতীয় হিজরীতে এ যুদ্ধ সংগঠিত হয়।
৪. বনু নাজিরের বিরুদ্ধে	:	রবিউল আউয়াল মাসের ৪র্থ হিজরীতে এ অভিযান শুরু হয়।
৫. খন্দকের যুদ্ধ [আহযাব]	:	শাওয়াল মাসের ৫ম হিজরীতে এ যুদ্ধ সংগঠিত হয়।
৬. হুদাইবিয়ার সন্ধি	:	জিলকাদ মাসের ৬ষ্ঠ হিজরীতে এটা সংগঠিত হয়।
৭. খায়বারের যুদ্ধ	:	মুহাররাম মাসের ৭ম হিজরীতে এ যুদ্ধ সংগঠিত হয়।
৮. মক্কা বিজয়	:	রমযান মাসের ৮ম হিজরীতে মক্কা বিজয় হয়।

www.pathagar.com

৯. হুনাইনের যুদ্ধ : শাওয়াল মাসের ৮ম হিজরীতে এ যুদ্ধ সংগঠিত হয়।
১০. তাবুকের যুদ্ধ : রজব মাসের ৯ম হিজরীতে এ যুদ্ধ সংগঠিত হয়।
১১. বিদায় হজ্ব : জিলহজ্ব মাসের ১০ম হিজরীতে বিদায় হজ্ব সংগঠিত হয়।

পরিচ্ছেদ-৮
সূরা ফাতিহার নামসমূহ

ক্রম.	নাম	অর্থ
১.	ফাতিহাতুল কিতাব	গ্রন্থের ভূমিকা
২.	ফাতিহাতুল কুরআন	আলকুরআনের ভূমিকা
৩.	উম্মুল কিতাব	গ্রন্থের সারবস্তু
৪.	উম্মুল কুরআন	আলকুরআনের মূল বক্তব্য
৫.	আল কুরআনুল আযিম	মহিমান্বিত পাঠ্য
৬.	আল কাফিয়া	স্বয়ং সম্পূর্ণ
৭.	আল ওয়াফিয়া	পরিপূর্ণ/পূর্ণাঙ্গ সূরা
৮.	আল কান্য	ভাণ্ডার/জ্ঞানের আকর
৯.	আল আসাসুল কুরআন	আলকুরআনের ভিত্তি
১০.	সূরাতুন্ নূর	আলো
১১.	সূরাতুল হামদ্	প্রশংসাসূচক সূরা
১২.	সূরাতুস শোকর	কৃতজ্ঞতামূলক সূরা
১৩.	সূরাতুল হামদুল উলা	প্রশংসাসূচক সূরা
১৪.	সূরাতুল হামদুল উলা কুসারা	সংক্ষিপ্ত প্রশংসাসূচক সূরা
১৫.	সূরা আর রুকাইয়া	ঝাড় ফুঁক করার সূরা
১৬.	সূরা আশ শিফা	রোগ মুক্তির সূরা
১৭.	সূরা আশ শাফিয়া	আরোগ্যের সূরা
১৮.	সূরা আস সালাত	নামাযের সূরা
১৯.	সূরা আদ দু'আ	প্রার্থনামূলক সূরা
২০.	সূরা আস সুয়াল	প্রশ্নমূলক সূরা
২১.	তালিমুল মাসয়ালা	প্রার্থনার নিয়ম শিক্ষা
২২.	সূরা আল মুনাজাত	কথোপকথনের সূরা
২৩.	সূরাতুত তাফবীয	সোপর্দ/আত্মসমর্পণের সূরা
২৪.	আসসালাত	নিছক সালাত
২৫.	আস সাবউল মাসানী	নিত্য পাঠ্য বাণী।[৬]

৬. সুয়ূতী, আল ইতকান, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৯

তিলাওয়াতে সিজদার স্থানসমূহ

ক্রম.	সূরার নাম	অবতীর্ণের স্থান	আয়াত	পারা নং
১.	আরাফ	মক্কা	২০৬	০৮
২.	রাদ	মদিনা	১৫	১৩
৩.	নাহল	মক্কা	৪৯-৫০	১৪
৪.	বনি ইসরাইল	মক্কা	১০৯	১৫
৫.	মারইয়াম	মক্কা	৫৮	১৬
৬.	হজ্জ	মদিনা	১৮	১৭
৭.	ফুরকান	মক্কা	৬০	১৯
৮.	নামল	মক্কা	২৫-২৬	১৯
৯.	সাজদাহ	মক্কা	১৫	২১
১০.	সোয়াদ	মক্কা	২৪-২৫	২৩
১১.	হা-মিম-সাজদাহ	মক্কা	৩৮	২৪
১২.	কামার	মক্কা	৬২	২৭
১৩.	ইনশিকাক	মক্কা	২০-২১	৩০
১৪.	আলাক	মক্কা	১৯	৩০

পরিচ্ছেদ-১০

আল কুরআনের সপ্ত মানযিল

ক্রম.	সূরাক্রম	নাম	সূরাক্রম	নাম ও পর্যন্ত
১.	১	সূরা ফাতিহা	৪	সূরা নিসা শেষ পর্যন্ত
২.	৫	সূরা মায়িদা	৯	সূরা তাওবা পর্যন্ত
৩.	১০	সূরা ইউনুস	১৬	সূরা নাহল শেষ পর্যন্ত
৪.	১৭	সূরা বনী ইসরাইল	২৫	সূরা ফুরকান শেষ পর্যন্ত
৫.	২৬	সূরা শুআরা	৩৬	সূরা ইয়াসিন শেষ পর্যন্ত
৬.	৩৭	সূরা সাফ্ফাত	৪৯	সূরা হুজুরাত শেষ পর্যন্ত
৭.	৫০	সূরা কাফ	১১৪	সূরা নাস শেষ পর্যন্ত।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-১১
কুরআন ও হাদীসে কুদসীর পার্থক্য

কুরআন	হাদীসে কুদসী
১. কুরআন মজিদ জিবরাইল (আ) ছাড়া নাযিল হয়নি এবং শব্দ ভাষা নিশ্চিত ভাবে লাওহে মাহফুয হতে অবতীর্ণ।	১. হাদীসে কুদসীর মূল বক্তব্য আল্লাহর কাছ থেকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে প্রাপ্ত। কিন্তু ভাষা রাসূল (স) এর নিজস্ব।
২. নামাযে কুরআন মজিদই শুধু পাঠ করা হয়। কুরআন ছাড়া নামায সহিহ হয় না।	২. নামাযে হাদীসে কুদসী পাঠ করা যায় না অর্থাৎ হাদীসে কুদসী পাঠে নামায হয় না।
৩. অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা হারাম।	৩. হাদীসে কুদসী অপবিত্র ব্যক্তি, এমনকি হায়িয-নিফাস সম্পন্না নারীও স্পর্শ করতে পারে।
৪. কুরআন মজিদ একটি মুজিযা।	৪. কিন্তু হাদীসে কুদসী মুজিযা নয়।
৫. কুরআন অমান্য করলে কাফির হতে হয়।	৫. হাদীসে কুদসী অমান্য করলে কাফির হতে হয় না।
৬. কুরআন নাযিল হওয়ার জন্যে আল্লাহ ও রাসূলের মাঝখানে জিবরাইল (আ) এর মধ্যস্থতা জরুরি।	৬. হাদীসে কুদসীতে জিবরাইলের (আ) মধ্যস্থতা জরুরি নয়।

পরিচ্ছেদ-১২
আল কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে অমুসলিম মনীষীদের অভিমত

বিশ্বের খ্যাতনামা অমুসলিম মনীষীদের এবং জ্ঞানী গুণীদের স্পষ্ট অভিমত পেশ করা হল। এসব জগদ্বিখ্যাত ও দেশ বরেণ্য মনীষী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আলকুরআনের প্রশংসা করেছেন। বস্তুত তারা নিজেদের বিবেকের কাছে সারা দিয়েছেন এবং মানবতার রূপ প্রকাশ করেছেন। আলকুরআন সম্বন্ধে তাদের স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ অভিমতের জন্য তারা প্রশংসার যোগ্য।

১. বিখ্যাত ভাষাবিদ পণ্ডিত ইমানুয়েল ডেস্ক্ বলেন– আলকুরআনের সাহায্যে আরবরা মহান আলেকজান্ডারের জগৎ হতে বৃহত্তম জগৎ, রোম সাম্রাজ্য হতে বৃহত্তর সাম্রাজ্য জয় করে নিয়েছে। আলকুরআনের অনুসারী আরব মুসলমানরা এসেছিল মানব জাতিকে জ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত করতে।

www.pathagar.com

২. চেম্বার এনসাইক্লোপিডিয়ায় বলা হয়েছে– আলকুরআনে অত্যাচার, মিথ্যা, অহংকার, প্রতিহিংসা, গীবত, লোভ, অপব্যয়, অসদুপায়ে অর্থ উপার্জন, খিয়ানত এবং কারো সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করা ইত্যাদির নিন্দা করা হয়েছে। এটাই আলকুরআনের একটি মহান সৌন্দর্য।

৩. ফ্রান্সের ড. গস্তেওলিবাম বলেন– আলকুরআন মানুষের অন্ত:করণে এরূপ জীবন্ত এবং শক্তিশালী ঈমানের প্রেরণা সৃষ্টি করে যাতে সন্দেহের লেশমাত্রও থাকতে পারে না।

৪. প্রফেসর রেনল্ড নিকলসন বলেন– আলকুরআনের প্রভাবেই আরবী ভাষা সমগ্র মুসলিম জগতে পবিত্র ভাষারূপে সমাদৃত হয়েছে। আলকুরআন আরবের কন্যা হত্যা প্রথার বিলোপ সাধন করেছে।

৫. মি. এস লিডর বলেন– আলকুরআনের শিক্ষা হতেই দর্শন বিভাগের উদ্ভব হয়েছে এবং উহা উন্নতির এরূপ চরম শিখরে পৌঁছিয়েছিল যে, ইউরোপের বড় বড় সাম্রাজ্যের শিক্ষাকেও অতিক্রম করেছিল।

৬. জার্মান দার্শনিক জনজাকরিসক বলেন– বিধর্মীরা যখন পয়গম্বরের মুখে আলকুরআন শুনত তখন তারা অস্থির হয়ে সিজদায় পড়ে যেত এবং ইসলাম গ্রহণ করত।

৭. মি. বেটন্‌লী লেনপুল বলেন– একটি বড় মাযহাবের জন্য যা আবশ্যক আলকুরআনে তা সবই আছে এবং একজন মহান পুরুষ হযরত মুহাম্মদ (স) এর মধ্যেও উহা ছিল।

৮. এইচ. জি. ওয়েল্‌স্ বলেন– আলকুরআন মুসলমানদেরকে এরূপ ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করেছে যাতে বংশগত এবং ভাষাগত ব্যবধানও কোন পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে না।

৯. এডওয়ার্ড ডি. জি. ব্রাউন বলেন– আমি যতই আলকুরআনের আয়াতসমূহের বিষয় চিন্তা করি উহার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করি, ততই আমার অন্ত:করণে উহার মাহাত্ম বৃদ্ধি পেতে থাকে। অপরপক্ষে যখন জেন্দাবেস্তা (পারসিকদের ধর্মগ্রন্থ) কিংবা অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, অতীতকালের ঘটনাবলি অথবা কোন গবেষণার জন্য অধ্যয়ন করি, তখন উহা অন্তরে বোমা স্বরূপ মনে হয়।

১০. স্যার উইলিয়াম বলেন– আলকুরআনের স্বাভাবিক এবং নৈসর্গিক দলিল-প্রমাণ দ্বারা আল্লাহ পাকের অস্তিত্বকে এরূপ প্রমাণ করা হয়েছে, যা মানুষের মনকে আল্লাহর তাবেদারী এবং কতৃজ্ঞতা জ্ঞাপনের দিকে প্রবলভাবে আকৃষ্ট করে।

পরিচ্ছেদ-১৩

আল কুরআনের বাণী চিরন্তনী

১. সত্য ও ন্যায়ের দিক দিয়ে তোমার রবের বাণী পরিপূর্ণ। কেউ তাঁর বাণী বদলাতে পারে না।

www.pathagar.com

২. তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামতো চললে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা তো কেবল অনুমান অনুবর্তী।

৩. যদি সত্য তাদের কামনা বাসনার অনুবর্তী হত, তাহলে আসমান, জমিন ও এর মধ্যবর্তী সবকিছু বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ত।

৪. তোমরা গণনা করলে আল্লাহর নিয়ামতের সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না।

৫. তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের যে ধন জন দেই তা দিয়ে কেবল তাদের সর্ব প্রকার মঙ্গল ত্বরান্বিত করি না, তারা বুঝে না।

৬. মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য আমি যে পার্থিব সম্পদ দেই, তুমি তার প্রতি দৃষ্টিপাত করবে না।

৭. কোন জাতি নিজের অবস্থার পরিবর্তন না করলে, আল্লাহ পরিবর্তন করেন না।

৮. আল্লাহ মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিলে ভূ-পৃষ্ঠে কেউই রেহাই পেতনা। তিনি তাদের এক নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত অবকাশ দেন।

৯. যে আখিরাতের ফসল চায় আমি তাকে তা বাড়িয়ে দেই, আর যে দুনিয়ার ফসল চায় আমি তাকে কিছু দেই, তবে তার জন্য আখিরাতে কিছুই থাকবে না।

১০. তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে তা তো তোমাদেরই কৃতকর্মের ফল। তিনি তোমাদেরকে অনেক ক্ষমা করেন।

১১. তোমরা যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হবে না।

১২. আযাব আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর।

১৩. মানুষের কৃতকর্মের জন্য জলে স্থলে বিপর্যয় ঘটে।

১৪. আসমান, জমিন এবং এ দু'য়ের মধ্যর্বর্তী কোন কিছুই আমি নিরর্থক সৃষ্টি করিনি।

১৫. তোমরা ভাল কাজ করলে তা তো নিজেদেরই জন্য, আর মন্দ কাজ করলে তাও নিজেদেরই জন্য।

১৬. যা ভাল তা দিয়ে মন্দের প্রতিকার কর।

১৭. অদৃশ্যের কুঞ্জী আল্লাহর হাতে।

১৮. জীব মাত্রই মরণশীল।

১৯. মুমিনরা পরস্পর ভাই ভাই।

২০. যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালিয়ে বেড়াও, সে মৃত্যুর সাথে তোমাদের সাক্ষাৎ হবেই।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ৩
আত্ তাফসীর

প্র ঃ তাফসীর শব্দের অর্থ কী?

- তাফসীর শব্দের অর্থ বর্ণনা করা, প্রকাশ করা, আবৃত্ত বস্তু উন্মুক্তকরা[১]।

প্র ঃ পরিভাষায় তাফসীর কাকে বলে?

- তাফসীর এমন বিদ্যা যাতে মানুষের সাধ্যানুপাতে আল কুরআনের কোন আয়াত বা কোন শব্দ দ্বারা আল্লাহ কী বুঝাতে চেয়েছেন সে সম্পর্কে আলোচনা করা হয়[২]।

প্র ঃ তাফসীর শাস্ত্রের মূলনীতি কয়টি ও কী কী?

- ৩টি। যথা-

  ১. মাযাজ ও রূপকার্থে প্রয়োগ; ২. বুদ্ধিভিত্তিক দলিলের প্রয়োগ ও ৩. যুক্তির প্রয়োগ।[৩]

প্র ঃ তাফসীর চর্চার মূল ধারা কয়টি ও কী কী?

- ২টি। যথা- ১. ইসনাদভিত্তিক ধারা (Isnad based); ২. মতনভিত্তিক ধারা (Text based) ।

প্র ঃ সামগ্রিকভাবে কয়টি বিষয়ের উপর নির্ভর করে আল কুরআনের তাফসীর রচিত হয়েছে?

- ৬টি; ১.আহকাম; ২. সাহিত্য; ৩. ইতিহাস; ৪. অভিধান; ৫. ব্যাকরণ; ৬. আকিদা; ইত্যাদি।[৪]

প্র ঃ সর্বপ্রথম কে পূর্ণাঙ্গ তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন?

- সাইদ ইবনু জুবাইর (রা)।[৫] ভিন্নমতে, আব্দুল মালিক বিন জুরাইয[৬]।

প্র ঃ তরজমা ও তাফসীরের মধ্যে পার্থক্য কী?

- তরজমায় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সুযোগ নেই। আর তাফসীরের ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ অত্যাবশ্যকীয়[৭]।

---

১ . আল কামুসুল মুহীত, ২য় খণ্ড, পৃ.১১০
২ . কাওয়ায়িদুত তাফসীর, ১ম খণ্ড, পৃ.২৭
৩ . উলুমুল কুরআন, ২য় খণ্ড, পৃ.৩৬০
৪ . তাফসীর মাযহারী, ১ম খণ্ড, ভূমিকাংশ, পৃ ১০
৫ . মাবাহিস ফি উলুমিল কুরআন, পৃ.১৭১
৬ . আন নুকাতুল মুতাম্মামাহ, পৃ.২০
৭ . আল কুরআন ওয়াল ফুরকান, পৃ.১০-১২

www.pathagar.com

প্র ঃ তাফসীরের জন্য কোন কোন জ্ঞান অত্যাবশ্যকীয়?

- মুহকাম, মুতাশাবিহ, নাসিখ, মানসুখ, শানে নুযুল, উপমা-উদাহরণ ইত্যাদি।

প্র ঃ তাফসীরের সর্বোত্তম পদ্ধতি কোনটি?

- আল কুরআনের তাফসীর আল কুরআনের আয়াত দ্বারাই করা[৮]।

প্র ঃ তাফসীর চর্চার ক্ষেত্র কয়টি ও কী কী?

- ৩টি, ১. মক্কা কেন্দ্র; ২. মদিনা কেন্দ্র ও ৩. ইরাক কেন্দ্র[৯]।

প্র ঃ কতজন সাহাবী তাফসীর চর্চায় প্রশিক্ষণ লাভ করেন?

- ১০ জন। ১-৪. চার খলিফা; ৫. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ; ৬. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস; ৭. যায়েদ ইবনু সাবিত; ৮. আবু মুসা আল আশআরী; ৯. আবদুল্লাহ ইবনু যুবায়ের ও ১০. উবাই ইবনু কাব[১০]।

প্র ঃ প্রসিদ্ধ কয়েকজন তাবেয়ি মুফাস্‌সিরের নাম কী?

- মুজাহিদ; ২. ইকরামা; ৩. আত্তা বিন আবিরাবাহ; ৪. তাউস ও ৫. আবুল আশা জাবির প্রমূখ[১১]।

প্র ঃ কোন তাফসীর গ্রন্থে বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনা প্রাধান্য পেয়েছে?

- শায়খ তানতাবী জাওহারী রচিত আল জাওয়াহির ফি তাফসিরিল কুরআনিল কারিম।

প্র ঃ তাফসীর শব্দটি আল কুরআনের কোন সূরায় কতবার উল্লেখ আছে?

- সূরা ফুরকানের ৩৩ নং আয়াতে, মাত্র ১ বার।

প্র ঃ তাফসীর সাহিত্যে কাকে আধুনিক ধারার পথিকৃৎ বলা হয়?

- ইমাম আবু মানসুর আল মাতুরিদীকে।

প্র ঃ কোন তাফসীরবিশারদকে সনাতনী ধারার তাফসীর পথিকৃৎ বলা হয়?

- ইবনু জারির আত তাবারীকে।

প্র ঃ আল কুরআনের তাফসীর করার জন্য কী কী বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন?

- আল কুরআনে বিশ্বাস থাকা, আরবী ভাষায় পারদর্শী হওয়া, কুরআন ও হাদীসের গভীর জ্ঞান থাকা, জীবন, জগৎ, মানুষ ও ইতিহাস সম্পর্কে মনস্তাত্ত্বিক ও মননশীল জ্ঞানের অধিকারী হওয়া, হিদায়াতের উদ্দেশ্যে তাফসীর করা, সমকালীন বিষয়ের উপর সম্যক জ্ঞান থাকা ইত্যাদি।

প্র ঃ তাফসীর শাস্ত্রের সূচনা হয় কিভাবে?

- হাদীসের সংকলনে তাফসীর অধ্যায়ের অন্তর্ভুক্তির মধ্য দিয়ে তাফসীর শাস্ত্রের সূচনা হয়।

---

৮ . আল কুরআন ওয়াল ফুরকান, পৃ.৬৩১

৯ . আল ইতকান, ২য় খণ্ড,পৃ. ৩১৮

১০ . আল ইতকান, ২য় খণ্ড, পৃ. ২৭

১১ . উসুলুত তাফসীর পৃ.২২

www.pathagar.com

প্র ঃ কখন এবং কে স্বতন্ত্র তাফসীর রচনা করেন?

- হিজরী ১ম শতকের শেষভাগে উমাইয়া খলিফা আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের সময়ে সাইদ ইবনু জুবাইর বিন হিশাম আলকুদী (মৃ. ৯৫/৭১৪) স্বতন্ত্র তাফসীর গ্রন্থ রচনা করেন[১২]।

প্র ঃ মুফাসসির কাকে বলে?

- যিনি আল কুরআনের ব্যাখা-বিশ্লেষণ করেন তাকে মুফাস্‌সির বলে।

প্র ঃ এ পর্যন্ত বিভিন্ন ভাষায় কতটি তাফসীর গ্রন্থ রচিত হয়েছে?

- প্রায় ৩,৫০০ টি।

প্র ঃ আল কুরআনের প্রথম ব্যাখ্যাদাতা কে?

- মহান আল্লাহ তায়ালা। এরপরে মহানবী (স)।

প্র ঃ কোন তাফসীর গ্রন্থটি লেখক কারাগারে বসে লিপিবদ্ধ করেন?

- সাইয়্যেদ কুতুবের তাফসীর ফি যিলালিল কুরআন গ্রন্থটি।

প্র ঃ রাসূল (স) কাকে তাফসীর বিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার জন্য দোয়া করেছিলেন?

- হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আববাস (রা)-কে।

প্র ঃ হিজরী কোন শতককে তাফসীর সাহিত্যের Golden age হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়?

- হিজরীর তৃতীয় শতককে।

প্র ঃ হিজরী কোন শতক থেকে ধারবাহিক তাফসীর রচনা শুরু হয়?

- হিজরী তৃতীয় শতক থেকে।

প্র ঃ তাফসীর সাহিত্যের সনদভিত্তিক ধারার পরিবর্তে মতন ভিত্তিক ধারার প্রবর্তন কে করেন?

- আবু মানসুর আল মাতুরিদী।

প্র ঃ ফিকহ শাস্ত্র বিষয়ক হানাফী মাযহাবভিত্তিক তাফসীর গ্রন্থের নাম কী?

- আল্লামা জাসসাসের আহকামুল কুরআন।

প্র ঃ মক্কাবাসীরা আল কুরআনের সর্বোৎকৃষ্ট তাফসীর জ্ঞানের অধিকারী, এটি কার মন্তব্য?

- ইবনু তাইমিয়ার (র)।

প্র ঃ আল কুরআনের তাফসীর চর্চায় উম্মুল মুমিনিনদের থেকে কার কার অগ্রণী ভূমিকা ছিল?

- হযরত আয়েশা ও উম্মে সালমা (রা)-এর।

---

১২ . তারিখুত তাফসীর, পৃ. ৫৩

www.pathagar.com

প্র ঃ আল কুরআনের তাফসীর চর্চায় মনোনিবেশ করার তাগিদ সম্পর্কে আল্লাহ্ কী বলেছেন?

- 'তবে কি তারা আল কুরআন সম্পর্কে গভীর চিন্তা করে না, না তাদের কলবের উপর তালা লাগানো হয়েছে'[১৩]?

প্র ঃ 'কুরআনের ভাষ্যকার' কে কাকে কেন বলেছেন?

- হযরত ওমর (রা), ইবনু আববাস (রা)-কে। কুরআন ব্যাখ্যায় ইবনু আব্বাসের (রা) পারদর্শীতার কারণে।

প্র ঃ তাফসীর তাবারীর পূর্ণ নাম কী?

- 'জামিউল বয়ান ফি তাফসিরি আয়িল কুরআন'।

প্র ঃ আল্লামা তাবারী জীবনের শেষ ৪০ বছর প্রতিদিন গড়ে কত পৃষ্ঠা করে লিখতেন?

- ৪০ পৃষ্ঠা করে।

প্র ঃ তাফসীর চর্চায় মক্কা কেন্দ্রের প্রশিক্ষক কে ছিলেন?

- আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)।

প্র ঃ তাফসীর চর্চায় মদিনা কেন্দ্রের প্রশিক্ষক কে ছিলেন?

- উবাই ইবনু কাব (রা)।

প্র ঃ তাফসীর চর্চায় ইরাক কেন্দ্রের প্রশিক্ষক কে ছিলেন?

- আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)।

প্র ঃ 'আমি যদি কুরআনে আমার মনগড়া কিছু বলি কিংবা আমি জানিনা বা প্রত্যক্ষ করিনি তেমন কিছু কুরআনে প্রতিষ্ঠিত করি, তাহলে কোন জমিন আমাকে আশ্রয় দিবে এবং কোন আসমান আমাকে ছায়া দিবে'? এটি কোন সাহাবীর অভিব্যক্তি?

- হযরত আবু বকর (রা)-এর।

প্র ঃ তাফসীর অভিজ্ঞানের উদ্ভব কিভাবে হয়?

- প্রশ্নোত্তর পর্যালোচনা ও কুরআন হাদীসের সমন্বিত চর্চার মাধ্যমে।

---

১৩ . আল কুরআন, ৪৭ : ২৪

www.pathagar.com

অধ্যায় : ৪
আল হাদীস

পরিচ্ছেদ-১
পরিচয়

প্র ঃ হাদীস শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

কথা, বাণী, নতুন, সংবাদ, খবর ইত্যাদি।

প্র ঃ হাদীস শব্দের পারিভাষিক অর্থ কী?

- মহানবী (স), সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'ঈনদের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতিকে হাদীস বলা হয়।

প্র ঃ হাদীসের আলোচ্য বিষয় কী?

- রিসালাত ও নবুওয়াতের দিক বিচারে মহানবী (স) এর জীবনসত্তা।

প্র ঃ হাদীস বলতে কী বোঝায়?

- মহানবী (স) এর জীবন বৃত্তান্ত।

প্র ঃ মহানবী (স) এর মৃত্যুর পর কিসের অনুসন্ধান শুরু হয়?

- হাদীসের।

প্র ঃ মৌনতা কিভাবে হাদীস হতে পারে?

- কোন বিষয়ের উপর রাসূল (স) এর চুপ থাকা সেই বিষয়ে তাঁর সম্মতি বুঝায়।

প্র ঃ উসুলে হাদীস কাকে বলে?

- যে শাস্ত্রে হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে আলোচনা করতঃ শরীআতের হুকুম নির্ণয়ে ইহাদের মান ভিত্তিক শ্রেণী ভাগ করা হয়, তাকে উসুলে হাদীস বলে।

প্র ঃ উসুলে হাদীসের আলোচ্য বিষয় কী?

- একটি আদর্শ গঠনে অনুসৃতব্য নিয়ম-নীতি নির্ণয় ও বিধায়ন।

প্র ঃ সনদ কাকে বলে?

- হাদীস বর্ণনাকারীদের পরস্পর বর্ণনা সূত্রকে সনদ বলে।

প্র ঃ মতন কাকে বলে?

- সনদ বা পরম্পরা সূত্রের পরে বিবৃত বাণী বা হাদীসের মূল বক্তব্যকে মতন বলে।

www.pathagar.com

প্র ঃ হাদীসে মুতাওয়াতির কাকে বলে?

- যে হাদীস প্রতি যুগে তিনের অধিক এমন সংখ্যক বর্ণনাকারী হতে বর্ণিত, যাদের মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব তাকে হাদীসে মুতাওয়াতির বলে।

প্র ঃ মুতাওয়াতিরের শর্ত কয়টি ও কী কী?

- পাঁচটি ১. রাবিদের সংখ্যার আধিক্য; ২. রাবিদের কোন মিথ্যার উপর একমত হওয়া অসম্ভব হওয়া; ৩. আদ্যপান্ত প্রতি যুগে সমসংখ্যক রাবি হওয়া; ৪. সনদ ইত্তেসাল হওয়া; ৫. সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ করা।

প্র ঃ মুতাওয়াতিরের হুকুম কী?

- মুতাওয়াতির হাদীস দ্বারা সুদৃঢ় জ্ঞান লাভ হয়, সুতরাং এর অস্বীকারকারী কাফির হবে।

প্র ঃ হাদীসে মাশহুর কাকে বলে?

- যে সহিহ হাদীসের রাবি প্রতি যুগে কমপক্ষে তিনজন হয়, তাকে হাদীসে মাশহুর বলে।

প্র ঃ হাদীসে আযিয কাকে বলে?

- যে সহিহ হাদীসের বর্ণনাকারী প্রতি যুগে দুইজন হয়, তাকে হাদীসে আযিয বলে।

প্র ঃ হাদীসে গরিব কাকে বলে?

- যে সহিহ হাদীসের বর্ণনাকারী প্রতিযুগে একজন হয় তাকে হাদীসে গরিব বলে।

প্র ঃ হাদীসে মুস্তাফিজ কাকে বলে?

- যে সহিহ হাদীসের বর্ণনাকারী প্রতিযুগে কমপক্ষে তিনজন এবং প্রতিযুগে সমসংখ্যক বর্ণনাকারী হয় তাকে হাদীসে মুস্তাফিজ বলে।

প্র ঃ সহিহাইন অর্থ কী?

- হাদীসের বিশুদ্ধ দুই খানি কিতাব।

প্র ঃ সহিহাইন বললে কোন দুই খানি হাদীসের কিতাবকে বুঝায়?

- বুখারী ও মুসলিমকে।

প্র ঃ যে হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) ঐকমত পোষণ করেছেন তাকে কী বলে?

- মুত্তাফাকুন আলাইহি।

প্র ঃ মুত্তাফাকুন আলাইহি হাদীসের সংখ্যা কত?

- ২,৩২৬ খানি।

প্র ঃ যে হাদীস শাস্ত্রে পণ্ডিত তাকে কী বলা হয়?

- মুহাদ্দিস।

www.pathagar.com

প্র ঃ হাদীসে কুদসী কাকে বলে?

- যে হাদীসের মধ্যে 'আল্লাহ্ বলেছেন' কথা উল্লেখ থাকে।

প্র ঃ হাদীসে দিওয়ান বলে কী বুঝানো হয়?

- আমলনামা।

প্র ঃ ইস্তেসালে সনদ হিসেবে হাদীস কত প্রকার ও কী কী?

- তিন প্রকার ১. মারফু; ২. মাওকুফ ও ৩. মাকতু।

প্র ঃ হাদীসে মারফু কাকে বলে?

- যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র মহানবী (স) পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে হাদীসে মারফু বলে।

প্র ঃ হাদীস মাওকুফ কাকে বলে?

- যে হাদীসের সনদ সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে হাদীসে মাওকুফ বলে।

প্র ঃ হাদীসে মাকতু কাকে বলে?

- যে হাদীসের সনদ তাবে'ঈ পর্যন্ত পৌছেছে, তাকে হাদীসে মাকতু বলে।

প্র ঃ সনদ হতে রাবি বাদ পড়ে যাওয়াকে কী বলে?

- ইনকিতাউস সনদ।

প্র ঃ যে হাদীসের সনদের শুরু হতে কোন রাবি বাদ পড়ে তাকে কী বলে?

- হাদীসে মুয়াল্লাক।

প্র ঃ যে হাদীসের সনদের শেষ হতে কোন রাবি বাদ পড়ে তাকে কী বলে?

- হাদীসে মুরসাল।

প্র ঃ যে হাদীসের মধ্য হতে একাধারে দুইজন রাবি বাদ পড়ে তাকে কী বলে?

- হাদীসে মুদাল।

প্র ঃ বর্ণনাকারী সনদের বর্ণনায় তার শায়খের নাম অস্পষ্টভাবে বাদ দিয়ে যে হাদীস বর্ণনা করেন তাকে কী বলে?

- হাদীসে মুদাল্লাস।

প্র ঃ পরস্পর বিরোধী হাদীসে বর্ণনাকারীদের গুণ বিচারে হাদীস কত প্রকার?

- চার প্রকার। ১. মাহফুয; ২. শায; ৩. মারূফ ও ৪. মুনকার।

প্র ঃ দুইজন বিশ্বস্ত রাবির বর্ণিত হাদীস পরস্পর বিরোধী হলে অধিক যাবত গুণ সম্পন্ন রাবির হাদীস এবং যা অন্যান্য সনদ সূত্র দ্বারা সমর্থিত হয় তাকে কী বলে?

- হাদীসে মাহফুয।

প্র ঃ দুইজন বিশ্বস্ত রাবির বর্ণিত হাদীস পরস্পর বিরোধী হলে যে হাদীসের রাবি যাবত গুণে অপেক্ষাকৃত কম এবং যা অন্য সনদ দ্বারাও সমর্থিত হয় না তাকে কী বলে?

- হাদীসে শায।

www.pathagar.com

প্র ঃ একাধিক দুর্বল রাবির বর্ণিত হাদীসের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম দুর্বল রাবির হাদীসকে কী বলে?

- হাদীসে মারূফ।

প্র ঃ একাধিক দুর্বল রাবির হাদীস সমূহের মধ্যে অধিক দুর্বল রাবির বর্ণিত হাদীসকে কী বলে?

- হাদীসে মুনকার।

প্র ঃ 'আন ফুলান আন ফুলান' পদ্ধতিকে বর্ণিত হাদীসকে কী বলে?

- হাদীসে মুয়ান আন।

প্র ঃ রেওয়ায়েত এর পদ্ধতি কী?

- শুধু হাদীসের রাবি সম্পর্কে আলোচনা করা।

প্র ঃ দিরায়াত এর পদ্ধতি কী?

- হাদীসের মাকসাদ ও মাসয়ালা সম্পর্কে আলোচনা করা।

প্র ঃ রাবির সত্তা গুণের দিকবিচারে সহিহ হাদীস কত প্রকার ও কী কী?

- চার প্রকার। যথা– ১. সহিহ লি যাতিহি; ২. হাসান লি যাতিহি; ৩. সহিহ লি গাইরিহি ও ৪. হাসান লি গাইরিহি।

প্র ঃ সহিহ লি যাতিহি কাকে বলে?

- যে হাদীসের সনদে পাঁচটি শর্ত পরিপূর্ণভাবে পাওয়া যায়।

প্র ঃ যে হাদীসের মধ্যে সহিহ লি যাতিহির পাঁচটি শর্তের যাবতে কামিল ব্যতীত অন্যসব শর্ত পাওয়া যায় তাকে কী বলে?

- হাসান লি যাতিহি।

প্র ঃ যে হাসান লি যাতিহি অধিক সনদে বর্ণিত হয় তাকে কী বলে?

- সহিহ লি গাইরিহি।

প্র ঃ যে দুর্বল হাদীস অধিক সনদে বর্ণিত হয়ে তার দুর্বলতা বিদূরীত হয়েছে তাকে কী বলে?

- হাসান লি গাইরিহি।

প্র ঃ হিজরী কোন শতাব্দী হাদীস চর্চার স্বর্ণযুগ?

- হিজরী তৃতীয় শতাব্দী।

প্র ঃ কার আমলে হাদীসকে গ্রন্থাবদ্ধ করার সরকারি নির্দেশ দেওয়া হয়?

- হযরত উমর বিন আব্দুল আজিজ এর আমলে।

প্র ঃ পুরুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন কে?

- হযরত আবু হুরাইরা (রা)।

প্র ঃ মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাদীস বর্ণনা করেছেন কে?

- হযরত আয়িশা (রা)।

www.pathagar.com

প্র ঃ কোন ধরনের হাদীস অস্বীকার করলে কাফির হতে হয়?

- হাদীসে মুতাওয়াতির।

প্র ঃ আবু হুরাইরা (রা) এর প্রকৃত নাম কী?

- আব্দুর রহমান বিন সখর।

প্র ঃ আবু হুরাইরা (রা) এর বর্ণিত হাদীসের সংখ্যা কত?

- ৫৩৭৪ খানি।

প্র ঃ হাদীসে বর্ণিত ৫টি প্রশ্ন কী-যা কিয়ামতের দিন জিজ্ঞাসা করা হবে?

১. জীবনকাল কোন পথে ব্যয় করেছ?

২. যৌবনকাল কোন পথে অতিবাহিত করেছ?

৩. ধন-সম্পদ কোন পথে উপার্জন করেছ?

৪. ধন-সম্পদ কোন পথে ব্যয় করেছ?

৫. জ্ঞানার্জন যা করেছ তার কতটুকু আমল করেছ?

প্র ঃ আসমাউর রিজাল কী?

- হাদীস বর্ণনাকারীদের জীবনী গ্রন্থ।

প্র ঃ হাদিসে বর্ণিত মুনাফিকের ৩টি চিহ্ন কী কী?

- ১. ওয়াদা ভঙ্গ করা;
  ২. মিথ্যা কথা বলা;
  ৩. আমানতের খিয়ানত করা।

প্র ঃ হাদীসের আলোকে মৃত্যুর পর কোন কোন আমল কবরে পৌছবে?

- ১. সদকায়ে জারিয়া; ২. সৎ সন্তানের দোয়া;
  ৩. এমন বিদ্যা যা দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে পারে।

প্র ঃ সুনানে আরবা কী কী?

- ১. আবু দাউদ; ২. জামে আত্ তিরমিযী;
  ৩. সুনানে নাসা'ঈ; ৪. সুনানে ইবনু মাজা।

প্র ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এর হাদীস অনুসারে কোন দুইটি জিনিস ধারণ করলে মানব জাতি পথভ্রষ্ট হবে না?

- ১. আল্লাহর কুরআন ও ২. রাসূলুল্লাহ (সা) এর হাদীস।

প্র ঃ সর্বপ্রথম হাদীস সংকলনকারীর নাম কী? কে তাকে নিযুক্ত করেন?

- উমর ইবনু আব্দুল আজীজ; ইবনু শিহাব জুহরি।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-২

সিহাহ্ সিত্তার সংকলকবৃন্দ

ক্রম.	সিহাহ্ সিত্তার নাম	সংকলকদের নাম	জন্ম	মৃত্যু
১.	সহীহ আল বুখারী	আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাইল বুখারী	১৯৪ হি.	২৫৬ হি.
২.	সহীহ আল মুসলিম	আবুল হোসাইন মুসলিম ইবনু হজ্জাজ ইবনু মুসলিম আল কুশাইরী আননিশাপুরী	২০৪ হি.	২৬১ হি.
৩.	জামে আত্ তিরমিযী	আবু ইসা মুহাম্মদ	২০২ হি.	২৭০ হি.
৪.	সুনানে আবু দাউদ	সুলাইমান ইবনু আশআম	২০২ হি.	২৭৫ হি.
৫.	সুনানে নাসা'ঈ	আবদুর রহমান আহম্মদ ইবনু শুআইব	২১৫ হি.	৩০৩ হি.
৬.	সুনানে ইবনু মাজাহ	মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ	২০৯ হি.	২৭৩ হি.

পরিচ্ছেদ-৩

সর্বাধিক হাদীস বর্ণনাকারী সাহাবীদের নাম

ক্রম.	নাম	মৃত্যু	জীবনকাল	সংখ্যা
১.	হযরত আবু হুরাইরা (রা)	৫৭ হি.	৭৮ বছর	৫৩৭৪টি
২.	হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা)	৫৮ হি.	৬৭ বছর	২২১০টি
৩.	হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা)	৬৮ হি.	৭১ বছর	১৬৬০টি
৪.	হযরত আবদুল্লাহ ইবনু ওমর (রা)	৭০ হি.	৮০ বছর	১৬৩০টি
৫.	হযরত জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (রা)	৭৪ হি.	৯৪ বছর	১৫৪০টি
৬.	হযরত আনাস ইবনু মালিক (রা)	৯৩ হি.	১০৩ বছর	১৮২১টি
৭.	হযরত আবু সাইদ খুদরি (রা)	৪৬ হি.	৮৪ বছর	১১৭০টি
৮.	হযরত আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা)	৩২ হি.		৮৪৮টি
৯.	হযরত আমর ইবনুল আস (রা)	৬৩ হি.		৭০০টি

পরিচ্ছেদ – ৪

সর্বশেষ ইন্তিকালকারী সাহাবীদের নাম

ক্রম.	নাম	শহরের নাম	মৃত্যু সাল
১.	হযরত আবু উমামা বাহেলি (রা)	সিরিয়া	৮৬ হি.

www.pathagar.com

২.	হযরত আবদুল্লাহ ইবনু হারেস ইবনু জুযআ (রা)	মিসর	৮৬ হি.
৩.	হযরত আবদুল্লাহ ইবনু আবু আওফা (রা)	কুফা	৮৭ হি.
৪.	হযরত সাইয়্যেব ইবনু ইয়াযিদ (রা)	মদিনা	৯১ হি.
৫.	হযরত আনাস ইবনু মালেক (রা)	বসরা	৯৩ হি.

পরিচ্ছেদ-৫
হাদীস সংকলকদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

১. ইমাম বুখারী (র)

প্র ঃ ইমামুল মুহাদ্দিসিন ও আমিরুল মুমিনিন ফিল হাদীস কার উপাধি?
- ইমাম বুখারীর (র)।

প্র ঃ 'আকাশের নিচে এবং মাটির উপরে ইমাম বুখারীর চেয়ে বড় কোন মুহাদ্দিস জন্মগ্রহণ করেনি' উক্তিটি কার?
- আল্লামা ইবনু তাইমিয়ার (র)।

প্র ঃ ইমাম বুখারী কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?
- উজবেকিস্তানের বুখারা নগরে।

প্র ঃ তিনি কোন মাসের কত তারিখ জন্মগ্রহণ করেন?
- শাওয়াল মাসের ১৩ তারিখ।

প্র ঃ তিনি কোন দিন জন্মগ্রহণ করেন?
- জুমআর দিন।

প্র ঃ শৈশবে পিতৃহারা হলে তিনি কার স্নেহে লালিত পালিত হন?
- স্নেহময়ী মাতার।

প্র ঃ তিনি কত বছর বয়সে কুরআন মুখস্থ করেন?
- মাত্র ৬ বছর বয়সে।

প্র ঃ ইমাম বুখারীর (র) প্রথম সংকলনের নাম কী?
- 'কাযায়াস সাহাবা ওয়াত তাবি'ঈন'।

প্র ঃ তাঁর মদিনায় থাকাকালীন সংকলন কোনটি?
- তারিখে কাবির।

প্র ঃ প্রধান হাদীস সংগ্রহকারী কে?
- ইমাম বুখারী (রা)।

প্র ঃ ইমাম বুখারীর (র) ওস্তাদের সংখ্যা কত?
- ১০৮০ জন।

প্র ঃ ইমাম বুখারী (র) থেকে বুখারী শরীফ শ্রবণকারীর সংখ্যা কত?
- ৯০ হাজারেরও বেশি।

www.pathagar.com

প্র ঃ ইমাম বুখারীর (র) তিন জন ওস্তাদের নাম কী কী?

- ১. হুমাইদী; ২. তিরমিযী ও ৩. নাসা'ঈ।

প্র ঃ ইমাম বুখারী বাল্যকালে কতটি হাদীস মুখস্থ করেন?

- ৭০ হাজার।

প্র ঃ ইমাম বুখারী (র) ধন-সম্পদ কিভাবে ব্যয় করতেন?

- শিক্ষার্থী কল্যাণ ও দারিদ্র বিমোচনের জন্য।

প্র ঃ ইমাম বুখারীর (র) মুখস্থ হাদীসের সংখ্যা কত?

- ৬ লক্ষ।

প্র ঃ বুখারী শরীফের লেখক প্রদত্ত নাম কী? এতে কয়টি হাদীস রয়েছে?

- আল জামিউল মুসনাদুস সহিহ আল মুখতাসার মিন উমুরি রাসুলিল্লাহ (স) ওয়া সুনানিহি ওয়া আইয়্যামিহি; ৭,২৭৫ টি।[১]

প্র ঃ বুখারী শরীফে কতটি হাদীস সজ্জায়ন করা হয়েছে?

- ৭২,৭৭৫ টি হাদীস।

প্র ঃ ইমাম বুখারী কোন স্তরের রাবি ছিলেন?

- একাদশতম স্তরের।

প্র ঃ তিনি কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন?

- প্রথমত শাফি'ঈ, পরে নিজেই স্বাধীন মুজতাহিদ হন।

প্র ঃ তিনি কতবার বসরায় যান?

- ৪ বার।

প্র ঃ তিনি কখন থেকে কখন পর্যন্ত কত সময়ে বুখারী শরীফ লিখেন?

- ২৩ বছর জীবনে ২১৭ হিজরীতে গ্রন্থটির সংকলনের কাজ শুরু করেন এবং পূর্ণ এক বছর যাবত লিখে ২৩৩ হিজরীতে তা সমাপ্ত করেন।

প্র ঃ বুখারী শরীফে মোট কতটি অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ আছে?

- ৯৮টি অধ্যায় ও ৩,৪৫০ টি পরিচ্ছেদ আছে।

প্র ঃ বুখারী শরীফের মুআল্লাকাতের সংখ্যা কত?

- ১,৩৪১টি।

প্র ঃ বুখারী শরীফে মুতাবিয়াতের সংখ্যা কত?

- ৩৮৪টি।

প্র ঃ সুলাসিয়াতে বুখারী কয়টি?

- ২২টি।

প্র ঃ বুখারী শরীফকে সুনান বলা হয় না কেন?

- বুখারীর অধ্যায় সমূহ ফিকহী ক্রমধারায় সাজানো হয়নি বলে।

---

[১] আল্লামা আইনীর (র) মতে।

www.pathagar.com

প্র ঃ বিশুদ্ধতার দিক থেকে আল কুরআনের পর কোন কিতাবের স্থান?

- বুখারী শরীফের।

প্র ঃ ইমাম বুখারীর রচনাবলি কী কী?

- ১. জামিউর কাবির; ২. মুসনাদুল কাবির; ৩. আসামুস সাহাবা; ৪. আত তারিখুল কাবির; ৫. আত তারিখুল আওসাত; ৬. আত তারিখুল সাগির; ৭. আফআল আল ইবাদ; ৮. আদাবুল মুফরাদ; ৯. কিতাবুল আশরিবা; ১০. কিতাবুল মাবসুত; ১১. কিতাবুল ইলাল; ১২. কিতাবুল বিজদান; ১৩. কিতাবুল হিবা ও ১৪. কিতাবুল দু'আফা।

প্র ঃ তিনি হিজরী কোন মাসের কত তারিখ ইনতিকাল করেন?

- রজব মাসের ৩০ তারিখ।

প্র ঃ মৃত্যুকালে তার বয়স কত ছিল?

- ৬২ বছর।

২. ইমাম মুসলিম (র)

প্র ঃ ইমাম মুসলিমের পূর্ণ নাম কী?

- আবুল হাসান মুসলিম ইবনু হাজ্জাজ আল কুশাইরী আননিশাপুরী।

প্র ঃ তাঁর কুনিয়াত কী?

- আসাকিরুদ্দীন।

প্র ঃ তাঁর পিতার নাম কী?

- হাজ্জাজ আল কুশাইর।

প্র ঃ মুসলিম জাহানে তিনি কোন নামে পরিচিত?

- ইমাম মুসলিম নামে।

প্র ঃ তাঁর জন্মস্থান কোথায়?

- খোরাসানের প্রধান নগর নিশাপুরে।

প্র ঃ বর্তমানে তা কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত?

- সোভিয়েত রাশিয়ার।

প্র ঃ তিনি কোন গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন?

- বনি হাওয়াযিন গোত্রে।

প্র ঃ তিনি কত হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন?

- ২০৪ হিজরীতে, ৮১৭ খ্রি.।

প্র ঃ তাঁর জন্মের দিন কোন প্রখ্যাত ইমাম ইনতিকাল করেন?

- ইমাম শাফি'ঈ (র)।

www.pathagar.com

প্র ঃ তিনি প্রাথমিক শিক্ষা কোথায় শুরু করেন?

- স্ব-গৃহে।

প্র ঃ তাঁর পিতা কী ছিলেন?

- প্রখ্যাত হাদীস বর্ণনাকারী।

প্র ঃ কত বছর বয়সে তিনি পূর্ণ মাত্রায় হাদীস শিক্ষা শুরু করেন?

- ১৮ বছর বয়সে।

প্র ঃ মুসলিম (র) মুসলিম শরীফ রচনা করে কার কাছে পেশ করেছিলেন?

- ইমাম জুরয়া রাযির (র) কাছে।

প্র ঃ মুসলিম শরীফ কত বছরে সংকলন করা হয়?

- ১৫ বছরে।

প্র ঃ মুসলিম শরীফে সর্বমোট কতটি হাদীস সন্নিবেশিত হয়েছে?

- ১২ হাজার।

প্র ঃ একাধিক উদ্ধৃত হাদীস বাদে মোট হাদীসের সংখ্যা কত?

- ৪ হাজার।

প্র ঃ মুসলিম শরীফে কী সুলাসিয়াত হাদীস আছে?

- নেই।

প্র ঃ মুসলিম শরীফে রুবায়িআত হাদীসের সংখ্যা কত?

- ৮১টির বেশি।

প্র ঃ মুসলিম শরীফ জামে না সহীহ?

- সহীহ।

প্র ঃ মুসলিম শরীফকে জামে বলা হয় না কেন?

- জামে হওয়ার জন্য ৮টি শর্ত প্রয়োজন কিন্তু ইহাতে সাতটি শর্ত আছে এজন্য।

প্র ঃ কোন শর্তটি নেই?

- তাফসীর।

প্র ঃ তাঁর শিক্ষকদের কয়েক জনের নাম কী কী?

- ১. ইমাম বুখারী; ২. ইমাম আহমদ ও ৩. ইসহাক ইবনু রাহওয়াই প্রমুখ।

প্র ঃ তাঁর শাগরিদদের প্রধান কয়েকজন হচ্ছেন–

- ১. ইমাম তিরমিযী; ২. ইবনু খুজাইমা ও ৩. আর রাযি প্রমুখ।

প্র ঃ তিনি কত হিজরীতে ইনতিকাল করেন?

- ২৬১ হিজরীতে।

www.pathagar.com

প্র ঃ কোন মাসের কত তারিখ?

- রজব মাসের ২৪ তারিখ।

প্র ঃ তাঁকে কোথায় সামাহিত করা হয়?

- নিশাপুরে।

৩. ইমাম নাসা'ঈ (র)

প্র ঃ ইমাম নাসা'ঈ (র) এর এর প্রকৃত নাম কী?

- আহমদ।

প্র ঃ তাঁর কুনিয়াত বা পারিবারিক নাম কী?

- আবু আবদুর রহমান।

প্র ঃ তাঁর পিতার নাম কী?

- শুয়াইব।

প্র ঃ তাঁর নসবনামা বা বংশপরিচয় কী?

- তাঁর নসবনামা বা বংশপরিচয় হচ্ছে– আবু আবদুর রহমান আহমদ ইবনু শুয়াইব ইবনু আলী ইবনু বাহর ইবনু মান্নান ইবনু দিনার আন্‌নাসা'ঈ।

প্র ঃ তিনি কত হিজরীতে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

- ২১৪/২১৫ হিজরীতে খোরাসানের অন্তর্গত নাসা নামক স্থানে।

প্র ঃ তিনি কত বছর বয়সে হাদীস শিক্ষা ও সংগ্রহের জন্য হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র সফর করেন?

- ১৫ বছর বয়সে।

প্র ঃ তিনি কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন?

- শাফি'ঈ মাযহাবের।

প্র ঃ তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের একত্রে নাম কী?

- সুনানে কুবরা ও সুনানে সুগরা।

প্র ঃ এই দুইটি গ্রন্থকে কী বলা হয়?

- আল মুজতাবা।

প্র ঃ তিনি কত হিজরীতে মিশর যাত্রা করে দামিশ্‌ক পৌছেন?

- ৩০২ হিজরীতে।

প্র ঃ তিনি কোথায় নির্যাতনের শিকার হন?

- দামিশ্‌কে।

প্র ঃ তিনি কী কারণে নির্যাতনের শিকার হন?

- রাসূল (স) এর প্রশংসামূলক গ্রন্থে উমাইয়া শাসকদের প্রশংসা না থাকায়।

প্র ঃ নাসা'ঈ শরীফে কতটি হাদীস আছে?

- ৪,৪৮২টি।

www.pathagar.com

প্র ঃ ইহাতে কয়টি শিরোনাম ও অধ্যায় আছে?

- ১টি শিরোনাম ও ১,৭৪৪টি অধ্যায় আছে।

প্র ঃ তিনি কত হিজরীতে কোথায়, কত বছর বয়সে ইনতিকাল করেন?

- ৩০৩ হিজরীতে, মক্কায়, ৮৯ বছর বয়সে।

প্র ঃ তাঁকে কোথায় সমাহিত করা হয়?

- সাফা ও মারওয়া পাহাড়ের মধ্যবর্তী স্থানে।

৪. ইমাম আবু দাউদ (র)

প্র ঃ ইমাম আবু দাউদের (র) পূর্ণ নাম কী?

- সুলাইমান ইবনুল আসয়াস ইবনু ইসহাক আল আসাদী আস সিজিস্তানী।

প্র ঃ তিনি কোন নামে সমধিক পরিচিত?

- আবু দাউদ (র) নামে।

প্র ঃ তিনি কত হিজরীতে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

- ২০২ হিজরীতে; সিজিস্তান নামক স্থানে।

প্র ঃ তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য কোন কোন দেশ ভ্রমণ করেন?

- মিশর, সিরিয়া, হিজাজ, ইরাক ও খুরাসান।

প্র ঃ তাঁর শিক্ষক কে কে?

- ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল, উসমান ইবনু আবু সাইবা, কুতাইবা ইবনু সাইদ প্রমুখ।

প্র ঃ ইমাম তিরমিযী ও ইমাম নাসা'ঈ (র) কার ছাত্র ছিলেন?

- ইমাম আবু দাউদের (র)।

প্র ঃ হাদীস সংকলের ইতিহাসে আবু দাউদের (র) স্থান কত?

- তৃতীয়।

প্র ঃ হাদীস গ্রন্থখানি রচনায় তাঁর কত বছর সময় লেগেছে?

- ২০ বছর।

প্র ঃ এতে কতখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে?

- ৪,৮০০টি।

প্র ঃ এই গ্রন্থখানি কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে সংকলিত হয়েছে?

- ফিক্‌হি দৃষ্টিভঙ্গিতে।

প্র ঃ তিনি কত হিজরীতে কোথায় ইনতিকাল করেন?

- ২৭৫ হিজরীতে বসরায়।

www.pathagar.com

৫. ইমাম তিরমিযী (র)

প্র ঃ ইমাম তিরমিযীর (র) প্রকৃত নাম কী?

- মুহাম্মাদ।

প্র ঃ তাঁর কুনিয়াত বা পারিবারিক নাম কী?

- আবু ইসা।

প্র ঃ তাঁর লকব বা উপাধি কী?

- ইমামুল হাফিয।

প্র ঃ তাঁর পূর্ণ নাম ও বংশ পরিচয় কী?

- আল ইমামুল হাফিয আবু ইসা মুহাম্মদ ইবনু ইসা ইবনু সাওরাতা ইবনু মুসা ইবনু যাহাকুস সুলামি আত্ তিরমিযী আল বাগবি।

প্র ঃ তিনি কত হিজরীতে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

- ২০৯ হিজরীতে ট্রান্স অক্সিয়ান তিরমিয নামক স্থানে।

প্র ঃ তিনি হাদীস শ্রবণ ও সংগ্রহের জন্য কোন কোন দেশ ভ্রমণ করেন?

- কুফা, বসরা, খুরাসান, রাই, ইরাক ও হিজায।

প্র ঃ তিনি কতজন শিক্ষক থেকে হাদীস সংগ্রহ করেন?

- ১ হাজার।

প্র ঃ তিরমিযীতে কতটি হাদীস সংকলিত হয়েছে?

- ১,৯০০টি।

প্র ঃ সর্বপ্রথম হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম, উপনাম ও উপাধি কে নির্ধারণ করেন?

- ইমাম তিরমিযী (র)।

প্র ঃ তিনি কত হিজরীতে, কত বছর বয়সে, কোথায় ইনতিকাল করেন?

- ২৮০ হিজরীতে, ৭০ বছর বয়সে, তিরমিয শহরে ইনতিকাল করেন।

৬. ইমাম ইবনু মাজাহ (র)

প্র ঃ ইমাম ইবনু মাজাহ (র) এর প্রকৃত নাম কী?

- মুহাম্মাদ।

প্র ঃ তাঁর কুনিয়াত বা পারিবারিক নাম কী?

- আবু আবদুল্লাহ।

প্র ঃ তাঁর পূর্ণ নাম ও বংশ পরিচয় কী?

- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনু মাজাহ আল কাজভিনি।

প্র ঃ তিনি কত হিজরীতে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

- ২০৯ হিজরীতে, কাজভিন নামক স্থানে।

www.pathagar.com

প্র ঃ হাদীস সংগ্রহের জন্য তিনি কোন কোন দেশ সফর করেন?

- মক্কা, মদিনা, বাগদাদ, বসরা, ওয়াসত, দামিশ্‌ক, মিশর, ইস্‌পাহান, নিশাপুর, হিম্‌স ও তিউনিস।

প্র ঃ এই গ্রন্থে কতটি হাদীস সংকলিত হয়েছে?

- ৪ হাজার।

প্র ঃ এ গ্রন্থে কতটি পরিচ্ছেদ ও অধ্যায় আছে?

- ৩২টি পরিচ্ছেদ ও ১৫টি অধ্যায়।

প্র ঃ তিনি কত হিজরীতে, কত বছর বয়সে ইনতিকাল করেন?

- ২৩৭ হিজরীতে, ৬৪ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

পরিচ্ছেদ-৬
মিশকাতুল মাসাবীহ

প্র ঃ মিশকাত শব্দের অর্থ কী?

- চেরাগ দান।

প্র ঃ মিশকাত শরীফ কী?

- হাদীস শাস্ত্রের সর্বজন স্বীকৃত ও সমাদৃত বিশুদ্ধ হাদীস সংকলন।

প্র ঃ মিশকাত শরীফের নাম কী?

- মিশকাতুল মাসাবীহ্‌।

প্র ঃ মিশকাতুল মাসাবীহ কোন দুইটি কিতাবের সমন্বয়ে রচিত?

- ১. কিতাবুল মাসাবীহ ও ২. মিশকাত শরীফ।

প্র ঃ মিশকাত শরীফের সংকলকের নাম কী?

- ওয়ালি উদ্দিন মুহাম্মদ ইবনু আবদুল্লাহ।

প্র ঃ মিশকাত সংকলকের পূর্ণ নাম কী?

- শায়খ ওয়ালি উদ্দিন ইবনু আবদুল্লাহ আল খতিব আলওমরি আত তাবরেযী।

প্র ঃ মিশকাত শরীফ সংকলন কত হিজরীতে শেষ হয়?

- ৭৩৭ হিজরীতে।

প্র ঃ মিশকাত শরীফের সংকলন করা কোন মাসের কোন দিন এবং কখন শেষ হয়?

- রমযান মাসের শুক্রবার সন্ধ্যায় ঈদের চাঁদ দেখার সময়।

প্র ঃ মিশকাত শরীফে কতটি হাদীস আছে?

- ৫,৯৫৪টি।

প্র ঃ মিশকাত শরীফে কিতাবুল আদাবে কতটি অধ্যায় আছে?

- ২২টি।

www.pathagar.com

প্র ঃ মিশকাত শরীফে প্রতিটি অধ্যায়ে কতটি পরিচ্ছেদ আছে?

- সাধারণত ৩টি।

প্র ঃ কিতাবুল মাসাবীহ কার সংগৃহীত হাদীসের কিতাব?

- ইমাম বাগবি (র) এর।

প্র ঃ তাঁর পূর্ণনাম কী?

- হুসাইন ইবনু মাসউদ আল ফাররা আল বাগবি আস্ শাফি'ঈ।

প্র ঃ তাঁর উপনাম কী?

- আবু মুহাম্মাদ।

প্র ঃ তিনি কোন মাযহাবের অনুসারী ছিলেন?

- শাফি'ঈ মাযহাবের।

প্র ঃ তাঁর লিখিত বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কী?

- ফতুয়ায়ে বাগবি।

প্র ঃ তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ কী কী?

- ১. মুয়ালিমুত তানযিল; ২. শরহে সুন্নাহ ও ৩. কিতাবুত্ তাহযিব ইত্যাদি।

প্র ঃ যখন তিনি শরহে সুন্নাহ লিখেন রাসূল (স) স্বপ্নে তাকে কী বলে দিলেন?

- তোমাকে আল্লাহ তাআলা দীর্ঘজীবী করুন, যেরূপ তুমি আমার সুন্নাতকে জীবিত করেছ।

প্র ঃ তাঁর শিক্ষক কে ছিলেন?

- কাজি হোসাইন (র)।

প্র ঃ তিনি কখন এবং কত বছর বয়সে ইনতিকাল করেন?

- ৫১৬ হিজরীতে, মরুতে ৮০ বছর বয়সে ইনতিকাল করেন।

প্র ঃ তাঁকে কোথায় সমাহিত করা হয়?

- তাঁর ওস্তাদ কাজি হোসাইন (র) এর গোরস্থানে।

প্র ঃ কোন কিতাবকে আহসানুল কুতুব বলা হয়?

- মিশকাতুল মাসাবীহকে।

প্র ঃ কিতাবুল মাসাবীহতে কতটি হাদীস রয়েছে?

- ৪,৪৮৪টি।

প্র ঃ মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ সর্বপ্রথম কে লেখেন?

- মুহাম্মদ হোসাইন ইবনু আবদুল্লাহ তিবি (র)।

প্র ঃ বাংলাদেশের কোন লেখক মিশকাত শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থ লিখেন?

- শায়খ আবুল হাসান।

প্র ঃ তাঁর রচিত গ্রন্থটির নাম কী?

- তানযিমুল আশতাত (উর্দু)।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৭

মহিলাদের সম্পর্কে রাসূল (স) এর হাদীস

১. একজন নেককার আমলওয়ালা মহিলা ৭০ জন অলি হতে উত্তম।

২. একজন বদকার মহিলা এক হাজার খারাপ পুরুষ হতে নিকৃষ্ট।

৩. গর্ভবর্তী মহিলার ২ রাকআত নামায সাধারণ মহিলার ৮০ রাকআত নামায হতে উত্তম।

৪. যে মহিলা বাচ্চাকে দুধ পান করায় তার প্রত্যেক দুধের ফোঁটার পরিবর্তে নেকী লাভ করে।

৫. স্বামী পেরেশান হয়ে ঘরে আসলে যে স্ত্রী স্বামীকে খোশ-আমদেদ বলে ও সান্ত্বনা দেয় সে জিহাদের অর্ধেক নেকী লাভ করে।

৬. যে মহিলা বাচ্চার কান্নার জন্য ঘুমাতে পারে না সে ২০ জন গোলাম আযাদ করার নেকী পায়।

৭. যখন স্বামী-স্ত্রী একে অন্যের প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকায় তখন আল্লাহ তাআলাও তাদের প্রতি মহব্বতের দৃষ্টিতে তাকান।

৮. যে মহিলা স্বামীকে আল্লাহর রাস্তায় পাঠায় ও নিজেকে হেফাযত করে এবং ঘরে থাকে ঐ মহিলা পুরুষের ৫০০ বছর আগে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং ৭০ হাজার ফিরিশতা ও হুরদের নেত্রী হবে। ঐ মহিলাকে বিহিশতে গোসল দেয়া হবে এবং ইয়াকুতের ঘোড়ায় সওয়ার হয়ে স্বামীর জন্য অপেক্ষা করবে।

৯. যে মহিলা নিজ সন্তানের অসুস্থতার কারণে ঘুমাতে পারে না, কষ্ট পেতে থাকে ও সন্তানকে আরাম দানের ব্যবস্থা করে আল্লাহ তাআলা তার সমস্ত গোনাহ মাফ করে দেন ও ১২ বছর কবুল ইবাদতের নেকী দান করেন।

১০. যে মহিলা নিজের জানোয়ারের দুধ দোহন করার সময় বিসমিল্লাহ বলে, ঐ জানোয়ার তার জন্য দোয়া করে।

১১. যে মহিলা আটার খামির তৈরি করার সময় বিসমিল্লাহ বলে আল্লাহ তাআলা তার রুটিব মধ্যে বরকত দান করেন।

১২. যে মহিলা অন্য পুরুষকে দেখতে যায়, আল্লাহ তার উপর অভিশাপ করেন। যেভাবে পুরুষদের প্রতি মহিলাদের দেখা নিষিদ্ধ ঠিক তেমনি মহিলাদেরও পুরুষদের দেখা হারাম।

১৩. যে মহিলা নিজের ঘর ঝাড়ু দেয়ার সময় আল্লাহর যিকির করে আল্লাহ তাকে কাবা ঘর ঝাড়ু দেয়ার নেকী ও মর্যাদা দান করেন।

১৪. যে মহিলা নামায রোযা পালন করে, স্বামীর খিদমত করে তার জন্য বিহিশতের ৮টি দরজা খুলে দেওয়া হয়।

www.pathagar.com

১৫. যে স্ত্রী স্বামীর অবাধ্য, তার নামায ও অন্যান্য ইবাদত আসমানের উপর উঠে না।

১৬. গর্ভবতী মহিলার প্রত্যেক রাত ইবাদত ও দিন রোযা হিসেবে গণ্য করা হয়।

১৭. একটি সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে ৭০ বছরের নামায রোযার নেকী তার আমলনামায় লিখা হয়।

১৮. যদি সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার চল্লিশ দিনের মধ্যে মারা যায় তবে তাকে শাহাদাতের মর্যাদা দান করা হয়।

১৯. যদি বাচ্চা কাঁদে আর মা কোন প্রকার বদ দোয়া না করে তাকে দুধ পান করায় আল্লাহ তাআলা তাকে এক বছরের নামায ও এক বছরের রোযার নেকী দান করেন।

২০. যখন বাচ্চার দুধ পান করার সময় অতিক্রম করে তখন একজন ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়ে ঐ মাকে সুসংবাদ দান করে যে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব করে দিয়েছেন।

২১. স্বামী যখন সফর হতে ঘরে ফিরে আসে তখন যদি স্ত্রী তাকে খানা খাওয়ায় ও স্বামীর অনুপস্থিতিতে কোন খিয়ানত না করে, তবে আল্লাহ তাআলা ঐ স্ত্রীকে ১২ বছরের নফল নামাযের সওয়াব দান করেন।

২২. যে স্ত্রী স্বামীর অনুরোধ ব্যতিরেকেই স্বামীর পা দাবায় আল্লাহ তাকে সাত তোলা স্বর্ণ দান করার নেকী দান করেন আর যদি স্বামীর অনুরোধের পর পা দাবায় তবে সাত তোলা রৌপ্য দান করার নেকী দান করেন।

২৩. যে মহিলা স্বামী রাজী থাকা অবস্থায় মারা যায়, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায়।

২৪. পাতলা কাপড় ব্যবহারকারী মহিলা, পর পুরুষদের খায়েশ সৃষ্টিকারী মহিলা, অন্য পুরুষদের সাথে সাক্ষাৎকারী মহিলা এবং সাধারণ রূপচর্চাকারী বেপর্দা মহিলা কখনো জান্নাতে প্রবেশ করবে না এমনকি জান্নাতের সুঘ্রাণও পাবে না।

২৫. স্বামী স্ত্রীকে একটি মাসয়ালা শিক্ষা দিলে ৮০ বছরের ইবাদতের সমান সওয়াব পাবে।

২৬. জান্নাতে মানুষেরা আল্লাহর দিদারে যাবে। আর যে মহিলা দুনিয়াতে পর্দায় থাকবে, আল্লাহ তার দিদার করার জন্য আসবেন।

২৭. দুনিয়াতে প্রত্যেক কষ্ট সহ্যকারী মহিলা ফিরাউনের নেককার স্ত্রী আছিয়া (রা) এর মত সওয়াব পাবে।

২৮. একজন দোযখী মহিলা চার জন বিহিশতি পুরুষকে নিয়ে দোযখে যাবে– ১. পিতা; ২. ভাই; ৩. স্বামী ও ৪. নিজের ছেলে। ঐ মহিলা বলবে– তারা আমাকে দ্বীনের জ্ঞান শিক্ষা দেয়নি।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৮
হাদীসের বাণী

- দুনিয়াতে যে ব্যক্তি সব সময় পেট ভরে খায়, সে আখিরাতের জীবনে ভুখা থাকবে।
- প্রজ্ঞা মুমিনের হারানো মানিক। যেখানেই পাও, সেখান হতেই তা সংগ্রহ কর।
- আল্লাহ তাআলা দু'টি ফোঁটা বড় বেশি পছন্দ করেন, প্রথমটি সেই রক্তের ফোঁটা যা জিহাদের ময়দানে প্রবাহিত হয়। দ্বিতীয়টি সেই অশ্রুর ফোঁটা যা আল্লাহর ভয়ে বান্দার দুই নয়ন হতে বের হয়ে আসে।
- তিন প্রকার লোকের প্রতি করুণা করবে। যে সম্মানী ব্যক্তি বেইজ্জতির সম্মুখীন হয়, যে আলেম পথভ্রষ্ট হয়ে পড়ে, আর যে বিত্তবান হঠাৎ গরিব হয়ে যায়।
- মুনাফিকের লক্ষণ চারটি। মিথ্যা বলা, ওয়াদা ভঙ্গ করা, আমানতের খিয়ানত করা এবং সামান্য বিষয়েই ঝগড়া শুরু করা।
- যদি কোথাও প্রকাশ্যে পাপ হতে থাকে আর কেউ কোন প্রতিবাদ না করে, তবে সকলকেই সেই গুনাহের সমান ভাগী হতে হবে।
- যালিম শাসকের সম্মুখে সত্য প্রকাশ করা সর্বোত্তম জিহাদ।
- মাযলুমের বদ-দোয়া হতে সাবধান হও, কেননা আল্লাহ এবং মাযলুমের মধ্যে কোন প্রকার অন্তরাল থাকে না।
- মৃত্যু একটি সেতু মাত্র। এই সেতুটিই বন্ধুর মিলন ঘটায়।
- যে ব্যক্তি দুনিয়ায় লোভ-লালসা হতে উর্ধ্বে উঠতে সমর্থ্য হয়েছেন, তাকে অবশ্যই ভালবাসিও। কেননা, এধরনের লোকই তোমাদিগকে প্রকৃত জ্ঞানের সন্ধান দিতে পারেন।
- কারও উপর যথার্থ অনুগ্রহ বর্ষণ করতে হলে আল্লাহ তাআলা তার সম্মুখে দুনিয়ার যথার্থ স্বরূপ উন্মুক্ত করে দেন।
- হে আল্লাহ! জ্ঞানের দ্বারা তুমি আমাকে সাহায্য কর, ধৈর্যের সম্পদ দাও। তাকওয়া প্রদান করে ধন্য কর এবং সুস্থ্য শরীরে জীবন অতিবাহিত করার তাওফিক দান কর।
- তিনটি অভ্যাসের দ্বারা অন্তর কঠিন হয়ে যায়, অতিরিক্ত আহার, অতিরিক্ত নিদ্রা এবং আরাম প্রিয়তা।
- পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অর্ধাংশ।
- মূর্খতা হলো দারিদ্রের জঘন্যতম বহি:প্রকাশ।

www.pathagar.com

- হাশরের দিন দুই ধরনের লোক কোথাও আশ্রয় খুঁজে পাবে না। এরা হচ্ছে– শাসক এবং রিয়াকার, যে মন্দ হওয়া সত্ত্বেও সদা সর্বদা নিজের সততার কথা প্রচার করে বেড়ায়।
- সর্বোপেক্ষা জঘন্য ঘর হচ্ছে সেইটি, যে ঘরে এতিমের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়।
- কোন আদম সন্তানকে যদি স্বর্ণে ভরা দুইটি প্রান্তর দান করা হয় তবুও সে তৃতীয় আর একটির জন্য ছুটতে থাকবে।
- কোন শাসক যদি জনগণ হতে দূরে সরে যায়, তবে আল্লাহর রহমতও তার উপর হতে দূরে সরে যাবে।
- হাশরের ময়দানে ন্যায় বিচারক শাসনকর্তা আল্লাহর সবচেয়ে নিকটবর্তী এবং জালিম শাসক সর্বাপেক্ষা দূরে অবস্থান করবে।
- ঈমান এবং হিংসা একসঙ্গে একই অন্তরে স্থান লাভ করতে পারে না।
- দেশের সীমান্ত রক্ষার জন্য একটি রাত জেগে থাকা এই দুনিয়ার সকল কিছু হতে অধিক মূল্যবান।
- দুইটি চোখ জাহান্নামের আগুন হতে নিরাপদ থাকবে। যে চোখ আল্লাহর ভয়ে নির্জণে অশ্রুপাত করে এবং যে চোখ সীমান্তে সজাগ থেকে শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করে।
- হঠকারী ও ঝগড়াটে লোককে আল্লাহ তাআলা ঘৃণা করেন।
- যে দয়া করেনা, তার পক্ষে দয়ার আশা করাও উচিত নয়।
- মানুষের মধ্যে সর্বাপেক্ষা জঘন্য জীব হচ্ছে পথভ্রষ্ট আলেম।
- হে আমার সাহাবীগণ! দুনিয়া থেকে বিদায় হওয়ার পর কিয়ামত পর্যন্ত যারা আমার উম্মতে এসে শামিল হবে, নতুন জন্মগ্রহণ করবে, তাদের সবাইকে আমার সালাম পৌছে দিও।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ৫

আকাইদ

পরিচ্ছেদ-১

কালিমার পরিচয়

১. আল কালিমাতুত তাইয়্যিবাহ

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

অর্থ : আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল।

২. কালিমা শাহাদাত

আশহাদু আন লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু; ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহ।

অর্থ : আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল।

৩. কালিমা তাওহিদ

লা-ইলাহা ইল্লা আনতা ওয়াহিদান লা ছানিয়ালাকা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি ইমামুল মুত্তাকিনা রাসূলু রাব্বিল আলামিন।

অর্থ : তুমি (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। তুমি এক, তোমার দ্বিতীয় কেউ নেই, আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (স) আল্লাহভীরুদের নেতা ও বিশ্ব প্রতিপালকের রাসূল।

৪. কালিমা তামজিদ

লা-ইলাহা ইল্লা আন্‌তা নূরাই ইয়াহদিয়াল্লাহু লিনূরিহী মাই-ইয়াশাউ মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহি ইমামুল মুরসালিনা ওয়া খাতামুন নাবিইন।

অর্থ : তুমি (আল্লাহ) ছাড়া অন্য কোন মাবুদ নেই। যাকে তোমার ইচ্ছা হয় তাকেই তোমার নূরের দিকে হিদায়াত কর। আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (স) রাসূলদের নেতা এবং নবীদের মধ্যে সর্বশেষ নবী।

৫. ঈমানে মুজমাল

আমানতু বিল্লাহি কামা হুয়া বিআস্‌মাইহি ওয়া ছিফাতিহি ওয়া কাবিলতু জামিআ আহ্‌কামিহি ওয়া আরকানিহি।

www.pathagar.com

অর্থ : আমি আল্লাহ তাআলার প্রতি, তাঁর সমূদয় নামের প্রতি ও তাঁর যাবতীয় গুণাবলির প্রতি ঈমান আনলাম। আর তাঁর যাবতীয় নির্দেশাবলি মেনে নিলাম।

৬. ঈমানে মুফাস্‌সাল

আমানতু বিল্লাহি ওয়া মালাইকাতিহি ওয়া কুতুবিহি ওয়া রাসূলিহি ওয়াল ইয়াওমিল আখিরি ওয়াল কাদরি খায়রিহি ওয়া শার্‌রিহি মিনাল্লাহি তাআলা ওয়াল বাছি বাদাল মাউত।

অর্থ : আমি বিশ্বাস করলাম আল্লাহর উপর; তাঁর ফিরিশতাগণের উপর; তাঁর আসমানী কিতাবসমূহের উপর; তাঁর রাসূলগণের উপর; পরকালের উপর এবং অদৃষ্টের ভাল-মন্দের উপর, যা আল্লাহপাকের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে এবং মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়ার প্রতি।

মন্তব্য : প্রত্যেক মুসলমানকে উপরের সাতটি বিষয়ের প্রতি অবশ্যই ঈমান আনতে হবে। যিনি এ সকল বিষয়ের প্রতি বিনা দ্বিধায় দৃঢ়ভাবে ঈমান আনেন, তাকে মুমিন বলা হয়। এগুলোর কোন একটিতে অবিশ্বাস করলে তাকে মুমিন বলা যায় না। ঈমানের সাতটি বিষয়ের প্রতি যাদের বিশ্বাস নেই তারা মুসলমান নয়, তারা কাফির। উপরিউক্ত বিষয়সমূহের প্রতি না দেখে ঈমান আনতে হয় বলে উহাকে 'অদৃশ্য ঈমান' বা ঈমান বিল গায়েব বলা হয়।

পরিচ্ছেদ-২
ইসলামের পঞ্চ স্তম্ভের পরিচয়

১. সালাত

প্র ঃ সালাত শব্দের অর্থ কী?

- দোয়া করা, প্রার্থনা করা, রহমত, দরূদ, ক্ষমা ইত্যাদি।

প্র ঃ সালাতের ওয়াক্ত কয়টি ও কী কী?

- ৫টি। ১. ফজর ২. যুহর ৩. আসর ৪. মাগরিব ও ৫. এশা।

প্র ঃ ফজরের সালাত কখন পড়তে হয়?

- সুবহি সাদিক থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বক্ষণ পর্যন্ত।

প্র ঃ যুহরের সালাত কখন পড়তে হয়?

- সূর্য যখন উপর থেকে একটু পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ে তখন থেকে কোন বস্তুর ছায়া আসলের দ্বিগুণ হওয়া পর্যন্ত।

প্র ঃ আসরের সালাত কখন পড়তে হয়?

- যুহরের সালাতের পর থেকে সূর্য অস্ত যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত।

প্র ঃ মাগরিব এর সালাত কখন পড়তে হয়?

- সূর্য অস্ত যাওয়ার সাথে সাথে পশ্চিমাকাশে লালিমা (শাফাক) বিরাজ করা পর্যন্ত।

www.pathagar.com

প্র ঃ এশার সালাত কখন পড়তে হয়?

- সন্ধ্যার পর পশ্চিমাকাশের লালিমা (শাফাক) কেটে যাওয়ার পর থেকে ভোর পর্যন্ত। (তবে মধ্যরাতের পূর্বে উত্তম সময়)।

প্র ঃ সালাতের ওয়াজিব ও সুন্নাত কতটি?

- ওয়াজিব ১৪ টি ও সুন্নাত ১০ টি।

প্র ঃ জুমআর সালাতের হুকুম কী?

- ফরযে আইন।

প্র ঃ জুমআর সালাতে ফরয কত রাকআত?

- দুই রাকআত।

প্র ঃ জুমআর সালাত কাদের উপর ফরয নয়?

- নাবালেগ, রুগ্ন, পাগল, অন্ধ, মুসাফির, ক্রীতদাস, খোঁড়া ও স্ত্রীলোক।

প্র ঃ কোন সালাতের পরিবর্তে জুমআর সালাত পড়তে হয়?

- যুহরের সালাতের পরিবর্তে।

প্র ঃ ঈদে কত রাকআত সালাত পড়তে হয়?

- দুই রাকআত।

প্র ঃ ঈদুল ফিতরের সালাত কোন মাসের কত তারিখে পড়তে হয়?

- শাওয়াল মাসের ১ তারিখে।

প্র ঃ ঈদুল আযহার সালাত কোন মাসের কত তারিখে পড়তে হয়?

- যিলহজ্জ মাসের ১০ তারিখে।

প্র ঃ জানাযার সালাত কখন পড়তে হয়?

- মৃত ব্যক্তিকে দাফনের পূর্বে।

প্র ঃ কোন কোন সময়ে সালাত পড়া নিষেধ?

- ১. সূর্যোদয়ের সময়; ২. সূর্য যখন ঠিক মাথার উপরে থাকে ও ৩. সূর্যাস্তের সময়।

প্র ঃ সালাত পড়ার জন্যে আল্লাহ আল কুরআনে কতবার তাগিদ দিয়েছেন?

- ৮২ বার।

প্র ঃ সালাত ইসলামের কততম স্তম্ভ?

- দ্বিতীয়।

প্র ঃ কেন হঠাৎ রাসূল (সা) কাবার দিকে মুখ ফিরিয়ে সালাত আদায় করলেন?

- আল্লাহর আদেশে।

প্র ঃ আমরা কাকে কিবলা করে সালাত আদায় করি?

- কাবা শরীফকে।

প্র ঃ কাবা শরীফ কার উম্মাতের জন্যে চিরকাল কিবলা হয়ে থাকবে?

- হযরত মুহাম্মাদ (স) এর।

www.pathagar.com

প্র ঃ মিরাজ রজনীতে প্রথম পর্যায়ে রাসূল (স) কোথায় সালাত আদায় করেন?

- বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদে।

প্র ঃ কোন স্থানে দুই ওয়াক্ত সালাতের জন্য একবার আযান দেয়া হয়?

- আরাফাত প্রান্তরে।

প্র ঃ কত বছর বয়স থেকে সালাত আদায় করা জরুরি?

- দশ বছর বয়স থেকে।

প্র ঃ সালাত আদায় না করা কোন ধরনের গুনাহ?

- সালাত আদায় না করা কবিরা গুনাহ।

প্র ঃ কী কী কারণে সালাত ভঙ্গ হয়?

- ১৪টি কারণে সালাত ভঙ্গ হয়। যথা–

১. সালাতের মধ্যে কথা বললে;
২. ইচ্ছাপূর্বক কাউকে সালাম দিলে;
৩. সালামের জবাব দিলে;
৪. আহ্, উহ্ ইত্যাদি শব্দ উচ্চারণ করলে;
৫. দু:খের কারণে কাঁদলে;
৬. ইচ্ছাপূর্বক কাশি দিলে;
৭. হাঁচির উত্তর দিলে;
৮. দু:খ বা সুখের সংবাদ শুনে কোনরূপ দোয়া পড়লে;
৯. নিজের ঈমাম ছাড়া অন্য কাউকে লোকমা দিলে;
১০. সালাতের মধ্যে দেখে দেখে কুরআন পড়লে;
১১. নাপাক জায়গায় সিজদা দিলে;
১২. সালাতের মধ্যে পার্থিব কোন জিনিস আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করলে;
১৩. পানাহার করলে ও
১৪. এমন কোন কাজ করলে যাতে সালাতরত অবস্থা বুঝা যায় না।

প্র ঃ অযুর ফরয কয়টি ও কী কী?

- অযুর ফরয ৪ টি।

১. মুখমণ্ডল ধৌত করা;
২. কনুই পর্যন্ত দুই হাত ধৌত করা;
৩. মাথা মাসিহ করা ও
৪. গাঁট পর্যন্ত দুই পা ধৌত করা।

প্র ঃ সালাতের ফরয কয়টি ও কী কী?

- সালাতের ফরয ১৩টি।

বাইরে ৬টি, যথা–

১. শরীর পাক হওয়া;
২. কাপড় পাক হওয়া;
৩. জায়গা পাক হওয়া;
৪. সতর ঢাকা;
৫. কিবলামুখী হওয়া;
৬. সালাতের নিয়্যাত করা।

www.pathagar.com

২. সাওম-রোযা

প্র ঃ সাওম শব্দের অর্থ কী?

- বিরত থাকা।

প্র ঃ সাওম কত প্রকার ও কী কী?

- ৬ প্রকার। যথা–

  ১. ফরয; ২. ওয়াজিব; ৩. সুন্নত; ৪. নফল; ৫. মাকরূহ ও ৬. হারাম।

প্র ঃ কোন মাসে রোযা রাখা ফরয?

- রমযান মাসে।

প্র ঃ রোযা কতদিন ফরয?

- পূর্ণ রমযান মাস। (৩০ বা ২৯ দিন, চাঁদ অনুযায়ী)

প্র ঃ রমযানের ফরয রোযা অস্বীকার করলে কী হয়?

- কাফির হতে হয়।

প্র ঃ বিনা ওযরে এ রোযা ত্যাগ করলে কী হবে?

- ফাসিক হতে হবে।

প্র ঃ কোন কোন রোযা ওয়াজিব?

- মান্নত ও কাফফারার রোযা।

প্র ঃ কোন কোন রোযা সুন্নত?

- যে সকল রোযা নবী (স) স্বয়ং রেখেছেন এবং অন্যকে রাখতে বলেছেন। যেমন– আশুরা, ইয়াওমে আরাফা, আইয়ামে বিয়াযের সাওম।

প্র ঃ কোন কোন রোযা নফল?

- ১. শাওয়াল মাসের ৬টি ২. সোমবার ও বৃহস্পতিবারের, ৩. শাবানের ১৪ ও ১৫ তারিখের রোযা, ৪. জিলহজ্জ মাসের প্রথম আট দিন। এ ছাড়া ফরয ওয়াজিব বাদে সকল প্রকার সাওম নফল।

প্র ঃ কোন কোন রোযা রাখা মাকরূহ?

- ১. শুধু শনি অথবা রবিবার; ২. শুধু আশুরার দিন; ৩. স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে; ৪. কোন দিন বাদ না দিয়ে ক্রমাগত রোযা রাখা।

প্র ঃ বছরে কয় দিন রোযা রাখা হারাম?

- পাঁচ দিন।
- যেমন– ১. ঈদুল ফিতরের দিন; ২. ঈদুল আযহার দিন ও ৩. আইয়ামে তাশরিক বা যিলহজ্জ মাসের ১১,১২,১৩ তারিখ রোযা রাখা হারাম।

প্র ঃ রোযার শর্ত কয়টি ও কী কী?

- দুইটি। যথা– ১. রোযা সহিহ হওয়া ও ২. রোযা ওয়াজিব হওয়া।

প্র ঃ রোযা ওয়াজিব হওয়ার শর্ত কয়টি ও কী কী?

- ৪টি। যেমন–

www.pathagar.com

ভিতরে ৭টি, যথা–

১. তাকবিরে তাহরিমা বলা;
২. দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করা;
৩. আল কুরআনের কোন সূরা বা আয়াত পড়া;
৪. রুকু করা;
৫. সিজদা করা;
৬. শেষ বৈঠক করা এবং
৭. সালাম ফিরানো।

প্র ঃ সফর বা ভ্রমণকালীন সালাতকে কী বলে?

- কসর সালাত।

প্র ঃ পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের নাম ও রাকআতের সংখ্যাগুলো কী কী?

- ১. ফজর : ফজরের ফরয সালাত ২ রাকআত;
  ২. যোহর : যোহরের ফরয সালাত ৪ রাকআত;
  ৩. আসর : আসরের ফরয সালাত ৪ রাকআত;
  ৪. মাগরিব : মাগরিবের ফরয সালাত ৩ রাকআত;
  ৫. এশা : এশার ফরয সালাত ৪ রাকআত।

প্র ঃ কখন থেকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরয হয়?

- নবুওয়াতের দশম বছর থেকে।

প্র ঃ মুসলমানগণ কোন দিকে মুখ করে সালাত আদায় করে?

- কাবার দিকে মুখ করে।

প্র ঃ কত বছর বয়স থেকে একজন মুসলিম বালক-বালিকাকে অবশ্যই সালাত ও রোযা সম্পর্কে জানতে হয়?

- সালাতের জন্য ৭ বছর এবং রোযার জন্য ৯ বছর।

আযান ও ইকামত

আযান শব্দটি আরবী। এর অর্থ– জানিয়ে দেয়া, সংবাদ দেয়া, ঘোষণা দেয়া, শুনিয়ে দেয়া ইত্যাদি। শরীআতের পরিভাষায়– সালাতের সময় নির্দিষ্ট কতগুলো শব্দ দ্বারা নির্দিষ্ট নিয়মে উচ্চস্বরে সালাত আদায়ের জন্য আহ্বান করাকে আযান বলে। আর ইকামত শব্দটিও আরবী। এর অর্থ– প্রতিষ্ঠিত করা, কায়িম করা, ইকামত বলা ইত্যাদি। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায়– ইসলাম অনুমোদিত বিশেষ বাক্য উচ্চারণের দ্বারা মানুষকে সালাতের জামায়াত শুরু হওয়ার সংবাদ প্রদান করাকে ইকামত বলে। ফরয সালাতের জন্য ইকামত বলা সুন্নতে মুআক্কাদাহ।

www.pathagar.com

১. মুসলিম হওয়া; ২. বালিগ হওয়া; ৩. রোযা ফরয হওয়া সম্পর্কে জানা ও ৪. সক্ষম হওয়া।

প্র ঃ রোযা সহিহ হওয়ার শর্ত কয়টি ও কী কী?

- ৩টি। যেমন– ১. মুসলমান হওয়া; ২. মহিলাদের হায়িয নিফাস থেকে পবিত্র হওয়া ও ৩. নিয়াত করা।

প্র ঃ রোযার মধ্যে কোন তিনটি বিষয় থেকে বিরত থাকা ফরয?

- ১. কিছু খাওয়া থেকে বিরত থাকা; ২. কিছু পান করা থেকে বিরত থাকা ও ৩. যৌনবাসনা পূর্ণ করা থেকে বিরত থাকা।

প্র ঃ কী কী কারণে রোযা না রাখার অনুমতি রয়েছে?

- ১. সফর; ২. রোগ; ৩. গর্ভধারণ; ৪. স্তন্যদান; ৫. ক্ষুধা তৃষ্ণার প্রাবল্য; ৬. বার্ধক্য ও দুর্বলতা; ৭. জীবন নাশের ভয়; ৮. জিহাদ; ৯. বেহুঁশ হওয়া ও ১০. মস্তিষ্ক বিকৃতি।

প্র ঃ ইতিকাফের সময় কী কী কাজ করা মুস্তাহাব?

- ১. যিকির করা; দ্বীনের মাসআলা-মাসায়িল ও ইলম-কালামের উপর চিন্তা-ভাবনা করা; ২. কুরআন তিলাওয়াত ও তা নিয়ে চিন্তা করা; ৩. দরূদ শরীফ ও অন্যান্য যিকির করা; ৪. দ্বীন সম্পর্কে পড়াশুনা ও পড়ানো; ৫. ওয়ায ও প্রচার করা ও ৬. দ্বীন সম্পর্কিত বই আলোচনায় লিপ্ত থাকা।

প্র ঃ রোযা রাখা সম্পর্কে আয়াতটি কোন সূরার কত নং আয়াত?

- সূরা বাকারার ১৮৩ নং আয়াত।

প্র ঃ অসুস্থ এবং মুসাফিরের জন্য রোযা রাখার বিধান কী?

- রমযান মাসের পর রোযা রাখবে।

প্র ঃ রোযার চন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার একটি সুবিধা কী?

- সকল ঋতুতে রোযা রাখা যায়।

রোযার ফজিলত

রোযার ফযিলত সম্পর্কে কুরআন ও হাদীসে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন– 'রোযা আমার জন্যে আমি নিজেই এর প্রতিদান দেব'। রোযা পালন করলে দিনের বেলায় মুখ থেকে যে গন্ধ আসে তাও আল্লাহর কাছে খুব প্রিয়। এ প্রসঙ্গে রাসূল (স) বলেছেন– 'রোযা পালনকারীর মুখের গন্ধ আল্লাহর কাছে মিশকের চেয়ে বেশি সুগন্ধিময়'। রাসূল (স) আরো বলেছেন– 'রোযা ঢাল স্বরূপ'।

রোযা ভঙ্গের কারণসমূহ : সাওম বা রোযা ভঙ্গের কারণগুলো নিম্নরূপ। যথা–

১. অনিচ্ছাকৃত নাক বা মুখ দিয়ে পানি প্রবেশ করলে;

www.pathagar.com

২. জোরপূর্বক পানাহার করলে;
৩. রাত বাকী আছে ভেবে সাহ্‌রি খেলে;
৪. ইচ্ছাকৃত বমি গিলে ফেললে;
৫. পোশাব পায়খানার রাস্তা দিয়ে ঔষধ বা অন্য কিছু প্রবেশ করালে;
৬. সূর্যাস্ত হওয়ার আগেই ইফতার করলে;
৭. ভুলক্রমে পানাহার করার পর রোযা ভঙ্গ হয়েছে বলে পানাহার করলে;
৮. ঘুম ও বেহুঁশ অবস্থায় সহবাস করলে;
৯. দাঁতের মধ্যে থেকে বুট পরিমাণ কোন কিছু বের করে গিলে ফেললে;
১০. রোযা ও ইফতারের নিয়্যাত না করলে।

ফিতরা

ফিতরা শব্দটি আরবী। অর্থ খোলা বা ভাঙ্গা। শরীআতের পরিভাষায়– এক মাস সিয়াম সাধনার পর যে সদকা প্রদান করা হয়, তাকে ফিতরা বলে।

এ জাতীয় সদকা প্রদান করা ওয়াজিব। রোযা পালন করার সময়কার ভুল-ত্রুটির প্রতিবিধান করার জন্য এ সদকা ওয়াজিব করা হয়েছে।

সদকায়ে ফিতর প্রত্যেক মুসলমান তার পরিবার পরিজন ও নাবালেগ শিশু সকলের পক্ষ থেকে আদায় করতে হবে। এর পরিমাণ হচ্ছে– মাথা পিছু অর্ধ সা গম বা এক সা খেজুর অথবা যব। ফিতরায় গমের হিসেবে অর্ধ সা গমের মূল্য দিয়ে দিলেও জায়িয হবে। ঈদুল ফিতরের দিন ঈদগাহে গমনের পূর্বে ফিতরা প্রদান করাই উত্তম। তবে, পরে আদায় করলেও চলবে। আর যে সকল ক্ষেত্রে যাকাত দেয়া যায়, সে সকল ক্ষেত্রে ফিতরাও দেয়া যায়।

ইতিকাফ

ইতিকাফ শব্দের শাব্দিক অর্থ আবদ্ধ করা, আটক রাখা। রোযা অবস্থায় নিয়াত সহকারে মসজিদে অবস্থান করাকে ইতিকাফ বলা হয়। ইতিকাফ তিন প্রকার। যথা– ওয়াজিব, সুন্নত ও নফল।

১. ওয়াজিব ইতিকাফ হচ্ছে মান্নতের ইতিকাফ। চাই কোন শর্তের সাথে সংযুক্ত করুক বা না করুক সর্বাবস্থায় মান্নত অনুযায়ী ইতিকাফ আদায় করা ওয়াজিব।
২. রমযান শেষে ১০ দিনের ইতিকাফ সুন্নত। রমযান মাসের ২০ তারিখে সূর্য অস্তের পূর্ব থেকে শাওয়াল চাঁদ দেখার সন্ধ্যা পর্যন্ত ইতিকাফ করা সুন্নতে মুয়াক্কাদা কিফায়া।
৩. ওয়াজিব ও সুন্নত ব্যতীত যেকোন সময় ইতিকাফ করা নফল। ইতিকাফে দিনের সাথে রাতও শামিল।

www.pathagar.com

৩. যাকাত

প্র ঃ যাকাত শব্দটি কোন ভাষার শব্দ?

- আরবী ভাষার।

প্র ঃ যাকাত শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

- বৃদ্ধি পাওয়া, পবিত্র ও বিশুদ্ধ হওয়া।

প্র ঃ কী পরিমাণ সম্পদ থাকলে যাকাত দিতে হয়?

- কমপক্ষে সাত তোলা স্বর্ণ অথবা সাড়ে বায়ান্ন তোলা রৌপ্য অথবা সমপরিমাণ মূল্যের সম্পদ পূর্ণ এক বছর সঞ্চিত থাকলে যাকাত দিতে হয়।

প্র ঃ যাকাতের পরিমাণ কত?

- শতকরা আড়াই টাকা। (চল্লিশ ভাগের এক ভাগ)

প্র ঃ যাকাত আদায়ের শর্ত কী?

- নিয়্যাত করা।

প্র ঃ গরুর যাকাতে নিসাব কয়টি?

- ত্রিশটি গরু।

প্র ঃ ছাগলের যাকাতের নিসাব কয়টি?

- চল্লিশটি ছাগল।

প্র ঃ স্বর্ণের যাকাতের নিসাব কত?

- বিশ মিসকাল।

প্র ঃ রৌপ্যর যাকাতের নিসাব কত?

- ২০০ দিরহাম।

প্র ঃ যাকাতের ব্যয় ক্ষেত্র কয়টি?

- ৮টি।

প্র ঃ সেচের মাধ্যমে উৎপাদিত ফসলের উশর কত?

- বিশ ভাগের এক ভাগ।

প্র ঃ কোন কোন মালের উপর যাকাত ওয়াজিব নয়?

- ১. বসবাসের ঘর; ২. পরিধেয় বস্ত্র; ৩. ঘরের আসবাব পত্র; ৪. আরোহণের প্রাণী; ৫. সেবার দাস ও ৬. ব্যবহারিক অস্ত্র।

প্র ঃ এগুলোর উপর যাকাত ওয়াজিব না হওয়ার কারণ কী?

- এগুলো মৌলিক প্রয়োজনীয় বস্তুগুলোর অন্তর্ভুক্ত এবং এগুলো বৃদ্ধিও পায় না।

প্র ঃ কয়টি শর্ত সাপেক্ষে গরুর যাকাত দিতে হয়? সেগুলো কী কী?

- ৩টি। যেমন–

www.pathagar.com

১. কমপক্ষে ৩০ টি গরু হওয়া;

২. বন জঙ্গলে চরে ঘাস খাওয়া;

৩. একজনের মালিকানায় থাকা।

প্র ঃ ইসলামী শরীআতের নীতিমালা অনুযায়ী কয়টি খাতে যাকাতের মাল প্রদান করা নিষিদ্ধ?

- দশটি খাতে। যথা–

১. জিম্মীকে প্রদান করা;

২. মসজিদ নির্মাণ করা;

৩. ধনী লোককে যাকাত দেয়া;

৪. কাফনের কাপড় খরিদ করা;

৫. আযাদ করার মনোভাবে দাস-দাসী ক্রয় করা;

৬. পিতা, দাদা, ছেলে, নাতী ইত্যাদিকে প্রদান করা;

৭. স্ত্রী কর্তৃক স্বামীকে দেওয়া;

৮. নিজ গোলামকে দেওয়া;

৯. হাশেমী বংশের লোক ও তাদের গোলামকে যাকাত দেওয়া;

১০. এক শহর হতে অন্য শহরে হস্তান্তর করা।

৪. হজ্জ

প্র ঃ হজ্জ শব্দের আভিধানিক অর্থ কী?

- ইচ্ছা করা, সংকল্প করা।

প্র ঃ হজ্জের সময় কখন?

- যিলহজ্জ মাসের ৮ থেকে ১২ তারিখ।

প্র ঃ হজ্জ কাদের ওপর ফরয?

- প্রত্যেক সুস্থ্য মুসলমানের ওপর জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয।

প্র ঃ হজ্জের ফরয কয়টি ও কী কী?

- ৩টি। যথা– ১. ইহরাম বাঁধা; ২. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করা ও ৩. বায়তুল্লাহ্‌কে যিয়ারত করা।

প্র ঃ হজ্জের সময় কোন কোন পর্বতের মধ্যে কতবার দৌড়াতে হয়?

- সাফা ও মারওয়া পর্বতের মধ্যে সাতবার দৌড়াতে হয়।

প্র ঃ হজ্জের সময় কোথায় কোরবানি দিতে হয়?

- মিনায়।

www.pathagar.com

প্র ঃ হজ্জের প্রথম কাজ কী?

- ইহরাম বাঁধা।

প্র ঃ ইহরামের শাব্দিক অর্থ কী?

- হারাম করে নেয়া।

প্র ঃ বহিরাগত হাজীরা সাধারণত কোন হজ্জ পালন করেন?

- তামাত্তু হজ্জ।

প্র ঃ হাজীরা পাথর নিক্ষেপ করেন কোথায়?

- জামরাতুল আকাবায়।

প্র ঃ সাফা ও মারওয়ার মধ্যখানের উপত্যকা অতিক্রম করার সময় চিহ্নিত স্থানে হাজীরা কী করেন?

- জোর কদমে চলেন।

প্র ঃ ইহরাম থেকে হাজীদের মুক্তি লাভ হয় কোন তারিখে?

- ১০ জিলহজ্জ তারিখে।

প্র ঃ উমরা কী?

- উমরা হলো হজ্জের অনুরূপ ছোট হজ্জ। এতে কাবা শরীফের তাওয়াফ এবং সাফা-মারওয়ার সায়ী করতে হয়।

প্র ঃ উমরা হজ্জের কয়টি কাজ?

- দুইটি।

প্র ঃ উমরার জন্যে কোন নির্দিষ্ট তারিখ আছে কী?

- না; তবে জিলহজ্জ মাসের ৯ থেকে ১৩ তারিখ পর্যন্ত এই পাঁচ দিন উমরা করা যায় না।

প্র ঃ ইহরামকারীকে কী বলা হয়?

- মুহ্‌রিম বলা হয়।

প্র ঃ মিকাত অর্থ কী?

- নির্দিষ্ট স্থান বা সময়।

প্র ঃ কোন স্থানকে মিকাত বলে?

- হজ্জের জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থান থেকে যে ইহ্‌রাম বাঁধা হয় সেই স্থানকে মিকাত বলে।

প্র ঃ হজ্জের মিকাত কয়টি?

- ৫টি।

প্র ঃ বিনা ইহ্‌রামে মিকাত অতিক্রম করা কি জায়িয?

- না; হজ্জ ও উমরা আদায়কারীদের জন্য বিনা ইহ্‌রামে মিকাত অতিক্রম করা জায়িয নয়।

www.pathagar.com

প্র ঃ বিনা ইহ্‌রামে মক্কা শরীফে প্রবেশ করা যায় কি?

- না; যায় না।

প্র ঃ বিমানের হজ্জযাত্রীগণ কি স্ব-গৃহ হতে ইহ্‌রাম বাঁধতে পারেন?

- হ্যাঁ; তবে যারা জিদ্দা পৌঁছে সর্বপ্রথম মদিনা শরীফ যিয়ারতে যাবে তারা বিনা ইহ্‌রামে মদিনা যিয়ারত করে মদিনাবাসীদের ন্যায় যুলহুলাইফা থেকে ইহ্‌রাম বাঁধবে।

প্র ঃ তালবিয়াহ্ কাকে বলে?

- 'লাব্বাইকা আল্লাহুম্মা লাব্বাইক লা-শারিকা লাকা লাব্বাইকা ইন্নাল হামদা ওয়ান্ নিমাতা লাকা ওয়াল মুলক লা শারিকা লাকা' বলে আল্লাহর দরবারে হাজিরী ঘোষণাকে তালবিয়াহ্ বলে।

প্র ঃ তাওয়াফ কয় প্রকার ও কী কী?

- তাওয়াফ প্রধানত চার প্রকার। যথা– তাওয়াফে কুদুম, তাওয়াফে যিয়ারত, তাওয়াফে বিদা ও তাওয়াফে উমরা।

প্র ঃ তাওয়াফে কুদুম কখন করতে হয়?

- মক্কায় পৌঁছেই এই তাওয়াফ করতে হয়। এটি হজ্জের রুকুন নয়, তবে সুন্নত।

প্র ঃ তাওয়াফে যিয়ারাত কাকে বলে?

- ১০ যিলহজ্জ তারিখে মিনায় কোরবানি সম্পন্ন করে এসে বা ১১-১২ তারিখে মক্কা শরীফে এসে খানায়ে কাবার যে তাওয়াফ করতে হয়, তাকে তাওয়াফে যিয়ারাত বলে। এটি হজ্জের রুকুন।

প্র ঃ তাওয়াফে বিদা কাদের করতে হয়?

- ১৩ যিলহজ্জ তারিখ পর্যন্ত হজ্জের সমস্ত করণীয় কাজ আদায় করার পর দেশে ফেরার পূর্বে বহিরাগতকে এই তাওয়াফ করতে হয়, এটা ওয়াজিব।

প্র ঃ তাওয়াফে উমরা কাকে বলে?

- তাওয়াফে উমরা হলো উমরার একটি জরুরি অংশ। এতে রমল ও ইয্‌তিবা দুইটিই করতে হয়।

প্র ঃ কোন স্থান থেকে এবং কিভাবে তাওয়াফ শুরু করতে হয়?

- হাজরে আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ শুরু করতে হয় এবং খানায়ে কাবা বাম পাশে রেখে সামনে অগ্রসর হতে হয়।

প্র ঃ রমল কাকে বলে?

- তাওয়াফের সময় সৈনিকের ন্যায় বীরত্বের সাথে জোর কদমে কাঁধ হেলিয়ে চলাকে রমল বলে।

www.pathagar.com

প্র ঃ কোন তাওয়াফের প্রথম তিন চক্করে রমল করতে হয়?

- যে তাওয়াফের পরে সায়ী আছে।

প্র ঃ ইয্‌তিবা কাকে বলে?

- গায়ের চাদরকে ডান বগলের নিচ দিয়ে ডান কাঁধ খালি রেখে বাম কাঁধের উপর চাদরের দুই মাথা ফেলাকে ইয্‌তিবা বলে।

প্র ঃ কোন কোন তাওয়াফে ইয্‌তিবা করতে হয়?

- যে সমস্ত তাওয়াফের পর সায়ী আছে।

প্র ঃ শাওত কাকে বলে?

- খানায়ে কাবার তাওয়াফের সময় হাজরে আসওয়াদ হতে শুরু করে এক চক্কর ঘুরে আসাকে এক শাওত বলে।

প্র ঃ ইস্তিস্‌লাম কাকে বলে?

- হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করাকে ইস্তিস্‌লাম বলে।

প্র ঃ দুই হাতে হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করে মুখমণ্ডলে হাত মুছলে কি ইস্তিস্‌লাম আদায় হবে?

- হ্যাঁ; এমনকি তাও সম্ভব না হলে দুই হাত দিয়ে ইশার করেও ইস্তিস্‌লাম করা যায়।

প্র ঃ ওক্‌ফ কী?

- ৯ যিলহজ্জ যোহরের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত আরাফাতে অবস্থান করা। এটি হজ্জের মূল অংশ। একে ওক্‌ফে আরাফা বলে।

প্র ঃ রমি কাকে বলে?

- মিনায় শয়তানের উদ্দেশে কঙ্কর নিক্ষেপ করাকে রমি বলে।

প্র ঃ সায়ী কাকে বলে?

- সাফা মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানোকে সায়ী বলে।

প্র ঃ হালক ও কসর কাকে বলে?

- সায়ীর পর মাথামুণ্ডন এবং চুল ছাঁটাকে যথাক্রমে হালক ও কসর বলে।

প্র ঃ দম কিভাবে আদায় করতে হয়?

- ইহ্‌রাম অবস্থায় কোন কোন নিষিদ্ধ কাজ করার দরুণ কোরবানি ওয়াজিব হয়ে যায়। ছাগল, ভেড়া, দুম্বা অথবা গরু, উট ও মহিষের এক সপ্তমাংশ দ্বারা দম আদায় হয়ে থাকে।

প্র ঃ দম না দিলে কি হজ্জ আদায় হয় না?

- না; স্বেচ্ছায় অথবা ভুলবশত হজ্জের কোন ওয়াজিব আনাদায় থাকলে তার কাফ্‌ফারা অতিরিক্ত একটি কোরবানি দিলে তবে হজ্জ আদায় হয়।

প্র ঃ হজ্জের কোন ফরয অনাদায় থাকলে হজ্জ হবে কি?

- না; হজ্জের একটি ফরযও অনাদায় থাকলে আদৌ হজ্জ হবে না।

www.pathagar.com

প্র ঃ কোন পাথরকে মাকামে ইবরাহীম বলে?

- হযরত ইবরাহীম (আ) এর কদম মুবারকের চিহ্ন সম্বলিত সেই পাথরকে যার উপর দাঁড়িয়ে তিনি কাবা ঘর নির্মাণ করেছিলেন।

প্র ঃ বর্তমানে মাকামে ইবরাহীম নামক পাথরটি কোথায় রক্ষিত আছে?

- কাবা ঘরের পূর্ব দিকে।

প্র ঃ হাজরে আসওয়াদ কী?

- সেই বিহিশ্‌তী কালো পাথর যাতে চুম্বন করলে ব্যক্তির সমস্ত গুনাহ চুষে নেয়।

প্র ঃ বর্তমানে হাজরে আসওয়াদ কোথায় আছে?

- পবিত্র কাবা ঘরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দেয়ালে গাঁথা অবস্থায় রক্ষিত আছে।

প্র ঃ কোন জায়গাকে মাতাফ বলে?

- তাওয়াফের স্থান অর্থাৎ কাবা ঘরের চারদিকে শ্বেত পাথরের অঙ্গনকে মাতাফ বলে।

প্র ঃ কোন স্থানকে মুলতাযাম বলে?

- বাইতুল্লাহ শরীফের প্রাচীরের ঐ অংশ যা হাজরে আসওয়াদ ও খানায়ে কাবার দরজার মধ্যবর্তী স্থান।

প্র ঃ কোন স্থানকে মিযাবে রহমত বলে?

- কাবা শরীফের ছাদ থেকে বৃষ্টির পানি উত্তরে অবস্থিত হাতিমের মধ্যে যে স্থানে পড়ে, সেই স্থানটিকে মিযাবে রহমত বলে।

প্র ঃ বাবুস সালাম কী?

- মসজিদুল হারামের পূর্বদিকের যে দরজাটি দিয়ে হাজীগণ হারাম শরীফে প্রবেশ করেন, সেই দরজাটিকে বাবুস সালাম বলে।

প্র ঃ কোন দরজাকে বাবুল বিদা বলে?

- মসজিদুল হারামের দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের দরজাকে বাবুল বিদা বলে।

প্র ঃ রুকুনে ইয়ামিন কাকে বলে?

- কাবা ঘরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণকে রুকুনে ইয়মিন বলে।

প্র ঃ কোন স্থানকে জামরাতুল আকাবা বলে?

- মিনা প্রান্তরে শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপের স্থানকে জামরাতুল আকাবা বলে।

প্র ঃ জামরাতুল আকাবায় কয়টি জামরা আছে?

- বড় শয়তান, মেঝ শয়তান ও ছোট শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপের জন্যে যথাক্রমে তিনটি জামরা আছে।

প্র ঃ বাবুল সাফা কী?

- তাওয়াফ শেষে মসজিদুল হারামের যে দরজা দিয়ে বেরিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে সায়ী করার উদ্দেশ্যে যেতে হয়, সেই দরজার নাম বাবুস সাফা।

www.pathagar.com

প্র ঃ মিনা প্রান্তর কোথায় অবস্থিত?

- মক্কা শরীফ থেকে মাইল তিনেক দূরে দক্ষিণ–পশ্চিম দিকে অবস্থিত।

প্র ঃ শয়তানকে কঙ্কর নিক্ষেপ ও কোরবানি করার স্থান কোথায় অবস্থিত?

- মিনা প্রান্তরে।

প্র ঃ আরাফাত ময়দান কোথায় অবস্থিত?

- মক্কা শরীফ হতে ৮/৯ মাইল দূরে।

প্র ঃ বিহিশ্‌ত হতে বের হওয়ার পর হযরত আদম ও হাওয়া (আ) কোথায় মিলিত হয়েছিলেন?

- আরাফাত ময়দানে।

প্র ঃ হাজীদের কি আরাফাত ময়দানে হাজির হতে হয়?

- হ্যাঁ; ৯ যিলহজ্জ তারিখে এই স্থানে হাজির হওয়াও হজ্জের মূল অংশ। এদিন এখানে যোহর ও আসরের নামায একত্রে পড়তে হয়।

প্র ঃ কোন স্থানকে মুযদালিফা বলে?

- মিনা ও আরাফাত নামক প্রান্তরদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানকে মুযদালিফা বলে।

প্র ঃ আল কুরআনে মুযদালিফাকে কী নামে অভিহিত করা হয়েছে?

- মাশ্‌আরুল হারাম নামে।

প্র ঃ শয়তানকে মারার জন্য কঙ্কর কোথা থেকে সংগ্রহ করতে হয়?

- মুযদালিফা থেকে।

প্র ঃ হাজীগণ মুযদালিফায় কোন রাত্রে অবস্থান করেন?

- ৯ যিলহজ্জের দিবাগত রাত্রে। (এখানে মাগরিব ও ইশার নামায একত্রে পড়তে হয়)

প্র ঃ কোন পাহাড়কে জাবালে রহমত বলা হয়?

- আরাফাত ময়দান সন্নিহিত সেই পাহাড়কে যেখানে দাঁড়িয়ে রাসূল (স) বিদায় হজ্জের ঐতিহাসিক ভাষণ দিয়েছিলেন।

প্র ঃ ওকূফে আরাফার জন্য কোন জায়গা সর্বোত্তম?

- ওকূফে আরাফার জন্য জাবালে রহমত এবং এর পার্শ্ববর্তী স্থান সর্বোত্তম।

প্র ঃ মুহাস্‌সার কী?

- ৫৪৫ হাত দীর্ঘ নিচু স্থান যা আরাফাত হতে মিনায় প্রত্যাবর্তনের পথে পড়ে।

প্র ঃ বাদশাহ্ আবরাহা কোথায় আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়েছিল?

- মুহাস্‌সার নামক স্থানে।

প্র ঃ মুহাস্‌সারে কী ঘটেছিল?

- দাম্ভিক বাদশাহ্ আবরাহা আল্লাহর গযবে নিপতিত হয়ে আবাবিল পাখির কংকরের আঘাতে তার বিশাল হস্তীবাহিনীসহ ধ্বংস হয়েছিল।

www.pathagar.com

প্র ঃ মুহাস্‌সার নামক স্থানটুকু তাড়াতাড়ি অতিক্রম করতে হয় কেন?

- গযবের স্থান বিধায়।

প্র ঃ জান্নাতুল মুআল্লা কী?

- মক্কা শরীফের একটি বিখ্যাত কবরস্থানে ।

প্র ঃ মক্কা শরীফে কোনো হাজীর ইনতিকাল হলে কোথায় দাফন করা হয়?

- জান্নাতুল মুআল্লা নামক কবরস্থানে।

প্র ঃ জান্নাতুল বাকী কী?

- মদিনা শরীফের প্রাচীন কবরস্থানে ।

প্র ঃ মদিনায় কোন হাজীর ইনতিকাল হলে কোথায় দাফন করা হয়?

- জান্নাতুল বাকী নামক গোরস্থান।

প্র ঃ গারে হেরা কী?

- মক্কার অনতিদূরে অবস্থিত হেরা নামক পর্বতের একটি গুহা। এখানে রাসূল (স) ধ্যান-মগ্ন অবস্থায় অনেকদিন কাটিয়েছেন এবং এখানেই তাঁর উপর সর্বপ্রথম 'ইকরা বিইসমি' ওহি নাযিল হয়।

প্র ঃ হজ্জের সুন্নাত কয়টি ও কী কী?

- হজ্জের সুন্নাত দশটি। যথা–

১. ইফরাদ অথবা কিরানকারীদের জন্য তাওয়াফে-কুদুম করে সর্বপ্রথম তাওয়াফ করা;

২. তাওয়াফে-কুদুম কিংবা তাওয়াফে-যিয়ারতের মধ্যে রমল করা;

৩. ইমাম (বাদশাহ্ বা তাঁর প্রতিনিধি)-এর জন্যে তিন জায়গায় খুতবা দেওয়া;
   ক. ৭ যিলহজ্জ তারিখে মক্কা শরীফে;
   খ. ৯ যিলহজ্জ তারিখে আরাফাতের ময়দানে এবং
   গ. ১১ যিলহজ্জ মিনায়। এতে শামিল থাকা।

৪. ৮ যিলহজ্জ মক্কা শরীফ থেকে মিনায় গিয়ে যোহর, আসর, মাগরিব, ইশা ও ফজর পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় করা এবং রাত্রে সেখানে অবস্থান করা;

৫. ৯ যিলহজ্জ সূর্যোদয়ের পর মিনা থেকে আরাফাতের ময়দানের দিকে রওয়ানা হওয়া;

৬. আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করার জন্য যোহরের পূর্বে গোসল করা;

৭. ৯ যিলহজ্জ আরাফার ময়দানে ওকূফ করে সূর্যাস্তের পর সেখান থেকে মুযদালিফার দিকে রওয়ানা হওয়া;

৮. ৯ যিলহজ্জ দিবাগত রাত্রে আরাফার ময়দান থেকে ফিরে মুযদালিফার ময়দানে রাত্রিযাপন করা;

৯. ১০, ১১, এবং ১২ যিলহজ্জ তারিখের রাত্রিসমূহ মিনায় যাপন করা;

www.pathagar.com

১০. মিনা থেকে মক্কা শরীফে প্রত্যাবর্তনকালে মুহাস্‌সার নামক স্থানে কিছুক্ষণ অবস্থান করা।

প্র ঃ গারে সওর কী?

- মক্কার দুই মাইল দূরে মিসফালা মহল্লার দক্ষিণে অবস্থিত এবং প্রায় এক মাইল উঁচু একটি পর্বত গুহার নাম।

প্র ঃ দম কী?

- ইহরাম অবস্থায় নিষিদ্ধ কাজের কাফ্‌ফারা।

প্র ঃ ইহরাম কখন বাঁধতে হয়?

- যিলহজ্জ মাসের ৮ তারিখ বা তার পূর্বে।

প্র ঃ যিনি কেবল হজ্জের ইহরাম করে শুধু হজ্জই সমাপন করেন তাকে কী বলে?

- মুফরিদ।

প্র ঃ বাংলাদেশীদের জন্য মিকাত কোনটি?

- ইয়ালামলাম পাহাড়।

প্র ঃ কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয় কেন?

- ইবরাহীম (আ) শয়তানকে লক্ষ্য করে পাথর মেরেছিলেন বলে।

প্র ঃ দশম তারিখে কেবল কোন স্থানে পাথর নিক্ষেপ করা নিয়ম?

- তৃতীয় জামরায়।

প্র ঃ কোথা থেকে মিনায় এসে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়?

- মুযদালিফা থেকে।

প্র ঃ কী বলে কঙ্কর নিক্ষেপ করতে হয়?

- বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার।

প্র ঃ মিকাত অতিক্রম করার আগে কী করতে হয়?

- ইহরাম বাঁধতে হবে।

প্র ঃ আরাফায় অবস্থানকে আরবীতে কী বলে?

- উকূফে আরাফা।

প্র ঃ কঙ্কর নিক্ষেপ করা হাজীদের জন্য কী ধরণের কাজ?

- ওয়াজিব।

প্র ঃ কোথায় হাজীরা উন্মুক্ত আকাশের নিচে রাত্রিযাপন করেন?

- মুযদালিফায়।

প্র ঃ সূর্যাস্তের পর ইমামের অনুবর্তী হয়ে হাজীদের কোন দিকে রওয়ানা করতে হয়?

- মুযদালিফার দিকে।

প্র ঃ উমরার নিষিদ্ধ তারিখগুলো কী কী?

- যিলহজ্জের ৯ হতে ১৩ তারিখ।

www.pathagar.com

প্র ঃ সাতপাকে কাবাকে প্রদক্ষিণ করাকে কী বলে?

- তাওয়াফ।

প্র ঃ সাফা ও মারওয়া প্রদক্ষিণ করাকে কী বলে?

- সায়ী।

প্র ঃ একই ইহরামে উমরাহ এবং হজ্জ করাকে কী বলে?

- কিরান।

প্র ঃ ইহরামের বন্ধন থেকে মুক্তিলাভ করে কিছুদিন অপেক্ষা করার পর আবার ইহরাম করে হজ্জ করাকে কী বলে?

- তামাত্তু।

প্র ঃ কোন তারিখে হাজীরা আরাফাতের মাঠে সমবেত হয়?

- ৯ যিলহজ্জ তারিখে, ইয়াওমুল আরাফাহ।

প্র ঃ কোন স্থানে হাজীরা যোহর এবং আসরের সালাত একত্রে আদায় করেন?

- আরাফাত প্রান্তরে।

প্র ঃ কোন স্থানে হাজীরা মাগরিব এবং ইশার সালাত এক আযান ও এক ইকামতে আদায় করেন?

- মুযদালিফায়।

প্র ঃ হাজীরা মিনায় এসে জামরাতুল আকাবাতে শয়তানের উদ্দেশে কয়টি কঙ্কর নিক্ষেপ করেন?

- ৭টি।

প্র ঃ হজ্জের ওয়াজিব কয়টি?

- ৯টি। যথা– ১. সাফা মারওয়ায় দৌড়ানো; ২. মুযদালিফায় অবস্থান; ৩. জামরাতে কঙ্কর নিক্ষেপ; ৪. কাবার প্রথম তাওয়াফ; ৫. তাওয়াফে আলবিদা; ৬. মাথা মুণ্ডন বা চুল কর্তন; ৭. কোরবানি করা; ৮. দুই ওয়াক্ত সালাত একত্রে আদায়; ৯. রমী ও মস্তক মুণ্ডনে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

প্র ঃ হজ্জের দ্বিতীয় কাজ কী?

- তাওয়াফ করা।

প্র ঃ হজ্জের সময় কোরবানির দিনগুলোতে কী করতে হয়?

- তাওয়াফে জিয়ারাত।

প্র ঃ হজ্জের সময় কোরবানির দিনগুলোতে তাওয়াফে জিয়ারাত না করলে কী করতে হয়?

- দম দিতে হবে।

প্র ঃ যারা বহিরাগত তাদের হজ্জের সর্বশেষ কাজ কী?

- বিদায়ী তাওয়াফ।

www.pathagar.com

প্র ঃ হাজীরা কার রওজা মুবারক জিয়ারাত করার সুযোগ হারাতে চান না?

- হযরত মুহাম্মদ (স) এর।

প্র ঃ হজ্জ কোন মাসে অনুষ্ঠিত হয়?

- যিলহজ্জ মাসে।

প্র ঃ হজ্জ কোথায় অনুষ্ঠিত হয়?

- মক্কা শরীফে।

প্র ঃ বিদায়ী তাওয়াফ কোন শ্রেণীর হাজীদের জন্য?

- বহিরাগত হাজীদের জন্য।

প্র ঃ হজ্জে যেসব কাজ বাদ পড়লে হাজীদের কোরবানি দিতে হয় তাকে কী বলে?

- ওয়াজিব।

প্র ঃ হজ্জ মুসলিমের বা মুসলিম বিশ্বের কিসের প্রতীক?

- ঐক্যের প্রতীক।

প্র ঃ হজ্জের সমাবেশে সমাগত মুসলিমগণ কী মনে করেন?

- এক আল্লাহর সৃষ্টি মানুষ একই জাত।

প্র ঃ আশহুরে হজ্জ বলতে কোন কোন মাসকে বুঝানো হয়?

- শাওয়াল, যিলকাদ ও যিলহজ্জ মাসকে।

প্র ঃ বিদায় হজ্জের কত দিন পরে ও কোথায় রাসূল (স) ইনতিকাল করেন?

- বিদায় হজ্জের তিনমাস পরে, ১০ হিজরীতে ৬৩ বছর বয়সে, মদিনায়।

প্র ঃ বিদায় হজ্জের ভাষণ মহানবী (স) কোথায় দিয়েছিলেন?

- আরাফাতের ময়দানে।

প্র ঃ বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি কোন দুইটি জিনিস রেখে যান?

- কুরআন ও হাদীস।

প্র ঃ বিদায় হজ্জের পথে হযরত মুহাম্মদ (স) কাদের শিক্ষাদান ও প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন?

- নওমুসলিমদের।

প্র ঃ বিদায় হজ্জের বাণীগুলো কোথায় লেখা আছে?

- হাদীস শরীফে।

প্র ঃ বিদায় হজ্জের পূর্বে মুসলমান হজ্জ যাত্রীর সংখ্যা কত ছিল?

- তিনশত।

প্র ঃ বিদায় হজ্জের ভাষণের বাক্যগুলোকে সংক্ষেপে কী বলে?

- মানবাধিকার সনদ।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৩
জ্বিন ও আযাযিল

প্র ঃ জ্বিন কী থেকে সৃষ্টি?

- আগুন থেকে।

প্র ঃ জ্বিনদের আদি পিতার নাম কী?

- ছুমা।

প্র ঃ তাকে কী নামে অভিহিত করা হয়?

- আবুল জ্বিন নামে।

প্র ঃ জ্বিনদের মধ্যে শ্রেণীভেদ আছে কী?

- হ্যাঁ; শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধার্মিক-পাপী ইত্যাদি।

প্র ঃ জ্বিন জাতির বংশবৃদ্ধি হয় কিভাবে?

- মানুষের মতই জৈবিক প্রক্রিয়ায়।

প্র ঃ একজন অভিশপ্ত কুখ্যাত জ্বিনের নাম কী?

- আযাযিল।

প্র ঃ আযাযিলের পিতার নাম কী?

- খবিস।

প্র ঃ খবিসের আকৃতি কেমন?

- সিংহের মতো।

প্র ঃ অভিশপ্ত আযাযিলের মায়ের নাম কী?

- নিলবিছ।

প্র ঃ নিলবিছের আকৃতি ও স্বভাব কেমন?

- বাঘের মতো।

প্র ঃ শয়তানে পরিণত হওয়ার আগে আযাযিল কী নামে পরিচিত ছিল?

- শয়তানে পরিণত হওয়ার আগে আযাযিল মুআল্লীমুল মালায়িকা বা ফিরিশ্‌তাদের শিক্ষক নামে পরিচিত ছিল।

প্র ঃ শয়তান হওয়ার পরে আযাযিল আল্লাহর কাছ থেকে কী কী অধিকার লাভ করে?

১. কিয়ামত পর্যন্ত জীবন;

২. আদম ও তাঁর সন্তানদের দেহের প্রতিটি শিরা-উপশিরায় প্রবেশ ক্ষমতা;

৩. মুহূর্তে পৃথিবীর যেখানে ইচ্ছা সেখানে পৌছানোর ক্ষমতা;

৪. ইচ্ছানুযায়ী যে কোন প্রাণীর রূপ ধারণ করা।

প্র ঃ শয়তান একমাত্র কোন মহামানবের রূপ ধারণ করতে অক্ষম?

- হযরত মুহাম্মদ (স) এর।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৪

আল কুরআনে আলোচিত ফিরিশ্‌তা

১. হযরত জিব্‌রাইল (আ) ২. হযরত মিকাইল (আ); ৩. হযরত হারুত (আ); ৪. হযরত মারুত (আ); ৫. হযরত রাদ (আ); ৬. হযরত সিজ্জিল (আ); ৭. হযরত মালিক (আ) ও ৮. হযরত কায়িদ (আ)।

পরিচ্ছেদ-৫

ফিরিশ্‌তাদের নাম ও দায়িত্ব

প্র ঃ ফিরিশতা কী?

- আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি। তাঁরা সর্বদা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকেন।

প্র ঃ ফিরিশতা কিসের তৈরি?

- নূর বা আলোর তৈরি।

প্র ঃ ফিরিশতাদেরকে আরবীতে কী বলে?

- মালাইকা।

প্র ঃ ফিরিশ্‌তারা কী পুরুষ না নারী?

- তাঁরা পুরুষও নন, নারীও নন।

প্র ঃ ফিরিশ্‌তার সংখ্যা কত?

- প্রকৃত সংখ্যা আল্লাহই ভাল জানেন।

প্র ঃ প্রধান ফিরিশ্‌তা কয়জন ও তাঁদের নাম কী?

- ৪ জন। যথা–
  ১. হযরত জিবরাইল (আ);
  ২. হযরত মিকাইল (আ);
  ৩. হযরত আযরাইল (আ);
  ৪. হযরত ইসরাফিল (আ)।

প্র ঃ ফিরিশতাগণ আল্লাহর ইবাদতের জন্য যে ঘর তৈরি করেছিলেন তার নাম কী?

- বাইতুল মামুর।

প্র ঃ জান্নাতের পাহারাদার কোন ফিরিশতা?

- রিযওয়ান।

প্র ঃ জাহান্নামের পাহারাদার কোন ফিরিশতা?

- মালেক।

প্র ঃ সর্বশেষ কোন ফিরিশতার মৃত্যু হবে?

- হযরত আযরাইল (আ) এর।

www.pathagar.com

প্র ঃ কোন ফিরিশতা নিজে নিজের জান কবজ করবেন?

- হযরত আযরাইল (আ)।

প্র ঃ জিবরাইল (আ) কী দায়িত্ব পালন করেন?

- আল্লাহর দূত হিসেবে কাজ করেন।

প্র ঃ জিবরাইল (আ) নিমিষে কত পথ অতিক্রম করতে পারেন?

- ৫ শত বছরের পথ।

প্র ঃ তাঁর ঘোড়ার নাম কী?

- খারদম।

প্র ঃ কোন ফিরিশ্‌তাকে আল কুরআনে 'রুহুল কুদুস, ও রুহুল আমিন, বলা হয়েছে?

- হযরত জিবরাইল (আ) কে।

প্র ঃ মিকাইল (আ) কী দায়িত্ব পালন করেন?

- মেঘ-বৃষ্টি পরিচালনা এবং জীবন-জীবিকা বন্টন করেন।

প্র ঃ আযরাইল (আ) কী দায়িত্ব পালন করেন?

- আল্লাহর আদেশে সমস্ত জীবের প্রাণ সংহার করেন।

প্র ঃ আযরাইল (আ) এর অপর নাম কী?

- মালাকুল মওত।

প্র ঃ ইসরাফিল (আ) কী দায়িত্ব পালন করেন?

- আল্লাহর আদেশে শিঙ্গায় ফুঁক দেয়ার অপেক্ষায় রয়েছেন।

প্র ঃ পৃথিবী ধ্বংসের দায়িত্বে কোন ফিরিশতা নিয়োজিত আছেন?

- হযরত ইসরাফিল (আ)।

প্র ঃ কোন ফিরিশ্‌তা মৃত্যুর পর মানুষকে প্রশ্ন করবেন?

- মুনকার ও নাকির।

প্র ঃ আমাদের দুই কাঁধে যে দুইজন ফিরিশতা রয়েছেন তাদেরকে কী বলে?

- কিরামুন ও কাতেবিন।

প্র ঃ ইয়াহুদিরা জিবরাইল (আ) কে শত্রু মনে করার কারণ কী?

- জিবরাইল (আ) যেহেতু নতুন নতুন বিধানের ওহি নিয়ে আসেন।

প্র ঃ ফিরিশতাগণ সর্বপ্রথম কোন ঘর নির্মাণ করেন?

- কাবা ঘর।

www.pathagar.com

প্র ঃ আদম (আ) এর সৃষ্টির পর তাঁর সালামের পর ফিরিশতারা কী বাড়িয়ে বলেছিলেন?

- ওয়ারাহ্‌মাতুল্লাহ্‌।

প্র ঃ আল্লাহর অন্যতম আশ্চর্য সৃষ্টি কী?

- ফিরিশতা।

প্র ঃ কাদের নিজস্ব কোন মত বা কর্মসূচী নেই?

- ফিরিশ্‌তাদের।

প্র ঃ কারা মুমিনদের বন্ধু?

- ফিরিশ্‌তারা।

প্র ঃ নবী-রাসূলদের কাছে আল্লাহর কালাম নিয়ে আসতেন কোন ফিরিশতা?

- জিবরাইল (আ)।

প্র ঃ কারা মানবের কাছে অদৃশ্য?

- ফিরিশতারা।

প্র ঃ ফিরিশতাদের কিবলা কোনটি?

- বাইতুল মামুর।

পরিচ্ছেদ-৬
জান্নাত-বিহিশ্‌ত

প্র ঃ জান্নাত কোন ভাষার শব্দ?

- আরবী শব্দ।

প্র ঃ বিহিশ্‌ত কোন ভাষার শব্দ?

- ফারসি শব্দ।

প্র ঃ জান্নাতের অর্থ কী?

- বাগান।

প্র ঃ জান্নাত কয়টি ও কী কী?

- ৮টি।

১. জান্নাতুল ফিরদাউস;
২. জান্নাতুল আদন;
৩. জান্নাতুল খুলদ;
৪. জান্নাতুল নাঈম;
৫. জান্নাতুল মাওয়া;
৬. দারুস সালাম'
৭. জান্নাতুল কারার;
৮. দারুল মাকাম।

প্র ঃ উত্তম জান্নাত কোনটি?

- জান্নাতুল ফিরদাউস।

www.pathagar.com

প্র ঃ বিহিশ্‌তে কারা সর্বপ্রথম বসবাস শুরু করেন?

- হযরত আদম ও হাওয়া (আ)।

প্র ঃ বিহিশ্‌ত থেকে তারা জমিনে অবতরণ করেন কেন?

- তাদেরকে পৃথিবীতে খিলাফতের দায়িত্ব পালনের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছিল। জান্নাতে তাঁদের পরীক্ষার সমাপ্তির পর তারা জমিনে অবতরণ করেন।

পরিচ্ছেদ-৭

জাহান্নাম-দোযখ

প্র ঃ জাহান্নাম শব্দটি কোন্ ভাষার শব্দ?

- আরবী ভাষার।

প্র ঃ দোযখ শব্দটি কোন্ ভাষার শব্দ?

- ফারসি ভাষার।

প্র ঃ জাহান্নামের সংখ্যা কয়টি ও কী কী?

- ৭টি।

১. হাবিয়া;
২. জাহিম;
৩. সাকার;
৪. সাঈর;
৫. লাজা;
৬. হুতামাহ ও
৭. জাহান্নাম।

পরিচ্ছেদ-৮

ঈমান ও ইসলাম

প্র ঃ ঈমান বলতে কী বুঝায়?

- বিশ্বাস বা প্রত্যয় স্থাপনকে ঈমান বলা হয়।

প্র ঃ মৌলিক ঈমানসমূহ কী কী?

- ১. আল্লাহর সত্তা, গুণাবলি, ক্ষমতা ও ইখতিয়ারের প্রতি বিশ্বাস;
  ২. আল্লাহর ফিরিশ্‌তাদের উপর বিশ্বাস;
  ৩. আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবসমূহের প্রতি বিশ্বাস;
  ৪. আল্লাহর প্রেরিত নবী-রাসূলগণের প্রতি বিশ্বাস;
  ৫. আখিরাত বা পরকালের প্রতি বিশ্বাস;
  ৬. তাকদিরের ভাল মন্দের প্রতি বিশ্বাস ও
  ৭. মৃত্যুর পর পুনরুত্থানের প্রতি বিশ্বাস।

www.pathagar.com

প্র ঃ ইসলামের মূল স্তম্ভ কয়টি ও কী কী?

- ইসলামের মূল স্তম্ভ পাঁচটি। যথা–
  ১. আল্লাহ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস;
  ২.সালাত কায়েম করা;
  ৩. যাকাত আদায় করা;
  ৪. রমযান মাসে রোযা রাখা;
  ৫. আর্থিক ও দৈহিক সামর্থ্যবান ব্যক্তির হজ্জ পালন করা।

পরিচ্ছেদ-৯
কিয়ামত

প্র ঃ কিয়ামত শব্দের অর্থ কী?

- মহাপ্রলয়।

প্র ঃ এর আলামত বা লক্ষণ কয়টি ও কী কী?

- ২টি। যথা– ১. আলামতে সুগরা বা সাধারণ নিদর্শন; ২. আলামতে কুবরা বা বড় নিদর্শন।

প্র ঃ আলামতে সুগরাগুলো কী কী?

- ইহা নিম্নরূপঃ
  ১. অযোগ্য ব্যক্তি দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করবে;
  ২. দেশের শাসনকর্তা জাতীয় সম্পদের অপব্যবহার ও অপচয় করবে;
  ৩. আমানতের খিয়ানত করবে;
  ৪. পুরুষ লোক স্ত্রী লোকের তাবেদারী করবে;
  ৫. যাকাত প্রথাকে দণ্ডস্বরূপ মনে করবে;
  ৬. মাতার অবাধ্য হবে;
  ৭. পিতাকে পর মনে করবে;
  ৮. বন্ধু-বান্ধবকে আপন মনে করবে;
  ৯. পার্থিব সম্পদ ও সম্মান অর্জনের জন্য বিদ্যা শিক্ষা করবে;
  ১০. যে ব্যক্তি যে কাজের উপযুক্ত নয়, তার উপর সে কাজের দায়িত্ব অর্পণ করা হবে;
  ১১. মানুষ নেশাপানে মত্ত থাকবে;

www.pathagar.com

১২. মানুষ অত্যাচারের ভয়ে অত্যাচারী ও শোষক ব্যক্তিকে সম্মান করবে;
১৩. সমাজে নাচ-গানের প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত হবে;
১৪. সমাজের নেতারা প্রকাশ্যে পাপকার্য করবে;
১৫. সমাজে নানা ধরনের বাদ্য-বাজনার প্রচলন অধিক হবে;
১৬. মসজিদের মধ্যে উচ্চবাক্য ও অশ্লীল কথা বলবে;
১৭. পরবর্তী ব্যক্তিগণ পূর্ববর্তী বিজ্ঞ ফকিহ ও সৎ ব্যক্তিদেরকে মন্দ বলবে;
১৮. মানুষ দুনিয়ার পরিবেশে আকৃষ্ট হবে;
১৯. নতুন নতুন রোগ-ব্যাধি দেখা দিবে;
২০. স্ত্রীলোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, তারা নির্লজ্জভাবে পর্দা ছাড়া চলাফেরা করবে;
২১. দ্বীন জ্ঞান লোপ পাবে অর্থাৎ জ্ঞান থাকবে কিন্তু আমল থাকবে না;
২২. ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, ইহাকে কেউ গুনাহ বলে মনে করবে না:
২৩. মানুষ মাদক দ্রব্যকে হালাল দ্রব্যের ন্যায় সেবন করবে;
২৪. কখনও অনাবৃষ্টি ও কখনও অতিবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ দেখা দেবে;
২৫. ত্রিশ জন মিথ্যাবাদী নবী বলে দাবি করবে;
২৬. প্রতিটি বস্তুর স্বাদ, ঘ্রাণ ও বরকত হ্রাস পাবে;
২৭. মানুষের লজ্জা ও মায়া-মমতা কমতে থাকবে;
২৮. মানুষ আল কুরআনের সম্মান কম করতে থাকবে;
২৯. মানুষ দাস-দাসীদের সাথে ব্যভিচার করবে;
৩০. মানুষের আয়ু কমে আসবে;
৩১. দুশ্চরিত্র লোকের প্রভাব, প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাবে, আর সম্মানিত ও চরিত্রবান লোক তাদের হাতে লাঞ্ছিত হবে;
৩২. ধনী ব্যক্তিরা গরীবদের ঘৃণা করবে;
৩৩. মানুষের অন্তর থেকে আল্লাহর ভয় উঠে যাবে;
৩৪. আদব কায়দা হ্রাস পাবে;
৩৫. বাতিল ও বিদআত বৃদ্ধি পাবে;
৩৬. কাফিরগণ মুসলমানের উপর প্রাধান্য বিস্তার করবে;
৩৭. দুনিয়ায় অন্যায়-অত্যাচার বৃদ্ধি পাবে;
৩৮. মিথ্যাবাদী ও প্রতারকগণ বুদ্ধিমান বলে প্রশংসিত হবে।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-১০
আলামতে কুবরা বা বড় নিদর্শনসমূহ

১. হযরত ইমাম মাহদীর (আ) আবির্ভাব;
২. দাজ্জালের আবির্ভাব ও ফিতনা;
৩. হযরত ঈসার (আ) আগমন ও তাঁর কর্তৃক দাজ্জাল বধ;
৪. আকাশে এক প্রকার ধোঁয়া দেখা দেবে এবং ইহা পৃথিবীতে আসবে;
৫. পশ্চিমাকাশে সূর্য উদয় হবে। এ সময় কারো ঈমান বা তাওবা কবুল হবে না;
৬. ইয়াজুজ মাজুজের আগমন এবং তাদের ফিতনা ফাসাদ। তারা খুব শক্তিশালী হবে। কিন্তু আল্লাহ তাআলা স্বীয় কুদরাতে তাদেরকে ধ্বংস করবেন;
৭. দাব্বাতুল আরদ বা অদ্ভুত জন্তু বের হবে। সে মানুষের সাথে কথা বলবে;
৮. দক্ষিণ দিক থেকে বেশ আরামদায়ক বাতাস প্রবাহিত হবে এবং সকল মুসলমান মৃত্যুবরণ করবে;
৯. মুহাররমের দশ তারিখ হযরত ঈসরাফিল (আ) শিঙ্গায় ফুঁক দিবেন। এর বিকট শব্দে সমস্ত লোক মারা যাবে। আকাশ খণ্ড-বিখণ্ড হবে। পাহাড়-পর্বত উড়বে, তারকা বিলুপ্ত হবে, চন্দ্র আলোহীন হবে, চন্দ্র-সূর্য একত্রিত হবে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ৬
নবী-রাসূল

পরিচ্ছেদ-১
পরিচয়

প্র ঃ নবী ও রাসূল বলতে কী বুঝায়?

- আল্লাহ যে কাজ পছন্দ করেন, আল্লাহ যে কথা ভালবাসেন, আমরা সেই কাজ করবো, সেই কথা বলবো; যা আল্লাহর পছন্দ নয়, তা থেকে দূরে থাকবো– এই বিষয়ে আল্লাহর হুকুম যাঁরা আমাদের শুনালেন, তাঁরাই নবী ও রাসূল।

প্র ঃ দুনিয়ায় কতজন নবী ও রাসূল এসেছেন?

- পৃথিবীতে ১ লাখ ২৪ হাজার; মতান্তরে ২ লাখ ২৪ হাজার নবী রাসূল এসেছেন।

প্র ঃ সর্বশেষ নবী কে?

- হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা)।

প্র ঃ ছোটবেলায় রাসূল (সা) কে আল আমিন বলে ডাকা হতো কেন?

- আল আমিন অর্থ বিশ্বস্ত। ছোটবেলায় আমাদের নবীকে আল আমিন বলে ডাকা হতো এজন্য যে, ছোট বেলাতেই তাঁর স্বভাব এবং চাল-চলন খুব ভাল ছিল। তিনি কখনও মিথ্যা কথা বলতেন না, ঝগড়া করতেন না, খারাপ কথা বলতেন না, খারাপ কাজ করতেন না। তিনি ছিলেন খুব বিশ্বাসী। কেউ তাঁকে কোন দামী জিনিস বা টাকা-পয়সা রাখতে দিলে তা তিনি যত্ন করে রাখতেন এবং ঠিকমত তা ফেরত দিতেন। এসব কারণে তাঁকে 'আল আমিন' বলে ডাকা হতো।

প্র ঃ রাসূলের (স) পাঁচটি গুণ কী কী?

- ১. রাসূল (স) সত্যবাদী ছিলেন;
  ২. তিনি সকলকে ভালবাসতেন এবং ভাল কাজে সাহায্য করতেন;
  ৩. তিনি সব ওয়াদা পালন করতেন;
  ৪. তিনি মিষ্টভাষী ছিলেন;
  ৫. তিনি সব সময় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতেন।

প্র ঃ আল্লাহ সব নবীর কাছেই কি কিতাব পাঠিয়েছেন?

- না; সব নবীর কাছে কিতাব পাঠাননি। কোন কোন নবীর কাছে আল্লাহ তাঁর হুকুম-আহকাম ও বাণী পাঠিয়েছেন। কোন কোন নবীর কাজ ছিল পূর্ববর্তী নবীর শিক্ষাকে প্রচার করা। যাঁদের উপর কিতাব নাযিল করা হয়েছে তাঁদেরকে রাসূল বলা হয়।

www.pathagar.com

প্র ঃ কোন্ রাসূলের কাছে কোন্ কিতাব নাযিল করা হয়েছে?

- ১. হযরত দাউদ (আ) এর কাছে যাবুর;
  ২. হযরত মূসা (আ) এর কাছে তাওরাত;
  ৩. হযরত ঈসা (আ) এর কাছে ইঞ্জিল;
  ৪. হযরত মুহাম্মদ (স) এর কাছে আল কুরআন।

প্র ঃ নবী কাদেরকে বলা হয়?

- যে সকল মহাপুরুষ আল্লাহর ওহি বা বাণী লাভ করেছেন, তাঁদেরকে নবী বলা হয়।

প্র ঃ নবী-রাসূলের কাজ কী কী?

- নবী ও রাসূলগণ আল্লাহর বাণী প্রচার করেছেন। নিজেরা আল্লাহর হুকুম মেনে চলে অন্যদের সামনে আদর্শ স্থাপন করেছেন, অন্যদেরকে আল্লাহর হুকুম মানতে বলেছেন এবং অন্যায় ও খারাপ কাজ বর্জন করতে বলেছেন। তাঁরা সমাজের ভাল লোকদের একত্র করেছেন। যারা নবীদের কথা শোনেনি এবং অন্যায় কাজ চালু রেখে নবীদের বিরোধিতা করেছে, নবীরা তাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনবোধে জিহাদও করেছেন এবং দুনিয়ায় আল্লাহর হুকুম কায়েম করেছেন।

প্র ঃ আমরা কোন্ নবীর অনুসারী বা উম্মত?

- আমাদের নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ (স), তাঁর পর কিয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবী আসবেন না। তিনি শেষ নবী, তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। আমরা তাঁরই উম্মত।

প্র ঃ কোন নবীর সময়ে বায়তুল মুকাদ্দাস তৈরি হয় এবং কোন্ নবী পশু-পাখীদের ভাষা বুঝতেন?

- হযরত সুলায়মান (আ)।

প্র ঃ কোন্ নবীর কণ্ঠের মিষ্টি সুরে আল্লাহর বাণী তেলাওয়াত শুনে মাছ মুগ্ধ হয়ে যেতো?

- হযরত দাউদ (আ) এর।

প্র ঃ কোন্ নবীকে তাঁর ভাইয়েরা কূপে ফেলে দেয়?

- হযরত ইউসূফ (আ) কে।

প্র ঃ কোন্ নবীর আমল থেকে কোরবানি প্রথা শুরু হয়?

- হযরত ইবরাহীম (আ) এর আমলে।

প্র ঃ কীট-পতঙ্গের নামে কুরআনের কোন্ তিনটি সূরার নামকরণ করা হয়েছে?

- ১. সূরা নাহ্‌ল (মৌমাছি);
  ২. সূরা নামল (পিপ্‌ড়া);
  ৩. সূরা আন্‌কাবূত (মাকড়সা)।

www.pathagar.com

প্র ঃ রাসূলগণের সংখ্যা কত?

- ৩১৩ জন।

প্র ঃ রাসূলগণের প্রধান কত জন?

- পাঁচ জন। যেমনঃ ১. হযরত নুহ (আ); ২. হযরত ইবরাহীম (আ); ৩. হযরত মুসা (আ); ৪. হযরত ঈসা (আ) ৫. সর্বশেষ হযরত মুহাম্মদ (স)।

প্র ঃ খাতনা অবস্থায় কতজন নবীর জন্ম হয়েছে?

- ১৪ জন। যেমন ১. হযরত আদম (আ); ২. হযরত শীষ (আ); ৩. হযরত ইদ্রিস (আ); ৪. হযরত নুহ (আ); ৫. হযরত লুত (আ); ৬. হযরত ইউসুফ (আ); ৭. হযরত মুসা (আ); ৮. হযরত শুয়ায়িব (আ); ৯. হযরত সুলাইমান (আ); ১০. হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ); ১১. হযরত ঈসা (আ); ১২. হযরত সালেহ (আ); ১৩. হযরত হুদ (আ); ১৪. হযরত মুহাম্মদ (স)।[১]

প্র ঃ মুখে হাই আসেনা কাদের?

- নবীদের।

প্র ঃ স্বপ্নদোষ হয় না কাদের?

- নবীদের।

প্র ঃ কোন্ কোন্ ব্যক্তি নিজেও নবী এবং রাসূলুল্লাহরও সাহাবী ছিলেন?

- ১. হযরত ঈসা (আ); কারণ মিরাজের রাত্রিতে রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি স্বশরীরেই উর্ধ্বজগতে জীবিত আছেন। আর অন্যান্য নবীগণ রূহানী সাক্ষাৎ করেছেন।

  ২. হযরত খিজির (আ); কারণ কোন কোন বর্ণনায় তার সাক্ষাৎ রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে প্রমাণিত আছে। (আল ঈসাবা; হায়াতে ঈসা (আ))

প্র ঃ রাসূল (স) মিরাজে কোন্ সাহাবীর কণ্ঠস্বর এবং কোন্ সাহাবীর পায়ের আওয়াজ শুনতে পান?

- যথাক্রমে হযরত আবু বকর ও বিলাল (রা) এর।

প্র ঃ রাসূল (স) এর সবচেয়ে বড় মুজিযা কোনটি?

- আল কুরআন।

প্র ঃ কখনো কখনো একজন সাহাবীর আকৃতি নিয়ে জিবরাইল (আ) অহী নিয়ে আসতেন, সে সাহাবীর নাম কী?

- দাহিয়াতুল কালবি (রা)।

প্র ঃ 'যাতুন নিতাকাইন' কার উপাধি?

- হযরত আসমা বিনতে আবু বকর (রা) এর।

---

[১]. হয়াতুল হায়ওয়ান পৃ. ৬৯

www.pathagar.com

প্র ঃ রাসূল (স) কাকে 'কুরআনের ভাষ্যকার' উপাধি দিয়েছেন তাঁর নাম এবং জন্ম ও মৃত্যু তারিখ কত?

- আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) কে, জন্ম হিজরতের তিন বছর পূর্বে ৬২০ খ্রি. আর মৃত্যু ৬৮ হিজরীতে।

প্র ঃ আবু জাহলকে হত্যাকারী কিশোর সাহাবীদ্বয়ের নাম কী?

- হযরত মায়ায্ ও মুআয (রা)।

প্র ঃ জান্নাতুল বাকী কী?

- সাহাবা ও রাসূল (স) এর স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততিদের সমাধিস্থল।

প্র ঃ তিনজন সাহাবী বাংলাদেশে এসেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁদের নাম কী?

- ১. হযরত মামুন (রা);
  ২. হযরত মুহাইমিন (রা);
  ৩. হযরত হাসিদ উদ্দিন (রা)।

প্র ঃ একজন সাহাবীর নাম কী যিনি কবি ছিলেন?

- হযরত কাব বিন যুহাইর (রা)।

প্র ঃ রাসূল (স) এর সর্বকনিষ্ঠ সাহাবীর নাম কী?

- হযরত রাকি (রা)।

প্র ঃ জুন নুরাইন কার উপাধি ছিল?

- হযরত উসমান (রা) এর।

প্র ঃ আসাদুল্লাহ্ কার উপাধি?

- হযরত আলী (রা) এর।

প্র ঃ রূহুল্লাহ্ কার উপাধি?

- হযরত ঈসা (আ) এর।

প্র ঃ সাইফুল্লাহ্ কার উপাধি এবং অর্থ কী?

- খালিদ বিন ওয়ালিদের; অর্থ আল্লাহর তলোয়ার।

প্র ঃ রাহমাতুল্লিল আলামিন কাকে বলা হয়? কেন?

- হযরত মুহাম্মদ (স) কে; কেননা তিনি ছিলেন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে রহমাত স্বরূপ।

প্র ঃ সিরাতুন্নবী শব্দের অর্থ কী?

- নবী চরিত।

প্র ঃ মদীনায় হিজরতের সময় হযরত মুহাম্মদ (স) যে উটে চড়েছিলেন তার নাম কী?

- কাছওয়া।

প্র ঃ রাসূল (স) মদিনায় হিজরতের পর কার মেহমান হন?

- হযরত আবু আইউব আনসারী (রা) এর।

www.pathagar.com

প্র ঃ নবুওয়াত প্রাপ্তির পর হেরা গুহা থেকে ফিরে বিবি খাদিজার (রা) কাছে গেলে তিনি রাসূল (স) কে কী নামে সম্বোধন করেছিলেন?

- আবুল কাসেম বলে।

প্র ঃ কে রাসূল (স) এর সর্বশেষ সাহচর্য প্রাপ্তির দাবিদার?

- আবু তোফায়েল আমেরী।

প্র ঃ ক্রমানুসারে ইসলাম গ্রহণকারীদের মধ্যে হযরত উমর (রা) কততম ব্যক্তি?

- ৫১ তম।

প্র ঃ মহানবীর সময়ে ইসলামের প্রথম রক্তপাতের ঘটনার সূত্রপাত করেন কে?

- হারিস (রা)।

প্র ঃ ব্যবসায় সাহায্যের জন্য হযরত খাদিজা (রা) কাকে মহানবীর সাথে দিয়েছিলেন?

- মাইসারা কে।

প্র ঃ হিজরতকালীন সাওর পর্বতের গুহায় অবস্থানকালে কে তাদেরকে খাদ্য সরবরাহ করতেন?

- হযরত আসমা (রা)।

প্র ঃ রাসূল (সা) মক্কার বাইরে প্রথমে কোন দেশ সফর করেন?

- তায়েফ।

প্র ঃ হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (স) মক্কার বাইরে প্রথমে কোন্ দেশে সফর করেন?

- সিরিয়া।

প্র ঃ মিরাজের সময় জিবরাইল (আ) মুহাম্মদ (সা) কে নিয়ে প্রথম আকাশের একটি দরজায় গিয়ে থামেন, সেই দরজার নাম কী এবং সেখানে কর্তব্যরত ফিরিশ্‌তার নাম কী?

- দরজার নাম পাহারাদারের দরজা ও ফিরিশ্‌তার নাম ইসমাইল।

প্র ঃ যাঁদের পিতা ছিলনা এমন দুইজন নবীর নাম কী?

- হযরত আদম (আ) ও হযরত ঈসা (আ)।

-

পরিচ্ছেদ-২

নবী ও রাসূলের পার্থক্য

নবী

১. নবী শব্দের শাব্দিক অর্থ সংবাদ বাহক।

২. যে মহাপুরুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে মানুষকে সুপথ দেখানোর জন্য নতুন কোন আসমানী কিতাব প্রাপ্ত হন না বরং পূর্ববর্তী কোন রাসূলের প্রাপ্ত কিতাব অনুযায়ী তাঁর শরীআতের দিকে লোকদের আহ্বান করেন, তাকে নবী বলে।

৩. নবী শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক নবী-রাসূল উভয়ের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

৪. নবীগণ রাসূল নন।
৫. নবীগণ সাধারণ।
৬. নবীগণ আসমানী কিতাব পাননি।
৭. নবীগণ পূর্ববর্তী রাসূলের কিতাবানুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন।
৮. নবীগণ পূর্ববর্তী রাসূলের শরীআতের প্রচার করেন।
৯. নবীদের প্রচার ক্ষেত্র ছিল সীমিত ও গভীর মধ্যে।
১০. নবীগণ আংশিক জীবন-বিধান পেতেন।

রাসূল

১. রাসূল শব্দের শাব্দিক অর্থ প্রেরিত দূত।
২. যে মহাপুরুষ আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁর বান্দাদেরকে পথ দেখানোর জন্য কোন নতুন আসমানী কিতাব প্রাপ্ত হন এবং নতুন শরীআত প্রবর্তন করেন, তাঁকে রাসূল বলে।
৩. রাসূল শব্দটি নির্দিষ্ট অর্থজ্ঞাপক, শুধু নবীর ক্ষেত্রে রাসূল বলা হয় না।
৪. প্রত্যেক রাসূল নবীও বটে।
৫. রাসূলগণ বিশেষ মর্যাদার অধিকারী।
৬. রাসূলগণ আসমানী কিতাব পেয়েছেন।
৭. রাসূলগণ নিজের উপর অবতীর্ণ কিতাবানুযায়ী দায়িত্ব পালন করেন।
৮. রাসূলগণ প্রাপ্ত শরীআত প্রচার করেন।
৯. রাসূলগণের প্রচারক্ষেত্র ছিল ব্যাপক ও বিস্তৃত।
১০. রাসূলগণ পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান পেতেন।

পরিচ্ছেদ-৩

প্রসিদ্ধ নবী-রাসূলদের পরিচিতি

হযরত নুহ (আ)

প্র ঃ হযরত নুহ (আ) কত বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন?

- তার সঠিক কোন তথ্য কোন আসমানি গ্রন্থে উল্লেখ নেই। ঐতিহাসিক এবং পণ্ডিতগণও এ বিষয়ে কোন স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। তবে সে যে হাজার হাজার বছর আগের কথা তাতে কোন সন্দেহ নেই। পাঁচ হাজার বছর আগের ব্যাবিলনিয়ান সুমেরিয়ান সাহিত্যে হযরত নুহ (আ) এর সময়কার সেই ভয়ংকর প্লাবনের কথা উল্লেখ আছে।

www.pathagar.com

প্র ঃ তাঁর কি আর কোন নাম দেওয়া হয়?

- হ্যাঁ; তাঁকে দ্বিতীয় আদম বলা হয়।

প্র ঃ তিনি কি নবুয়াত পেয়েছিলেন?

- হ্যাঁ।

প্র ঃ তখন তার বয়স কত?

- ৪০ বছর।

প্র ঃ তিনি কি বিবাহিত ছিলেন?

- হ্যাঁ।

প্র ঃ তাঁর কয় জন পুত্র-কন্যা ছিল?

- চারজন পুত্র ছিল, কন্যার কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না।

প্র ঃ চার পুত্রের নাম কী কী?

- হাম, সাম, ইয়াফিস ও কিনান।

প্র ঃ সেমিটিক জাতি নুহ (আ) এর কোন পুত্রের বংশধারার নাম?

- সাম ।

প্র ঃ হযরত নুহ (আ) এর সময়কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী?

- বিশ্বব্যাপী প্রলয়ংকর প্লাবন।

প্র ঃ কতদিনের অবিশ্রান্ত ধারায় বৃষ্টির ফলে এই প্লাবন হয়?

- ৪০ দিন ৪০ রাত্রি।

প্র ঃ কেন এই মহাপ্লাবন হয়েছিল?

- সে সময় মানুষের এত অধঃপতন হয়েছিল যে, পৃথিবী বিভিন্নরকম পাপে ডুবে গিয়েছিল। তাই আল্লাহ তাআলা এই মহাধ্বংসাত্মক প্লাবন সৃষ্টি করেছিলেন। প্লাবনে ধ্বংসের পর আল্লাহ তাআলা সকল জীবনের ধারা আবার নতুন করে সৃষ্টি করেছিলেন।

প্র ঃ সেই মহাপ্লাবন থেকে হযরত নুহ (আ) রক্ষা পেয়েছিলেন কিভাবে?

- আল্লাহ তাঁকে আগেই জানিয়ে দিয়েছিলেন এই পাপমগ্ন পৃথিবী তিনি প্লাবনে ধ্বংস করে দেবেন এবং তাঁকে আদেশ দিয়েছিলেন বড় একটা জাহাজ নির্মাণ করে পরিবার পরিজনসহ তাতে আশ্রয় নিতে আর সেই জাহাজে প্রত্যেক জীবজন্তুর একজোড়া করে তুলে নিতে, যাতে ধ্বংসের পর বিচিত্র জীবনের ধারা অক্ষুণ্ন থাকে।

www.pathagar.com

প্র ঃ সেই জাহাজ কত বড় ছিল?

- জাহাজটির দৈর্ঘ্য ছিল ৩০০ হাত, প্রস্থ ছিল ৫০ হাত, আর উচ্চতা ছিল ২০ হাত।

প্র ঃ সেই মহাপ্লাবনে হযরত নুহ (আ) এর পরিবার পরিজনের সকলেই কি বেঁচে গিয়েছিলেন?

- না; তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র কিনান অবাধ্য ছিল। তাই তারা দুইজন সেই প্লাবনে ডুবে মারা গিয়েছিল।

প্র ঃ প্লাবনের পানি কত উঁচুতে উঠেছিল?

- সবচেয়ে উঁচু পাহাড়ের মাথাও ছাড়িয়ে গিয়েছিল।

প্র ঃ বন্যায় ভাসতে ভাসতে হযরত নুহ (আ) এর জাহাজ কোথায় গিয়ে থামে?

- ইরাকের উত্তর সীমান্তে টার্কির কাছাকাছি জুদি পর্বতের কাছে।

প্র ঃ কোন অঞ্চলে তিনি ইসলাম প্রচার করতেন?

- বর্তমান ইরাকে।

প্র ঃ তিনি কত বছর বেঁচে ছিলেন?

- ১০৫০ বছর।

প্র ঃ হযরত নুহ (আ) এর পর কোন নবীর আবির্ভাব হয়েছিল?

- হযরত হূদ (আ) এর।

হযরত হুদ (আ)

প্র ঃ কোন জাতিকে আলোর পথ দেখাতে আল্লাহ্ তাআলা হযরত হুদ (আ) কে প্রেরণ করেছিলেন?

- আদ জাতিকে।

প্র ঃ কুরআনে হুদ (আ) এর নাম কতবার উল্লেখ আছে?

- ৭ বার।

প্র ঃ আদ জাতি কোন দেশে বসবাস করত?

- ইয়ামানের কাছাকাছি অঞ্চলে।

প্র ঃ আদ জাতির লোকেরা কেমন ছিল?

- অত্যন্ত গর্বিত, ঔদ্ধত আর পাপীষ্ঠ ছিল। তারা এত গর্বিত আর পাপীষ্ঠ ছিল যে, তাদেরই একজন নিজেকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ বলে দাবি করে এবং একটা নকল জান্নাত পর্যন্ত সৃষ্টি করে।

প্র ঃ নকল জান্নাত কে তৈরি করেন?

- শাদ্‌দাদ। সেজন্যই তার উপর আল্লাহর গযব নেমে আসে এবং অভিশপ্ত

www.pathagar.com

শাদ্‌দাদ ধ্বংস হয়ে যায়। মহা অহংকারের সঙ্গে আল্লাহ সেজে যখন সে তার তৈরি নকল জান্নাতে প্রবেশ করতে যায় তখনই তার মৃত্যু হয়।

প্র ঃ হযরত হুদ (আ) এর প্রতি আদ জাতির কেউ কী ঈমান এনেছিল?

- অল্প কয়েকজন। সারা দেশ তাঁর আহ্বানকে উপেক্ষা করে পাপে ডুবে ছিল। আর এই আদ জাতির উপর আল্লাহ তাআলার গযব নেমে এসেছিল। তিনি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

প্র ঃ আল্লাহ কিভাবে তাদেরকে ধ্বংস করেন?

- প্রথমে সারা দেশে হয়েছিল অনাবৃষ্টি। তারপর আটদিন সাতরাত ধরে প্রচন্ড বেগে ঝড়-তুফান হয়। তাতেই তাদের পাহাড়ের মত মজবুত পাথরের ঘরবাড়ি- যা তারা ভাবত কখনো ধ্বংস হবে না, সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। প্রত্নতত্ত্ববিদরা আজ তাদের ধ্বংস চিহ্ন বালি খুঁড়ে বের করছেন।

প্র ঃ শুধু হুদ (আ) রক্ষা পেয়েছিলেন?

- হ্যাঁ।

প্র ঃ সেই ধ্বংস হয়ে যাওয়া দেশে তিনি কি একাই থাকতেন?

- না; আদ জাতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর তিনি কাছাকাছি হাযরা মাউত অঞ্চলের কোন এক শহরে চলে যান।

প্র ঃ তিনি কতদিন জীবিত ছিলেন?

- জানা যায় না; তবে সেই শহরেই তাঁর মৃত্যু হয় এটুকু জানা আছে।

হযরত ইদ্রিস (আ)

প্র ঃ কুরআন শরীফের কোন কোন সূরায় হযরত ইদ্রিস (আ) এর নাম উল্লেখ করা হয়েছে?

- সূরা মারইয়ামে– ১ বার, সূরা আম্বিয়ায়– ১ বার।

প্র ঃ আল্লাহ তাআলা হযরত ইদ্রিস (আ) কে তাঁর বিশেষ কোন্ অনুগ্রহের কথা বলেছিলেন?

- আল্লাহ তাআলা তাঁকে বলেছিলেন, সারা বিশ্বের মানুষ প্রতিদিন যত পূণ্য অর্জন করবে, আমি তোমায় একাকেই তার সমপরিমাণ পূণ্য দান করব।

প্র ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁকে কোন্ দেশে প্রেরণ করেছিলেন?

- মিসরের কাছের কোন দেশে।

প্র ঃ তাঁর বিশেষ কী কী গুণ ছিল?

- তিনি তখনকার সময়ের অনেক ভাষা জানতেন। বাহাত্তরটির কম নয়। আর কম করে দু'শোটি নগর পত্তন করেছিলেন। সর্বপ্রথম জ্যোতির্বিদ্যার প্রবর্তন তিনিই করেন। নবীদের মধ্যে তাঁর কাছেই সর্বপ্রথম ঔষধ সম্পর্কে ওহি নাযিল হয়।

www.pathagar.com

প্র ঃ তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি কী?

- জ্ঞান হচ্ছে আত্মার খাদ্য।

প্র ঃ আর কী কী মহৎ কাজ তাঁকে চিরমহিমান্বিত করে রেখেছে?

- মানুষকে তিনিই প্রথম অক্ষর জ্ঞান দান করেছিলেন। সভ্যতা, নাগরিকতা এবং বলতে গেলে রাজনীতিও প্রথম শুরু তাঁর হাতেই।

প্র ঃ তিনি কত বছর জীবিত ছিলেন?

- ৮২ বছর।

প্র ঃ ফিরিশ্‌তা আযরাইল কোথায় তাঁর রূহ কব্‌য করেছিলেন?

- চতুর্থ আকাশে।

হযরত সালেহ (আ)

প্র ঃ হযরত সালেহ (আ) কত বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন?

- জানা যায়নি। তবে তিনি হযরত হূদ (আ) এর কিছু পরে এসেছিলেন।

প্র ঃ কোন জাতির মধ্যে আল্লাহ তাআলা তাঁকে প্রেরণ করেছিলেন?

- সামুদ জাতি। কুরআন শরীফে সামুদের কথা উল্লেখ আছে।

প্র ঃ এদের দেশ কোথায় ছিল?

- সে যুগে মক্কা থেকে সিরিয়া যাবার পথে একটি বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ত।

প্র ঃ সে যুগের কোন অভিশপ্ত জাতির সঙ্গে সামুদ জাতি বংশসূত্রে জড়িত ছিল?

- আদ জাতির। তাই সামুদকে দ্বিতীয় আদও বলা হয়।

প্র ঃ কুরআন শরীফে নাকাতুল্লাহ বা আল্লাহর উষ্ট্রীর কথা বলা হয়েছে, সেটি কোনটি?

- সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আ) কে আল্লাহর নবী হিসেবে বিশ্বাস করত না। শেষে তারা বলল, আপনি নবীত্বের নিদর্শন হিসেবে পাহাড়ের পাথর থেকে একটি উট বের করে আনুন, তাহলে আপনাকে আমরা নবী বলে মেনে নেব। হযরত সালেহ (আ) আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন। আল্লাহ তাঁর দোয়া কবুল করলেন। আল্লাহর অনুগ্রহে তিনি পাহাড় থেকে একটা উট বের করলেন। সেই অলৌকিক উটকে বলা হয়েছে নাকাতুল্লাহ বা আল্লাহর উষ্ট্রী।

প্র ঃ হযরত সালেহ (আ) আল্লাহর সেই উষ্ট্রীর সম্পর্কে সামুদদের কী নির্দেশ দিয়েছিলেন?

- যেন তারা তাকে হত্যা না করে। কারণ সেটি স্বয়ং আল্লাহর উষ্ট্রী।

প্র ঃ তারা কি তাঁর কথা শুনেছিল?

- না; তাঁরা উটটিকে হত্যা করেছিল। কারণ তাদের বেশির ভাগই ছিল অবিশ্বাসী ও পাপী।

www.pathagar.com

প্র ঃ সে পাপের শাস্তি কি তাদের পেতে হয়েছিল?

- হ্যাঁ; সেই অভিশপ্ত পাপিষ্ঠ জাতির উপরেও আদ জাতির মতই আল্লাহ তাআলার গযব নেমে এসেছিল। তিনদিনের মধ্যে তাদের সবকিছু ধ্বংস হয়ে গিয়ে তাদের মৃত্যু হয়েছিল। সেই প্রচন্ড ধ্বংসলীলার ভিতর থেকে শুধু বেঁচে গিয়েছিলেন হযরত সালেহ (আ) এবং কয়েকজন পুণ্যবান ব্যক্তি।

হযরত ইবরাহীম (আ)

প্র ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) কোন্ দেশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন?

- সে কালের ব্যাবিলনিয়া-সুমেরিয়ায়, বর্তমান ইরাক। সুমেরিয়ায় উর-নগরে তাঁর জন্ম হয়।

প্র ঃ কুরআন শরীফে তাঁর নাম কতটি সূরা ও আয়াতে এসেছে?

- ২৫টি সূরায়, ৬৩টি আয়াতে।

প্র ঃ তাঁর পিতার নাম কী?

- আযর, সে পেশায় কুমার ছিল দেব-দেবীর মূর্তি তৈরি করে বিক্রয় করত।

প্র ঃ তাঁর মায়ের নাম কী?

- আদনা।

প্র ঃ তারা কি মূর্তিপূজক ছিল?

- শুধু তারা কেন, তাদের সমগ্র জাতিই বিভিন্ন দেব-দেবীর ও নক্ষত্রের পূজা করত।

প্র ঃ তখন ব্যাবিলনিয়ার সিংহাসনে কোন সম্রাট ছিল?

- নমরূদ।

প্র ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) কে কী আর কিছু বলা হয়?

- আবুল আম্বিয়া বা নবীদের পিতা বলা হয়। তাঁকে খলিলুল্লাহও বলা হয়।

প্র ঃ খলিলুল্লাহর অর্থ কী?

- আল্লাহর বন্ধু।

প্র ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) কি নমরূদকে আল্লাহ বলে মেনে নিয়েছিলেন?

- না; তিনি তাঁর মাতা-পিতা এবং জাতির মত মূর্তিপূজা করতেন না। তিনি সর্বশক্তিমান এক আল্লাহর উপাসনা করতেন এবং আল্লাহর মনোনীত ইসলাম ধর্ম প্রচার করতেন। নমরূদ তাই তাঁকে জ্বলন্ত আগুনে ফেলে পুড়িয়ে মারতে চেয়েছিল।

প্র ঃ নমরূদ হযরত ইবরাহীম (আ) কে জ্বলন্ত আগুনে ফেলার পর কী ঘটেছিল?

- আগুনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর কুদরাতে সে আগুন ফুলবাগানে পরিণত হয়েছিল।

www.pathagar.com

প্র ঃ শয়তান নমরূদের মৃত্যু কিভাবে হয়েছিল?

- অহঙ্কারে মত্ত হয়ে মহা আস্ফালনে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আল্লাহর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে তুচ্ছ একটি মশার কামড়ে তার মৃত্যু হয়।

প্র ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) কি বিবাহিত ছিলেন?

- হ্যাঁ; তাঁর দুই স্ত্রী ছিলেন।

প্র ঃ স্ত্রীদের নাম কী কী?

- সারা এবং হাজেরা (আ)।

প্র ঃ তাঁর পুত্রদের নাম কী কী?

- ইসমাইল, ইসহাক আর মিদয়ান।

প্র ঃ নমরূদের আগুন থেকে বেঁচে তিনি কি ব্যাবিলনিয়াতেই থেকে গিয়েছিলেন?

- না; স্ত্রী সারা এবং ভ্রাতুষ্পুত্র লুত (আ) কে সাথে নিয়ে ব্যাবিলনিয়া ত্যাগ করে ইউফ্রেটিস নদীর পশ্চিম দিকে কোথাও চলে গিয়েছিলেন। তারপর কোন প্রয়োজনে মিসরে গিয়েছিলেন এবং মিসরের অত্যাচারী ফেরাউনের প্রসাদে অবস্থান করেছিলেন।

প্র ঃ কোন কারণে ফেরাউনের কাছে কি তিনি কারো পরিচয় গোপন করতে বাধ্য হয়েছিলেন?

- হ্যাঁ; স্ত্রীর পরিচয়।

প্র ঃ কী পরিচয় দিয়েছিলেন?

- স্ত্রীকে নিজের বোন হিসেবে পরিচয় দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

প্র ঃ এতে কি কোন দোষ হয়নি?

- না; স্ত্রীকে দ্বীনী বোনও বলা চলে। তাছাড়া এমনিতেও আত্মীয়তার দিক থেকে তাঁরা অনেক দূর সম্পর্কের ভাই-বোন ছিলেন।

প্র ঃ মা হাজেরা কে ছিলেন?

- মিসরের সেই অত্যাচারী ফেরাউনের কন্যা। হযরত ইবরাহীম (আ) এবং সারা নিঃসন্তান ছিলেন। তাই ফেরাউন তার কন্যাকে তাঁকে উপহার দিয়েছিল। রাজকন্যা হাজেরাকে পরে তিনি বিবাহ করেছিলেন।

প্র ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) কত বছর পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন?

- ৮৬ বছর বয়স পর্যন্ত।

প্র ঃ প্রথম পুত্র হযরত ইসমাইল (আ) তাঁর কত বছর বয়সে জন্মগ্রহণ করেন?

- ৮৬ বছর বয়সে।

প্র ঃ ইসমাইল (আ) এর মা কে?

- হাজেরা (আ)।

www.pathagar.com

প্র ঃ দ্বিতীয় পুত্র ইসহাক (আ) এর যখন জন্ম হয় তখন হযরত ইবরাহীম (আ) এর বয়স কত?

- ১০০ বছর।

প্র ঃ ইসহাক (আ) এর মা কে?

- প্রথম স্ত্রী সারা।

প্র ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) মা হাজেরা আর শিশু ইসমাইলকে কেন মরুভূমিতে নির্বাসিত করে এসেছিলেন?

- সারা মা হাজেরার প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েন। তাঁর উপর নানারকম জ্বালাতন শুরু করেন। তাই শেষ পর্যন্ত আল্লাহর আদেশে হযরত ইবরাহীম (আ) মা হাজেরা আর শিশু ইসমাইলকে মরুভূমিতে নির্বাসিত করে আসেন।

প্র ঃ কোন্ জনমানবহীন মরুভূমিতে?

- মক্কায়; সে যুগে জায়গাটার নাম ছিল বাক্কা।

প্র ঃ হাজেরা (আ) এর কোনো পবিত্র স্মৃতি কি আজও আমরা স্মরণ এবং অনুসরণ করি, যেটা ধর্মের একটা পবিত্র অঙ্গ?

- হ্যাঁ; সেই জ্বলন্ত মরুভূমিতে কোথাও পানি ছিল না। শিশু ইসমাইল পানির অভাবে মারা যাচ্ছিলেন। সেই সময় নিরুপায় মা হাজেরা শিশুকে বালুতে শুইয়ে রেখে পানির জন্য আকুল হয়ে আল্লাহর কাছে বুক ফাটা প্রার্থনা নিয়ে নিকটবর্তী সাফা এবং মারওয়া পর্বতের মাঝে পাগলের মত সাতবার দৌড়াদৌড়ি করেছিলেন। এই হৃদয়বিদারক করুণ ঘটনাকে স্মরণ করেই হাজীগণ হজ্জের সময় সাফা মারওয়ায় সায়ী করেন বা সাতবার দৌড়ান।

প্র ঃ শিশু ইসমাইলের পায়ের ছোঁয়ায় কোন অলৌকিক কাণ্ড ঘটে?

- যমযম কূপের সৃষ্টি হয়। মা হাজেরা পানির জন্যে পাগলের মত সাফা মারওয়ায় ছুটাছুটি করতে করতে এক সময় নিরাশ হয়ে ফিরে এসে অবাক হয়ে দেখেন শিশু ইসমাইলের পায়ের আঘাতে মরুভূমি ফেটে পানির নহর বইছে।

প্র ঃ কে কাবা ঘর পুন:নির্মাণ করেন?

- পুত্র ইসমাইলকে সাথে নিয়ে হযরত ইবরাহীম (আ)। হযরত নুহ (আ) এর প্লাবনের সময় এবং আরও নানান প্রাকৃতিক কারণে হযরত আদম (আ) প্রতিষ্ঠিত কাবা ঘর প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাই আল্লাহর আদেশে হযরত ইবরাহীম (আ) পুত্র ইসমাইল (আ) কে সঙ্গে নিয়ে কাবা ঘর পুন:নির্মাণ করেন। তারপর আল্লাহর আদেশেই তিনি মানুষকে আল্লাহর পবিত্র ঘরে অর্থাৎ কাবাঘরে আসার জন্য আহ্বান জানান। সেই থেকেই হজ্জের শুরু।

প্র ঃ কাবা যখন তিনি নতুন করে তোলেন তখন তাঁর এবং ইসমাইল (আ) এর বয়স কত?

- হযরত ইসমাইল (আ) এর ২০ এবং হযরত ইবরাহীম (আ) এর ১০৬ বছর।

www.pathagar.com

প্র ঃ কাবা শরীফে হযরত ইবরাহীম (আ) এর কোন স্মৃতিচিহ্ন আছে কি?

- আছে; যে পাথরের উপর দাঁড়িয়ে তিনি কাবা শরীফ নির্মাণ কাজ করতেন সেই পাথরে তাঁর পবিত্র পায়ের ছাপ পড়ে গিয়েছিল। তাঁর পবিত্র পায়ের ছাপ পড়া পাথরটি আজও আছে। কাবা শরীফের সেই স্থানটির নাম মাকামে ইবরাহীম।

প্র ঃ পুত্র ইসমাইল (আ) এবং ইসহাক (আ) এর ভিতর কাকে তিনি আল্লাহর আদেশে পেয়ে কোরবানি দিতে গিয়েছিলেন?

- ইসমাইল (আ) কে। তাঁর এই পুত্র কোরবানি দিতে যাওয়াকে অনুসরণ করেই হজ্জের সময় কোরবানি প্রথা পালিত হয়।

প্র ঃ কোথায় তাঁকে কোরবানি দিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল?

- মক্কার নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে।

প্র ঃ তাওহীদে বিশ্বাসী মানুষকে হযরত ইবরাহীম (আ) কী নামে অভিহিত করেছিলেন?

- মুসলিম।

প্র ঃ কত বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়?

- ১৭৫ বছর বয়সে।

প্র ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) কে সমাহিত করা হয় কোন পর্বতে?

- খালিলিয়া পর্বতে; এই পর্বত জেরুজালেমের কাছে খালিলিয়া শহরে।

প্র ঃ মা হাজেরা (আ) এর কবর কোথায় অবস্থিত?

- কাবা শরীফ চত্বরে।

প্র ঃ সারার মাযার কোথায় অবস্থিত?

- জেরুজালেমে হযরত সুলাইমান (আ) নির্মিত বায়তুল মুকাদ্দাসে।

হযরত ইসমাইল (আ)

প্র ঃ আল্লাহ-প্রেমের পরীক্ষা হিসেবে হযরত ইবরাহীম (আ) যখন পুত্র ইসমাইল (আ) কে কোরবানি দিতে গিয়েছিলেন তখন বালক ইসমাইল (আ) এর বয়স কত ছিল?

- নয় বছর; মতান্তরে তের বছর।

প্র ঃ তাঁকে কোরবানি করতে এবং তিনিও স্বেচ্ছায় কোরবানি হতে গিয়েছিলেন বলে তাঁকে আর একটি কী নামে অভিহিত করা হয়?

- যবিহুল্লাহ; এর অর্থ আল্লাহর নামে উৎসর্গীত।

প্র ঃ তিনি কত বছর জীবিত ছিলেন?

- ১৩০ বছর।

www.pathagar.com

প্র ঃ কোথায় তাঁর মৃত্যু হয়?

- প্যালেস্টাইনে; সুতরাং তাঁর কবরও প্যালেস্টাইনে আছে।

প্র ঃ ইসমাইল (আ) কোন বংশে বিবাহ করেছিলেন?

- মক্কার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের জুরহুম বংশে। এই বংশের মুযাম ইবনু আমর জুরহুমী একজন অতি মর্যাদাবান লোক ছিলেন। হযরত ইসমাইল (আ) তাঁর কন্যাকেই বিবাহ করেছিলেন।

প্র ঃ তাঁর পুত্র-সন্তানের সংখ্যা কত?

- ১২ জন।

প্র ঃ তাঁর পুত্রদের নাম কী?

- নাবেত, কাইযার, আযরাল, মীশ, মাসমা, মাশী, দাম, আযর, তীম, ইয়াতুর, নাবাশ এবং কাইয়ুম।

প্র ঃ ইসমাইল (আ) এর বংশধর কারা?

- তাঁর বংশধররা আরবে মুস্তায়রাযা নামে অভিহিত। অধিকাংশ আরববাসীই হযরত ইসমাইল (আ) এর পুত্র কাইযার ইবনু ইসমাইলের বংশধর। অর্থাৎ হযরত ইসমাইল (আ) এর বংশধর। রাসূলুল্লাহর (স) ইসমাইল বংশেরই অধঃস্তন বংশধর।

প্র ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) এর পবিত্র কাবা ঘরের মুতাওয়াল্লী কে ছিলেন?

- তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র নাবেত।

প্র ঃ তাঁর মৃত্যুর পর কে ছিলেন?

- তাঁর মৃত্যুর পর নাবেতের মাতামহ এই পদ লাভ করেছিলেন। এভাবেই কাবা ঘরের কর্তৃত্বভার ইসমাইলী বংশের হাত থেকে অন্য বংশের হাতে অনেক দিনের জন্য চলে গিয়েছিল। পরবর্তীকালে কুসাই ইবনু কেলাব নামে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি আবার ইসমাইলী বংশের হাতে কাবার কর্তৃত্বভার ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

হযরত লুত (আ)

প্র ঃ হযরত লুত (আ) এর সঙ্গে হযরত ইবরাহীম (আ) এর সম্পর্ক কী?

- তিনি হযরত ইবরাহীম (আ) এর ভ্রাতুষ্পুত্র ছিলেন।

প্র ঃ কুরআন শরীফে তাঁর নাম আছে কি?

- হ্যাঁ; কুরআন শরীফে ২৭ বার তাঁর নাম এসেছে।

প্র ঃ তিনি কার কাছে মানুষ হয়েছিলেন?

- হযরত ইবরাহীম (আ) এর কাছে। সেই পৌত্তলিকতার যুগে ছোট থেকেই

www.pathagar.com

তিনি হযরত ইবরাহীম (আ) এর কাছ থেকে এক আল্লাহর উপাসনার আলো পেয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি আল্লাহর নির্বাচিত নবীও ছিলেন।

প্র ঃ কোন্ জাতির মধ্যে তিনি ইসলাম প্রচার করতেন?

- পাপিষ্ঠ সামুদ জাতির মধ্যে।

প্র ঃ সামুদ জাতি পাপিষ্ঠ কেন?

- এমন কোন পাপ ছিল না যা তারা করত না এবং তাদের সবচেয়ে বড় পাপ ছিল তারা এক আল্লাহ্তে বিশ্বাস করত না এবং তারা সমকামী ছিল।

প্র ঃ এই অভিশপ্ত জাতিকে আল্লাহ্ কী করেছিলেন?

- পাপের শাস্তি হিসেবে আল্লাহ্ তাদের ধ্বংস করে দিয়েছিলেন।

প্র ঃ কিভাবে গযব নেমে আসে?

- তাদের গোটা দেশ উল্টে ফেলে সাগরে পরিণত করে দেওয়া হয়েছিল।

প্র ঃ সেই সাগরের নাম কী?

- মৃত সাগর (Dead Sea) বা লুত সাগর।

প্র ঃ কোথায় সেই সাগর?

- জেরুজালেম এবং জর্ডান নদীর মধ্যভাগে। সম্ভবত এই সেই অঞ্চল, বাইবেলে যাকে সডোম-গমোরাহ বলা হয়েছে।

প্র ঃ এই ধ্বংসকাণ্ড থেকে হযরত লুত-পরিবারের সকলে কি রক্ষা পেয়েছিলেন?

- না; তাঁর স্ত্রী রক্ষা পায়নি। কারণ সে অবাধ্য এবং অবিশ্বাসী ছিল।

প্র ঃ হযরত লুত (আ) কি ফিরিশ্তাদের দেখা পেয়েছিলেন?

- হ্যাঁ ফিরিশ্তারা সুন্দর বালকের ছদ্মবেশে হযরত লুত (আ) এর ঘরে অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন।

প্র ঃ হযরত লুত (আ) কত বছর জীবিত ছিলেন?

- জানা যায়নি।

হযরত ইসহাক (আ)

প্র ঃ হযরত ইসহাক (আ) এর কথা কুরআন শরীফে কতবার এসেছে?

- ১৭ বার।

প্র ঃ তাঁর স্ত্রীর নাম কী?

- রাফকা।

www.pathagar.com

প্র ঃ তাঁর ক'জন সন্তান ছিল?

- দুই পুত্র সন্তান ছিল।

প্র ঃ তাদের নাম কী?

- ইসৌ এবং ইয়াকুব (আ), ইয়াকুব (আ) একজন নবী ছিলেন।

প্র ঃ হযরত ইসহাকের বংশধর কারা?

- ইয়াহুদিরা।

হযরত ইয়াকুব ও হযরত ইউসুফ (আ)

প্র ঃ হযরত ইয়াকুবের (আ) আসল নাম কী?

- ইসরাইল (আ); তাঁর নাম অনুসারেই ইয়াহুদিদের ইসরাইল বলা হয়।

প্র ঃ কুরআন শরীফে কতটি স্থানে তাঁর নাম এসেছে?

- ১০ টি।

প্র ঃ ইসরাইল শব্দের অর্থ কী?

- আল্লাহর বান্দা।

প্র ঃ তাঁর পুত্রের সংখ্যা কত ছিল?

- ১২ জন।

প্র ঃ পুত্রদের মধ্যে কেউ কি নবী ছিলেন?

- হ্যাঁ; হযরত ইউসুফ (আ)।

প্র ঃ হযরত ইয়াকুব (আ) কোন্ দেশে ইসলাম প্রচার করতেন?

- কিনান দেশে।

প্র ঃ কুরআন শরীফে একজন ছাড়া আর কোনো নবীর নামে দীর্ঘ সূরা নেই, সেই একজন কে?

- হযরত ইউসুফ (আ)।

প্র ঃ শৈশবে তিনি কী স্বপ্ন দেখেছিলেন?

- চাঁদ, সূর্য এবং এগারটি নক্ষত্র তাঁকে সিজ্‌দা করছে।

প্র ঃ কুরআন শরীফে আহসানুল কাসাস কাকে বলা হয়েছে?

- হযরত ইউসুফের (আ) জীবনের ঘটনাকে। আহসানুল কাসাস মানে- 'সুন্দর কাহিনী'।

প্র ঃ কুরআন শরীফে হযরত ইউসুফের (আ) নাম কতবার এসেছে?

- ২৬ বার।

www.pathagar.com

প্র ঃ ছেলেমানুষ হযরত ইউসুফ (আ) কূপে পড়ে গিয়েছিলেন কেমন করে?

- তাঁর ভাইদের চক্রান্তে। তাঁর পিতা তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসতেন। সেই হিংসায় তাঁরা কূপে ফেলে দিয়ে তাঁকে হত্যা করতে চেয়েছিল। তারপর তারা ঘরে ফিরে গিয়ে পিতা অর্থাৎ হযরত ইয়াকুব (আ) কে মিথ্যা কথা বলেছিল যে, হযরত ইউসুফকে (আ) মাঠ থেকে একটা নেকড়ে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

প্র ঃ কূপ থেকে কি তিনি উদ্ধার পেয়েছিলেন?

- হ্যাঁ; একদল সওদাগর তাঁকে কূপ থেকে তুলে মিসরে নিয়ে যায়। মিসরে গিয়ে ঘটনাচক্রে তিনি ফেরাউনের প্রাসাদে আশ্রয় পান।

প্র ঃ ফেরাউনের প্রাসাদ থেকে তিনি কারাগারে আশ্রয় পান কেমন করে?

- যুলায়খার ষড়যন্ত্রে।

প্র ঃ তিনি কারাগার থেকে শেষ পর্যন্ত মুক্তি পেয়েছিলেন কি?

- হ্যাঁ।

প্র ঃ হযরত ইউসুফের সঙ্গে কি তাঁর অন্ধ পিতার আর মিলন হয়েছিল?

- হ্যাঁ; তিনি মিসর থেকে কিনানে ফিরে এসেছিলেন। তখন পিতাপুত্রে মিলন হয়েছিল।

প্র ঃ তিনিতো অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন, তাহলে হারানো পুত্রের মুখ কী তিনি দেখতে পেয়েছিলেন?

- হ্যাঁ; পেয়েছিলেন।

প্র ঃ হযরত ইয়াকুব (আ) কিভাবে অন্ধচোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিলেন?

- হযরত ইউসুফ (আ) এর জামার পবিত্র ছোঁয়ায় অলৌকিকভাবে তিনি অন্ধচোখের দৃষ্টি ফিরে পেয়েছিলেন।

প্র ঃ হযরত ইউসুফ (আ) কত বছর বেঁচে ছিলেন?

- ১১০ বছর।

প্র ঃ বর্তমানে তাঁর কবর কোথায় আছে?

- প্যালেস্টাইনে।

হযরত শুআইব (আ)

প্র ঃ হযরত শুআইব (আ) কাদের নবী ছিলেন?

- মাদায়েন অঞ্চলে হযরত ইবরাহিমের (আ) তৃতীয় পুত্র মিদয়নের নাম অনুসারে মিদয়ন নামে একটি গোত্রের উদ্ভব হয়। তিনি সেই গোত্রের নবী ছিলেন।

প্র ঃ মাদায়েন কোথায়?

- হেজায সীমান্তে।

www.pathagar.com

প্র ঃ তিনি কোন বংশের লোক?

- মিদয়ন বংশের।

প্র ঃ মিদয়ন কাবিলাও কি পৌত্তলিক ছিল?

- হ্যাঁ; তিনি তাদেও পৌত্তলকতা ত্যাগ করে এক আল্লাহর উপাসনার পথে আসতে আহ্বান জানিয়েছিলেন।

প্র ঃ তারা কি পৌত্তলিকতা ত্যাগ করেছিল?

- না; তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি।

প্র ঃ এই অবাধ্যতার জন্য আল্লাহ কি তাদের শাস্তি থেকে রেহাই দিয়েছিলেন?

- না; আল্লাহর গযবে তারা ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

প্র ঃ আল্লাহ কিভাবে তাদের ধ্বংস করেছিলেন?

- ভূমিকম্প এবং আকাশ থেকে অগ্নিবর্ষণ করে ধ্বংস করেছিলেন।

প্র ঃ হযরত শুআইব (আ) এর একটা বড় গুণ কী ছিল?

- তিনি মস্তবড় বাগ্মী ছিলেন।

প্র ঃ তাঁর মৃত্যু হয়েছিল কোথায়?

- হাযরা মাউতে।

হযরত মুসা (আ)

প্র ঃ হযরত মুসা (আ) এর জন্মস্থান কোথায়?

- মিসরে।

প্র ঃ কত বছর আগে?

- সম্ভবত চার হাজার বছর আগে।

প্র ঃ মিসরে তখন কে রাজত্ব করত?

- ফেরাউন দ্বিতীয় র‍্যামেসিস।

প্র ঃ কুরআন শরীফে হযরত মুসা (আ) এর নাম কতবার এসেছে?

- ১৩৫ বার।

প্র ঃ তাঁর পিতা-মাতার নাম কী?

- পিতার নাম ইমরান, মাতার নাম ইউকাবুদ।

প্র ঃ হযরত মুসা (আ) এর আসমানি গ্রন্থের নাম কী?

- তাওরাত।

প্র ঃ কোন্ বংশে তার জন্ম হয়?

- ইসরাইল বংশে।

প্র ঃ তাঁর জন্মের সময় মিসরে কী ধরনের পরিবেশ বিরাজ করছিল?

- অত্যাচারী ফেরাউন আদেশ জারি করেছিল ইয়াহুদি অর্থাৎ ইসরাইলীদের ঘরে

www.pathagar.com

যেসব শিশু জন্মাচ্ছে এবং জন্মাবে তাদের হত্যা করে ফেলতে হবে। সেই ভয়ঙ্কর পরিবেশের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়।

প্র ঃ ফেরাউন কেন এই আদেশ জারি করেছিলেন?

- জ্যোতিষীরা ভবিষ্যৎবাণী করেছিল শিঘ্রই মিসরের ইসরাইলীদের ঘরে এমন শিশু জন্ম নেবে, বড় হয়ে যিনি ফেরাউনের অত্যাচারের বিরুদ্ধে দেশ জুড়ে দারুণ এক বিদ্রোহ ঘটিয়ে উৎপীড়িত ইয়াহুদিদের মিসর থেকে উদ্ধার করবেন এবং ফেরাউনের পতন ঘটাবেন। তাই ফেরাউন সদ্যজাত ইয়াহুদি শিশুদের হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন।

প্র ঃ শিশু মুসা তাহলে বেঁচে গেলেন কেমন করে?

- জন্মের পরই তাঁর মা গোপনে তাঁকে ছোট্ট একটা নৌকায় করে নীল নদে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ফেরাউনের বোন একটি শিশুকে ভেসে যেতে দেখে গোপনে তাঁকে নদী থেকে প্রাসাদে তুলে এনেছিলেন। আল্লাহর কী অসীম লীলা! যে ইসরাইলী শিশুর ভয়ে ফেরাউন এত ভীত, সে জানতও না যে, সেই শিশু তারই প্রাসাদে তার বোনের হাতে বড় হচ্ছে।

প্র ঃ তাঁর নাম মুসা কে রেখেছিল?

- ফেরাউনের বোন; পানি থেকে তাঁকে তিনি পেয়েছিলেন বলে তিনি তাঁর নাম রেখেছিলেন মুসা। মুসা শব্দের অর্থ পানি থেকে যে এসেছে।

প্র ঃ ফেরাউনের বোন তাঁকে নদী থেকে তুলে নেয়ার সময় কে তাকে দেখতে পেয়েছিল?

- মুসা (আ) এর বোন মারইয়াম। তিনি ছুটে গিয়ে মাকে খবরটা দেন। তাঁর মা ফেরাউনের বোনের কাছে গিয়ে নিজের পরিচয় গোপন রেখে শিশু মুসার ধাত্রীর কাজ নেন। এভাবে তিনি আসলে তাঁর মায়ের কাছেই বড় হতে থাকেন।

প্র ঃ ফেরাউনের প্রাসাদে তিনি কত বছর পর্যন্ত ছিলেন?

- সঠিক বলা যায় না। তবে তিনি বেশ বড় হওয়া পর্যন্ত অর্থাৎ তরুণ যুবক বয়স পর্যন্ত ছিলেন। ফেরাউনের লাইব্রেরিতে পড়াশোনা করে তিনি প্রচুর জ্ঞান অর্জন করেছিলেন।

প্র ঃ ফেরাউনের প্রাসাদ থেকে তারপর তিনি কোথায় গেলেন?

- মিসরের কোথাও নয়, একদিন গোপনে তাঁকে মিসর ছেড়েই চলে যেতে হয়েছিল।

প্র ঃ কোথায় এবং কেন গিয়েছিলেন?

- মাদায়েনে। বড় হয়ে তিনি জানতে পেরেছিলেন প্রাসাদে মানুষ হলেও তিনি

www.pathagar.com

মিসরীয় নন, তিনি আসলে বনি ইসরাইলেরই একজন। আর ওই ধাত্রী আসলে ছিল তাঁর মা। তাঁর চোখে পড়ত সারা মিসর জুড়ে মিসরবাসীদের হাতে বনি ইসরাইল অর্থাৎ ইসরাইলীরা পশুর মত লাঞ্ছিত, উৎপীড়িত। এদেখে তিনি মনে মনে খুবই কষ্ট পেতেন। একদিন তিনি দেখতে পেলেন একজন মিসরবাসী একজন ইয়াহুদির উপর পাশবিক অত্যাচার চালাচ্ছে। এ অন্যায় তাঁর সহ্য হল না। তাঁর শরীরে ছিল দারুণ শক্তি। তিনি সেই মিসরবাসীকে এমন জোরে এক চড় মারলেন যে সেই এক চড়েই তার মৃত্যু হল। একজন মিসরবাসীকে হত্যা করার অপরাধে ফেরাউন তাঁকে হত্যা করার নির্দেশ দিল। তাই তাঁকে গোপনে মিসর ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল।

প্র ঃ তাঁর স্ত্রীর নাম কী?

- সাফূরা।

প্র ঃ তাঁকে কালিমুল্লাহ্ বলা হয় কেন?

- কারণ তিনিই একমাত্র নবী যিনি আল্লাহর সঙ্গে সরাসরি কথা বলেছিলেন।

প্র ঃ কোথায় তিনি আল্লাহর দর্শন পেয়েছিলেন?

- তূর পর্বতে। তূর পর্বতে আল্লাহ তাআলা নূর হয়ে জ্বলে উঠে তাঁকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। অর্থাৎ এই তূর পর্বতেই তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

প্র ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁকে কী আদেশ করেছিলেন?

- মিসরে গিয়ে ফেরাউনের কবল থেকে নির্যাতিত বনি ইসরাইলকে উদ্ধার করে নিয়ে আসতে এবং সেই অহঙ্কারী ও পৌত্তলিক ফেরাউনকে এক আল্লাহর উপাসনার পথে আনতে।

প্র ঃ তিনি কি একাই মিসরে গিয়েছিলেন?

- না; তাঁর কথায় জড়তা ছিল। তাই তাঁর কথা ফেরাউনকে বুঝিয়ে বলার জন্য আল্লাহর অনুমতি নিয়ে তাঁর বড় ভাই হযরত হারুন (আ) কে নিয়ে গিয়েছিলেন।

প্র ঃ আল্লাহর কুদরাতে ফেরাউনের সম্মুখে তাঁর কোন জিনিস সাপে পরিণত হয়েছিল?

- তাঁর আছা বা লাঠি।

প্র ঃ ফেরাউন তাঁর কথা শুনেছিল?

- না; কিছুতেই তার সুমতি হয়নি। সে আলোর পথে আসতে চায়নি। অহঙ্কারে সে এক আল্লাহকেও স্বীকার করেনি, তাঁকেও নবী বলে মেনে নেয়নি। সে নিজেকেই আল্লাহ বলেছিল।

www.pathagar.com

প্র ঃ ফেরাউন ও তার দলবলের উপর আল্লাহর কী কী আযাব এসেছিল?

- দেশ ছেয়ে দুর্ভিক্ষ, তুফান, ফলমূল নষ্ট, পঙ্গপাল, উকুন আর ব্যাঙের উৎপাত এবং রক্তধারা। কিন্তু তবুও ফেরাউনের দর্পচূর্ণ হয়নি। সে আল্লাহ এবং নবীকে অস্বীকার করেছিল।

প্র ঃ হযরত মুসা (আ) কি শেষ পর্যন্ত বনি ইসরাইলকে ফেরাউনের মিসর থেকে উদ্ধার করতে পেরেছিলেন?

- হ্যাঁ; মুসা (আ) চল্লিশ হাজার বনি ইসরাইলকে সঙ্গে নিয়ে লোহিত সাগরের তীরে এসে দাঁড়ালেন। ফেরাউন আর তার দলবল তাঁদের পিছনে তাড়া করে আসছিল। সেই সময় মুসা (আ) তাঁর আছা বা লাঠি সাগরের পানিতে ছোঁয়াতেই আল্লাহর কুদরাতে লোহিত সাগরের পানি দুইপাশে সরে গিয়ে তাঁদের জন্য পথ করে দিল। তিনি তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে সাগরের ওপারে পৌছে গেলেন। ফেরাউনও তার দলবল নিয়ে তাড়া করে সেই পথে নেমে কিছু দূর যেতেই সাগরের পানি আবার এক হয়ে গেল এবং তারা ডুবে মরল।

প্র ঃ বনি ইসরাইলীদের নিয়ে তিনি কোথায় এলেন?

- সিনাই প্রান্তরে; এত কষ্ট করে তাদের তিনি উদ্ধার করে আনলেন, কিন্তু সেখানে নির্বীঘ্নে পৌছে বনি ইসরাইলীরা তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করল। মিসরে থেকে তারা পৌত্তলিক হয়ে গিয়েছিল। সে স্বভাব তারা ছাড়তে পারলনা, ছাড়তে চাইলও না। সামেরী নামে একজনের প্ররোচণায় তারা আবার গরুর মূর্তি বানিয়ে তার পূজা শুরু করে দিল। তখন মুসা (আ) তাদের অভিশাপ করলেন এবং তাদের ত্যাগ করে চলে গেলেন।

প্র ঃ কোথায় গেলেন?

- শেষ পর্যন্ত তিনি কোথায় গেলেন, কোথায় তাঁর মৃত্যু হলো সে সব চির রহস্যাবৃত।

প্র ঃ তাঁর ধর্ম কী ছিল?

- তাঁর ধর্ম ছিল হযরত ইবরাহীম (আ) এর ধর্ম। অর্থাৎ ইসলাম।

প্র ঃ তিনি কি হজ্জ করেছিলেন?

- হ্যাঁ; আজ হাজীরা যে ইহরাম বাঁধেন তা তাঁকে অনুসরণ করেই। তিনি ওই রকম দু'খণ্ড কাপড় পড়ে হজ্জ করেছিলেন।

প্র ঃ তিনি কত বছর জীবিত ছিলেন?

- আনুমানিক ১১০ বছর।

প্র ঃ মুসা (আ) এর পরে বনি ইসরাইলকে পরিচালনা করেছিলেন কে?

- তাঁর ভাই হযরত হারুন (আ) এবং তাঁর বোন মারইয়ামের স্বামী কালেব ইবনু ইউহান্না।

www.pathagar.com

হযরত ইউনুস (আ)

প্র ঃ হযরত ইউনুস (আ) কত বছর বয়সে নবুওয়াত পেয়েছিলেন?

- ২৮ বছর বয়সে।

প্র ঃ কুরআন শরীফে কতটি সূরায় তাঁর কথা পাওয়া যায়?

- ৬টি সূরায়।

প্র ঃ কোন্ দেশে তাঁকে নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়?

- নিনাওয়ায়।

প্র ঃ তাঁর পিতার নাম কী?

- মাত্তা।

প্র ঃ নিনাওয়ায় তাঁকে কেন নবী হিসেবে প্রেরণ করা হয়েছিল?

- নিনাওয়াবাসীরা আকণ্ঠ পাপে ডুবে ছিল। অনাচার, ব্যভিচার, পৌত্তলিকতাই ছিল তাদের জীবনবিধান। তাদের আল্লাহর আলোকিত পথে আনতে তাঁকে নবী হিসেবে সেখানে পাঠানো হয়েছিল কিন্তু তারা অবাধ্যতা করেছিল। তাই তিনি আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলেন তাদের উপর আযাব বর্ষণ করে ধ্বংস করে দিতে।

প্র ঃ আল্লাহ কি তাঁর দোয়া কবুল করেছিলেন?

- হ্যাঁ; আল্লাহ নিনাওয়ার ওপর আকাশ থেকে আগুন বর্ষণ করেছিলেন।

প্র ঃ আল্লাহর আদেশে হযরত ইউনুস (আ) এর জীবনে কোন অলৌকিক কাণ্ড ঘটেছিল?

- একটি মাছ তাঁকে গিলে ফেলেছিল, সেই মাছের পেটে তিনি ৪০ দিন ছিলেন।

প্র ঃ তিনি কিভাবে মাছের পেট থেকে নিষ্কৃতি পান?

- একটি দোয়া পড়ে, সেই দোয়ার নাম দোয়া ইউনুস।

প্র ঃ মাছের পেট থেকে নিষ্কৃতি পাবার পর তাঁর শরীরের অবস্থা কী রকম হয়েছিল?

- সদ্যজাত পবিত্র শিশুর মতো।

www.pathagar.com

হযরত দাউদ (আ)

প্র ঃ হযরত দাউদ (আ) এর উপর কোন্ আসমানি কিতাব নাযিল হয়েছিল?

- যাবুর।

প্র ঃ কোন্ পথভ্রষ্ট জাতিকে আলোকিত করে তোলার জন্য তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন?

- বনি ইসরাইলকে।

প্র ঃ কুরআন শরীফে কি তাঁর নাম উচ্চারিত হয়েছে? কতটি জায়গায়?

- হ্যাঁ; ১৬টি জায়গায়।

প্র ঃ তিনি কোন্ অন্যায়কারীকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাথর মেরে হত্যা করেছিলেন?

- জালুতকে।

প্র ঃ আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে কোন্ অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলেন?

- তাঁর হাতের ছোঁয়ায় কঠিন লোহা মোমের মত নরম হয়ে যেত।

প্র ঃ রাজা হয়েও তিনি হাতের কাজ করে জীবিকা অর্জন করতেন, কী সেই কাজ?

- লোহার বর্ম তৈরি করে বিক্রয় করতেন।

প্র ঃ আর কোন কোন অলৌকিক ক্ষমতা আল্লাহ্ তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন?

- পাখির ভাষা, গাছপালার ভাষা এবং পাহাড়ের ভাষা তিনি বুঝতেন। পাখিরা তাঁর কাছে আসত। তিনি যখন এক আল্লাহর উপাসনা করতেন, পাহাড় গাছপালা, পশুপাখিরাও তাঁর সঙ্গে উপাসনায় যোগ দিত।

প্র ঃ তাঁর সময় দেশের রাজা ছিলেন কে?

- তালুত; তাঁর বীরত্ব দেখে রাজা তালুত তাঁর কন্যার সঙ্গে তাঁর বিবাহ দিয়েছিলেন। তালুতের পর তিনিই দেশের রাজা হন। অর্থাৎ হযরত দাউদ (আ) একই সঙ্গে রাজা ও নবী ছিলেন।

প্র ঃ নবী হিসেবে তিনি কী সফল হয়েছিলেন?

- অভিশপ্ত পথভ্রষ্ট বনি ইসরাইলকে তিনি অনেকখানি আলোকের পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। দেশে তিনি এক আল্লাহর উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

প্র ঃ তাঁর কবর কোথায় অবস্থিত?

- জেরুজালেমে।

প্র ঃ আল্লাহ্ তাঁকে নবীত্ব এবং রাজত্ব ছাড়াও আর কোন্ শ্রেষ্ঠ সম্পদ দান করেছিলেন?

- একটি পুত্ররত্ন; তাঁর নাম হযরত সুলাইমান (আ), তিনিও নবী ছিলেন।

www.pathagar.com

হযরত সুলাইমান (আ)

প্র ঃ হযরত সুলাইমান (আ) কত খ্রিস্টাব্দে জেরুজালেমের রাজা হন?

- ৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে।

প্র ঃ তাঁর রাজত্বের মেয়াদ কত বছর ছিল?

- ৩৭ বছর।

প্র ঃ কুরআন শরীফে কতবার তাঁর নামের উল্লেখ আছে?

- ১৬ বার।

প্র ঃ তিনি কি শুধুই মানুষের রাজা ছিলেন?

- না; তিনি পশুপাখি ইত্যাদিরও রাজা ছিলেন।

প্র ঃ তাঁর আর কী ক্ষমতা ছিল?

- পশুপাখি এবং জ্বিন তাঁর বশীভূত ছিল। বাতাসকে তিনি ইচ্ছামত পরিচালিত করতেন।

প্র ঃ কী হিসেবে তিনি ইতিহাসে সুপ্রসিদ্ধ?

- ন্যায়বিচারক হিসেবে।

প্র ঃ সে যুগের কোন্ পৌত্তলিক রাণী তাঁর উপর ঈমান এনেছিলেন এবং তাঁকে বিবাহ করেছিলেন?

- সাবার রাণী– রাণী বিলকিস। ইয়ামানের কাছে ছিল সাবা দেশ।

প্র ঃ তিনি কী কোন্ আসমানি কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিলেন?

- না; তবে আল্লাহর ওহি পেয়েছিলেন।

প্র ঃ আল্লাহ কী সর্বদাই তাঁর ওপর সন্তুষ্ট ছিলেন?

- না; একবার তিনি সন্তান জন্ম দেওয়ার ব্যাপারে কোন একটি সংকল্পের আগে ইন্‌শাআল্লাহ বলেননি। সেজন্য আল্লাহ অসন্তুষ্ট হয়ে সেবার তাঁর সংকল্প সফল করেননি। আল্লাহ তাঁকে পূর্ণ সন্তান না দিয়ে কেবল একটি ধড়ের জন্ম দিয়েছিলেন।

প্র ঃ কোন একজন নবী পৃথিবীর সমস্ত জীবজন্তুকে নিমন্ত্রণ করে খাইয়েছিলেন, তিনি কে?

- হযরত সুলাইমান (আ)।

প্র ঃ পিপঁড়ে-সর্দার কোন নবীকে দাওয়াত করেছিলেন?

- হযরত সুলাইমান (আ) কে।

প্র ঃ তাঁর জীবনের একটি শ্রেষ্ঠ কীর্তি কী?

- বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণ।

প্র ঃ এই বিশাল এবং আশ্চর্য সুন্দর মসজিদ তিনি কিভাবে গড়ে তোলেন?

- জ্বিনদের সাহায্যে। কিন্তু তিনি নিজে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে পরিদর্শন করতেন। এই পরিদর্শনের সময় লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়ানো

www.pathagar.com

অবস্থাতেই একদিন অকস্মাৎ তাঁর মৃত্যু হয়। কিন্তু কেউ সে কথা বুঝতে পারেনি। জ্বিনরাও না। আগে বুঝতে পারলে বায়তুল মুকাদ্দাস নির্মাণরত জ্বিনরা কাজে ফাঁকি দিত, তাই আল্লাহর কুদরাতে মৃত্যুর পরেও তিনি এক বছর সেই একইভাবে লাঠিতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন। এক বছর পর তাঁর লাঠির ঘূণপোকারা সকলকে জানিয়েছে যে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

প্র ঃ কত খ্রিস্ট পূর্বে তাঁর মৃত্যু হয়?

- ৯৭৪ খ্রিস্ট পূর্বে।

হযরত ঈসা (আ)

প্র ঃ হযরত ঈসা (আ) এর পিতার নাম কী?

- তাঁর পিতা ছিলেন না; আল্লাহর কুদরাতে অলৌকিক উপায়ে তাঁর জন্ম। আল্লাহর লীলা বোঝা যায় না। কুরআন শরীফে আল্লাহ তাআলা বলেছেন, 'তিনি যখন কোন কিছু সৃষ্টি করতে ইচ্ছে করেন হও বললেই তা হয়ে যায়'।

প্র ঃ তাঁর মাতার নাম কী?

- মারইয়াম (আ)

প্র ঃ তিনি কি কুমারী ছিলেন?

- হ্যাঁ।

প্র ঃ হযরত ঈসা (আ) কত বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিলেন?

- দুই হাজার বছর আগে।

প্র ঃ তিনি ঠিক কোন্ নবীর আগে এসেছিলেন?

- পৃথিবীর শেষ নবী হযরত মুহাম্মদ (স) এর আগে।

প্র ঃ যখন তিনি নবুওয়াত প্রাপ্ত হন তখন তাঁর বয়স কত?

- ৩০ বছর; এবং এই ৩০/৩১ বছর বয়সেই তাঁর পৃথিবীর জীবন শেষ হয়ে যায়।

প্র ঃ তাঁর কী কোন উপাধি আছে?

- রূহুল্লাহ বা আল্লাহর রূহ।

প্র ঃ মাতা মারইয়াম (আ) তাঁকে সরাইখানার আস্তাবলে জন্ম দিয়েছিলেন একথা কি ঠিক?

- না; ঠিক না।

প্র ঃ মাতা মারইয়াম (আ) কোথায় তাঁকে জন্ম দিয়েছিলেন?

- তাঁর জন্মের কিছুদিন আগে মাতা মারইয়াম (আ) কিছুদিন জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাসে ছিলেন। তারপর তিনি তাঁকে জেরুজালেমের এক নির্জণ প্রান্তরে এক খেজুর গাছের তলায় জন্ম দেন।

প্র ঃ মাতা এবং পুত্র সেই খেজুর গাছের তলায় কতদিন অবস্থান করেন?

- ৪০ দিন; খেজুর আর ঝর্ণার পানিই ছিল মাতা মারইয়ামের (আ) খাদ্য।

www.pathagar.com

প্র ঃ কাদেরকে আল্লাহ্‌র পথে আনতে তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন?

- বনি ইসরাইলকে।

প্র ঃ তাঁর শিষ্যের সংখ্যা কত ছিল?

- ১২ জন।

প্র ঃ কারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল?

- বনি ইসরাইল তথা ইয়াহুদিরা; তাঁর শিষ্য জুডাস ইসকেরিয়ট বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে রোমানদের হাতে ধরিয়ে দিয়েছিল।

প্র ঃ ইয়াহুদিরা তাঁর উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল কেন? আর রোমানরাই বা তাঁকে হত্যা করতে চাইছিল কেন?

- মিথ্যা এবং অন্যায়ের অন্ধকারে তিনি সত্যের আলো জ্বালাতে চাইছিলেন বলে। মানুষকে ন্যায় এবং সত্যের পথে চলতে বলছিলেন বলে। দেব-দেবীর রাজ্যে এক আল্লাহর উপাসনার কথা বলছিলেন বলে। তখন বেথেলহেম, জেরুজালেম সর্বত্র রোমান শাসন ছিল।

প্র ঃ রোমানরা কী তাঁকে হত্যা করতে পেরেছিল?

- না; তারা তাঁকে হত্যা করার জন্য ক্রুশে চাপিয়েছিল। সেই সময় আল্লাহ তাঁকে আসমানে তুলে নিয়েছিলেন। তাঁর পরিবর্তে আসলে তারা অন্য লোককে ক্রুশবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। কিন্তু তারা তা বুঝতে পারেনি। অর্থাৎ হযরত ঈসার (আ) মৃত্যুই হয়নি।

প্র ঃ কুরআন শরীফে হযরত ঈসা (আ) এর নাম কতবার দেখতে পাওয়া যায়?

- ৩৩ বার।

প্র ঃ আল্লাহ্ তাঁকে কোন অলৌকিক ক্ষমতা দান করেছিলেন?

- তিনি মৃত প্রাণীকে বাঁচিয়ে তুলতে পারতেন। মাটির তৈরি পাখিকে জীবন্তকরে তুলতে পারতেন। তাঁর হাতের ছোঁয়ায় অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পেত, কুষ্ঠরোগী রোগমুক্ত হত। অবশ্য এসবই তাঁর মাধ্যমে আল্লাহর আদেশে হত।

প্র ঃ তাঁর আসমানি গ্রন্থের নাম কী?

- ইনজিল।

প্র ঃ হযরত ঈসা (আ) এখন কোন্ আসমানে আছেন?

- চতুর্থ আসমানে।

প্র ঃ তিনি কি আবার পৃথিবীতে আসবেন?

- হ্যাঁ; কিয়ামতের সময়।

প্র ঃ সেদিন তিনি কার উম্মাত হয়ে আসবেন?

- হযরত মুহাম্মদ (স) এর উম্মাত হয়ে আসবেন।

প্র ঃ সেদিন তিনি কোথায় অবতরণ করবেন?

- জেরুজালেমের বায়তুল মুকাদ্দাসে।

www.pathagar.com

প্র ঃ আল্লাহ তাআলা তাঁর মাতা মারইয়ামকে (আ) কী কী বিশেষ সম্মানে মহিমান্বিতা করেছেন?

- নবীদের মাতাদের মধ্যে একমাত্র মারইয়ামের (আ) নামেই কুরআন শরীফে একটি সূরা আছে। তিনিই একমাত্র মহিয়সী নারী যাঁর কাছে হযরত জিবরাইল (আ) এর মাধ্যমে আল্লাহর ওহি আসত। তাঁর নামের শেষে আলাইহিস সালাম লেখা হয়।

প্র ঃ ইয়াহুদি এবং রোমানদের শত্রুতা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার উদ্দেশে মাতা মারইয়াম শিশু ঈসাকে নিয়ে গোপনে কোন্ দেশে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলেন?

- মিসরে।

প্র ঃ কত বছরের বালক হলে হযরত ঈসাকে নিয়ে মাতা মারইয়াম (আ) আবার বায়তুল মুকাদ্দাসে ফিরে আসেন?

- সম্ভবত ১৩ বছর বয়সে।

প্র ঃ খ্রিস্টান এবং মুসলিমদের ভিতরে হযরত ঈসা (আ) কে নিয়ে কিছু মতপার্থক্য আছে কী?

- হ্যাঁ; খ্রিস্টানরা বলে হযরত ঈসা আল্লাহর পুত্র এবং তিনিই আল্লাহ। ইসলামী বিশ্বাস মতে অন্যান্য নবীদের মতই হযরত ঈসাও আল্লাহর একজন নবী।

পরিচ্ছেদ-৪
অন্যান্য নবীদের পরিচয়

প্র ঃ হযরত আইয়ুব (আ) এর নাম কুরআন শরীফের কয়টি জায়গায় উল্লেখিত হয়েছে এবং কয়টি সূরায় তাঁর কথা পাওয়া যায়?

- দুই জায়গায় তার নাম পাওয়া যায় এবং চারটি সূরায় তাঁর কথা আলোচিত হয়েছে।

প্র ঃ কত বছর তিনি জীবিত ছিলেন?

- ৭৩ বছর।

প্র ঃ হযরত দানিয়েল (আ) কে কী জ্যোর্তিবিজ্ঞানী বলা চলে?

- হ্যাঁ; তিনি চাঁদের পরিক্রমণ পথ এবং রাশিচক্র নির্ণয় করেন।

প্র ঃ হযরত যুলকিফর (আ) এর নাম কুরআন শরীফের কোন সূরায় পাওয়া যায়?

- সূরা আম্বিয়া এবং সূরা সোয়াদে।

প্র ঃ কোন নবী মৃত অবস্থায় থাকার পর পুনরায় বেঁচে উঠেছিলেন?

- হযরত উযায়ের (আ)। একশো বছর মৃত অবস্থায় থাকার পর তিনি আবার বেঁচে উঠেছিলেন। কুরআন শরীফে এক জায়গায় তাঁর নাম উল্লেখিত হয়েছে।

www.pathagar.com

প্র ঃ হযরত যাকারিয়া (আ) কোন্ নবীর বংশধর?

- হযরত সুলাইমান (আ) এর। কুরআন শরীফের চারটি সূরায় তিনি আলোচিত। মাত্র এক জায়গায় তাঁর নাম উল্লেখিত হয়েছে।

প্র ঃ তাঁর স্ত্রীর নাম কী?

- ঈসা বা আল্ ইয়াশা।

প্র ঃ তাঁদের পুত্রের নাম কী?

- ইয়াহইয়া।

প্র ঃ হযরত ইয়াহইয়া (আ) কী কুরআন শরীফে আলোচিত হয়েছেন?

- হ্যাঁ; চারটি সূরায়।

প্র ঃ হযরত খিজির (আ) কোন অলৌকিক কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন?

- তাঁর দোয়ার ফলে হাজার হাজার মৃত মানুষ জীবন লাভ করেছিল।

প্র ঃ হযরত দাউদ (আ) এর আগে কোন নবীর আবির্ভাব হয়েছিল?

- হযরত শামুয়েল (আ) এর।

প্র ঃ কোন্ নবী প্রত্যেক বছর হজ্জ করেন?

- হযরত খিযির (আ)। তবে তিনি নবী ছিলেন কিনা তা নিয়ে মত পার্থক্য আছে।

প্র ঃ নবীদের মধ্যে কে কে অবিবাহিত ছিলেন?

- হযরত ইয়াহইয়া (আ) এবং হযরত ঈসা (আ)।

প্র ঃ কোন্ মহিলা নবী ছিলেন কী?

- বিষয়টি মতানৈক্যপূর্ণ। কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং শাস্ত্রবিদের মতে প্রথম মানবী এবং মানবজাতির প্রথম মাতা হযরত হাওয়া, হযরত ইবরাহীম (আ) এর পত্নীদ্বয় মাতা সারা এবং মাতা হাজেরা, হযরত মুসা (আ) এর জননী ইউকাবুদ, ফিরাউনের স্ত্রী আসিয়া এবং হযরত ঈসা (আ) এর মাতা মারইয়াম (আ) নবী ছিলেন।

পরিচ্ছেদ-৫

কুরআনে আলোচিত নবী-রাসূল

১. সাইয়্যেদিনা আদম (আ);
২. সাইয়্যেদিনা নুহ (আ);
৩. সাইয়্যেদিনা ইদ্রিস (আ);
৪. সাইয়্যেদিনা ইবরাহীম (আ);
৫. সাইয়্যেদিনা ইসমাইল (আ);
৬. সাইয়্যেদিনা ইসহাক (আ);
৭. সাইয়্যেদিনা ইয়াকুব (আ);
৮. সাইয়্যেদিনা ইউসুফ (আ);
৯. সাইয়্যেদিনা লুত (আ);
১০. সাইয়্যেদিনা হুদ (আ);

www.pathagar.com

১১. সাইয়্যেদিনা সালেহ (আ);
১২. সাইয়্যেদিনা শুয়াইব (আ);
১৩. সাইয়্যেদিনা মূসা (আ);
১৪. সাইয়্যেদিনা হারুন (আ);
১৫. সাইয়্যেদিনা দাউদ (আ);
১৬. সাইয়্যেদিনা সুলাইমান (আ);
১৭. সাইয়্যেদিনা আইয়ুব (আ);
১৮. সাইয়্যেদিনা যাকারিয়া (আ);
১৯. সাইয়্যেদিনা ইউনূস (আ);
২০. সাইয়্যেদিনা ইলিয়াস (আ);
২১. সাইয়্যেদিনা আল-ইয়াসা (আ);
২২. সাইয়্যেদিনা ইয়াহইয়া (আ);
২৩. সাইয়্যেদিনা ইল ইয়াসিন (আ);
২৪. সাইয়্যেদিনা ঈসা (আ);
২৫. সাইয়্যেদিনা উযায়ের (আ);
২৬. সাইয়্যেদিনা মুহাম্মদ (স)।[২]

পরিচ্ছেদ-৬
রিসালাত

প্র ঃ রিসালাত শব্দের অর্থ কী?
- সংবাদ বহন, রাসূলের দায়িত্ব।

প্র ঃ যুগে যুগে মহান আল্লাহ পথভ্রষ্ট মানবজাতির হিদায়াতের জন্য কাদেরকে প্রেরণ করেছেন?
- নবী-রাসূলগণকে।

প্র ঃ ইসলামী পরিভাষায় রিসালাত বলতে কী বুঝায়?
- আল্লাহর বার্তা মানুষের কাছে পৌছানো।

প্র ঃ কুরআনে কাকে মাঝে মাঝে রাসূল বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে?
- হযরত জিবরাইল (আ) কে।

প্র ঃ কে সর্বপ্রথম নবী ও রাসূল ছিলেন?
- হযরত আদম (আ)।

প্র ঃ সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী-রাসূল কে ছিলেন?
- হযরত মুহাম্মদ (স)।

প্র ঃ আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের মাঝে যোগসূত্র স্থাপনকারী কারা?
- রাসূলগণ।

প্র ঃ কোন শক্তির সাহায্যে রাসূলগণ মানুষকে নিজেদের দিকে আকৃষ্ট করতেন?
- মুজিযা।

প্র ঃ মুজিযা শব্দের অর্থ কী?
- অলৌকিক ক্ষমতা।

---

[২]. কুরআন পরিচিতি, ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান।

www.pathagar.com

প্র ঃ পৃথিবীতে নবী-রাসূল প্রেরণের উদ্দেশ্য কী?

- প্রত্যেক মানুষকে সৎ পথের সন্ধান দেওয়া।

প্র ঃ আসমানী কিতাব ও সহিফার সংখ্যা কতটি?

- ১০৪টি।

প্র ঃ রাসূলদের প্রতি অবতীর্ণ সহিফার সংখ্যা কতটি?

- একশ খানি।

প্র ঃ যেসব নবীর ওপর কিতাব নাযিল হয়নি তাঁরা কিসের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন?

- পূর্ববর্তী রাসূলের কিতাবের মাধ্যমে।

প্র ঃ সর্বপ্রথম নবী ও রাসূলের প্রতি কতখানি সহিফা অবতীর্ণ হয়?

- দশখানি।

প্র ঃ প্রধান আসমানী কিতাবের সংখ্যা কয়টি?

- চারখানি।

প্র ঃ কোন রাসূলের ওপর দশখানি সহিফা অবতীর্ণ হয়?

- হযরত ইবরাহীম (আ) এর উপর।

প্র ঃ খাতামুন নবুওয়াত শব্দের অর্থ কী?

- নবুওয়াতের সমাপ্তি।

পরিচ্ছেদ-৭
নবুওয়াতের কতিপয় দাবিদার[৩]

ক্রম	নাম	দেশ
১.	মুসায়লাতুল কায্যাব	----------
২.	আসওয়াদ আনাসি	ইয়েমেন
৩.	সাজাহ (মহিলা)	মধ্য আরব
৪.	গোলাম আহমদ কাদিয়ানী	ভারত।

[৩]. মহানবী (স) ভবিষ্যৎ বাণীতে বলেছেন যে, তাঁর পরে উম্মতের মধ্য থেকে ৩০ জন ব্যক্তি নিজেকে নবী বলে দাবি করবে, এ যাবত ২০ জনেরও বেশি লোক এ দাবি করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ৭
সাহাবা

পরিচ্ছেদ-১
প্রাথমিক যুগে যাঁরা ইসলাম গ্রহণ করেছেন[১]

১. হযরত খাদিজা (রা);
২. আলী (রা);
৩. যায়েদ (রা);
৪. আবু বকর (রা);
৫. উসমান ইবনু আফফান (রা);
৬. যুবায়ের (রা);
৭. আবদুর রহমান ইবনু আউফ (রা);
৮. তালহা ইবনু উবায়দুল্লাহ (রা);
৯. আবু উবায়দা ইবনু জাররাহ (রা);
১০. আবু সালামা (রা);
১১. আরকাম ইবনু আবি আরকাম (রা);
১২. উসমান ইবনু মাজুন (রা);
১৩. কাজামা ইবনু মাজুন (রা);
১৪. আবদুল্লাহ ইবনু মাজুন (রা);
১৫. উবায়দা ইবনু হারিস (রা);
১৬. ফাতেমা বিনতে খাত্তাব (রা) (উবায়দার (রা) স্ত্রী)
১৭. আছমা বিনতে আবু বকর (রা);
১৮. আয়িশা বিনতে আবু বকর (রা);
১৯. খাববাব (রা);
২০. উমায়ের ইবনু আবু ওয়াক্কাস (রা);
২১. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা);
২২. মাসুম ইবনু কারী (রা);
২৩. সালিত ইবনু আমর (রা);

---

[১]. ইবনু ইসহাকের বর্ণনা অনুযায়ী।

www.pathagar.com

২৪. আইয়াশ ইবনু রাবিয়া (রা);
২৫. আছমা বিনতে সালাম (রা) (আইয়ামের (রা) স্ত্রী);
২৬. খুনায়েস (রা);
২৭. আমির ইবনু জাহ (রা);
২৮. আবদুল্লাহ ইবনু জাহ (রা);
২৯. আবু আহমদ ইবনু জাহ (রা);
৩০. জাফর ইবনু আমায়েস (রা);
৩১. আসমা ইবনু উমায়েস (রা);
৩২. হাতিব ইবনু হারিস (রা);
৩৩. ফাতিমা বিনতে মুজাল্লিল (রা) (হাতিবের (রা) স্ত্রী);
৩৪. হাত্তাব ইবনু হারিস (রা);
৩৫. ফুকায়হা বিনতে ইয়াসর (রা) (হাত্তাবের (রা) স্ত্রী);
৩৬. আমর ইবনু হারিস (রা);
৩৭. সাইদ ইবনু হারি উসমান ইবনু মাজুন (রা);
৩৮. আল মুত্তালিব ইবনু আজহার (রা);
৩৯. রমলা বিনতে আবু আউফ (রা) (আল মুত্তালিবের (রা) স্ত্রী);
৪০. আন্নাহাম ইবনু আবদুল্লাহ (রা);
৪১. ইবনু যুহায়রা (রা);
৪২. খালিদ ইবনু সাইদ (রা);
৪৩. উমায়না (রা) (খালিদের (রা) স্ত্রী);
৪৪. হাতিব ইবনু আমর (রা);
৪৫. আবু হুজায়ফা (রা);
৪৬. ওয়াকিদ ইবনু আবদুল্লাহ (রা);
৪৭. খালিদ ইবনু বুকায়ের (রা);
৪৮. আমির ইবনু বুকায়ের (রা);
৪৯. আকিদ ইবনু বুকায়ের (রা);
৫০. আযাস ইবনু বুকায়ের (রা);
৫১. আম্মার ইবনু ইয়াছির (রা);
৫২. সুহায়ের ইবনু সিনান (রা)।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-২

আশারা মুবাশ্‌শারা

প্র ঃ আশারা মুবাশ্‌শারার নামগুলো কী কী?

- ১. হযরত আবু বকর (রা);
  ২. হযরত ওমর (রা);
  ৩. হযরত উসমান (রা);
  ৪. হযরত আলী (রা);
  ৫. হযরত সাইদ ইবনু আবি ওয়াক্‌কাস (রা);
  ৬. হযরত আবদুর রহমান বিন আউফ (রা);
  ৭. হযরত সাদ ইবনু যায়েদ (রা);
  ৮. হযরত জুবাইর (রা);
  ৯. হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রা);
  ১০. হযরত তালহা (রা)।

পরিচ্ছেদ-৩

আসহাবে কাহ্‌ফ

প্র ঃ আসহাবে কাহ্‌ফ কাকে বলে?

- অবিরাম কয়েক বছর নির্জন গুহায় ঘুম পাড়িয়ে রেখে আল্লাহ্ কয়েকজন বিশ্বাসী যুবককে জাহিলিয়াত থেকে রক্ষা করেছেন তাদেরকে আসহাবে কাহ্‌ফ বলে।

প্র ঃ আসহাবে কাহ্‌ফ কতজন এবং তাদের নামগুলো কী কী?

- ৮ জন। যথা–
  ১. ইয়ামলিখা;
  ২. মাকসালমিনা;
  ৩. কাশফুতাত;
  ৪. আযরাফতিয়ূনাস;
  ৫. কাশাফতিউয়ূনাস;
  ৬. কিবইয়ূনাস;
  ৭. ইউয়ূআনিস;
  ৮. বূস, আর তাদের কুকুর কিতমির।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৪

দশজন মুফাস্‌সির সাহাবী

১. হযরত আবু বকর সিদ্দিক (রা);
২. হযরত উমর (রা);
৩. হযরত উসমান (রা);
৪. হযরত আলী (রা);
৫. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা);
৬. উবাই ইবনু কাব (রা);
৭. যায়েদ ইবনু সাবিত (রা);
৮. আবু মুসা আশআরী (রা);
৯. আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রা);
১০. আবদুল্লাহ ইবনু যুবাইর (রা)।

পরিচ্ছেদ-৫

সাহাবীদের কারামাত

প্র ঃ কেউ কোন মিথ্যা কথা বললেই সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারতেন কোন্ সাহাবী?
- হযরত উমর ফারূক (রা)।

প্র ঃ কার মৃত্যুর সময় মক্কা শরীফ থর থর করে কেঁপে উঠেছিল?
- হযরত আবু বকর (রা)।

প্র ঃ কোন্ সাহাবীর কারণে লেয়ানের আয়াত অবতীর্ণ হয়?
- হযরত হেলাল ইবনু উমাইয়ার (রা)।

প্র ঃ যাঁর জানাযায় শরিক হতেন, তাঁর সঙ্গেই কথা বলতেন কোন্ সাহাবী?
- হযরত সাদ ইবনু মুআজ (রা)।[২]

প্র ঃ কোন্ সাহাবীর জানাযার খাট ফিরিশ্‌তারা বহন করেছিলেন?
- হযরত সাদ ইবনু মুআজ (রা)-এর।

প্র ঃ কোন্ পুণ্যাত্মার জানাযায় ৭০ হাজার ফিরিশ্‌তার শুভাগমন হয়েছিল?
- হযরত সাদ ইবনু মুআজ (রা)এর।[৩]

প্র ঃ কোন্ সাহাবীর শাহাদাতের পর ফিরিশ্‌তারা তাঁর ফরয গোসল দিয়েছিলেন?
- হযরত হানযালা ইবনু আমের (রা) এর।[৪]

---

[২]. তাহযিবুত্ তাহযিব, পৃ. ৪৮২
[৩]. কিতাবে যিলাই ১ম খণ্ড, পৃ. ৩৭৫
[৪]. কিতাবে যিলাই, ১৪শ খণ্ড, পৃ. ৩৭০

www.pathagar.com

প্র ঃ কোন্ সাহাবীকে বনের বাঘ পথ দেখিয়ে স্বীয় ইসলামী বাহিনীর কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন?

- হযরত সফিনা (রা) কে।[৫]

প্র ঃ কোন্ সাহাবী অভিশপ্ত শয়তানকে তিনদিন বন্দী করে রেখেছিলেন?

- হযরত আবু হোরায়রা (রা)।[৬]

প্র ঃ আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দা সুদীর্ঘ একমাস শুধু যমযম কূপের পানি পান করে অপেক্ষাকৃত সুস্থ ও সবল ছিলেন?

- হযরত আবুযর গিফারী (রা)।

প্র ঃ বদর যুদ্ধে কোন্ সাহাবী এক মুশরিকের দিকে শুধু ধাওয়া করতেই তার মাথা কেটে নিচে পড়ে গিয়েছিল?

- হযরত আবু ওয়াকেদ লাদ্বি (রা)।[৭]

প্র ঃ কোন দুই বুযুর্গ মৃত্যুর পরেও কথা বলেছিলেন?

- হযরত রবিউ এবং হযরত উসমান গনি (রা)।

প্র ঃ কোন নবী-দুলালের শাহাদাতের সময় আকাশ কাল বর্ণ ধারণ করেছিল?

- হযরত ইমাম হোসাইন (রা) এর।

প্র ঃ যে পুণ্যাত্মার শাহাদাতের দিন বায়তুল মুকাদ্দাসের প্রতিটি পাথরের নিচ থেকে তাজা রক্ত বের হয়েছিল, তাঁর নাম কী?

- হযরত ইমাম হোসাইন (রা)।

প্র ঃ আল্লাহর নবীর কোন্ সাহাবী দাজ্জালকে দেখেছিলেন?

- হযরত তামিম দারী (রা)।

প্র ঃ মদিনায় ভূমিকম্প শুরু হলে কার লাঠির আঘাতে তা বন্ধ হয়ে যায়?

- হযরত উমর (রা) এর। অত:পর আর কখনও মদিনায় ভূমিকম্প হয়নি।

প্র ঃ আল্লাহর কোন প্রিয় বান্দা যে পথে চলতেন, শয়তান তার বিপরীত পথে চলতো?

- হযরত উমর ফারূক (রা)।

প্র ঃ কোন্ পুণ্যাত্মা মিসরের নীল নদের প্রতি চিঠি লিখেছিলেন?

- হযরত উমর (রা)। মিসরের নীলনদ সে দেশের কৃষিকার্যের প্রধানতম উৎস, কিন্তু উক্ত নদ প্রতি বছর শুকিয়ে যেতো। তখন সে দেশের অধিবাসীরা

---

[৫]. মিশকাত, ২য় খণ্ড, পৃ. ৫৪৫

[৬]. মিশকাত ১ম খণ্ড, পৃ. ১৮৫

[৭]. কালামুম মুবিন, পৃ. ৭৯

www.pathagar.com

প্রাচীন প্রথানুযায়ী একটি সুন্দরী কুমারীকে নীল নদের বুকে বলিদান করতো। ফলে নীলনদ পূর্বের ন্যায় প্রবাহিত হত। পরবর্তীকালে হযরত উমর (রা) কর্তৃক মিসর বিজিত হলে সেখানকার প্রাদেশিক শাসনকর্তা হযরত আমর ইবনুল আস (রা) এ অবৈধ কার্যের প্রতি হস্তক্ষেপ করে তা বন্ধ করেন এবং খলিফা হযরত উমরকে এ বিষয়ে অবহিত করেন। তখন হযরত উমর (রা) একটি ছোট্ট চিরকুট লিখে আমর ইবনুল আসের কাছে পাঠিয়ে দেন এবং নীলনদের বুকে তা নিক্ষেপ করতে আদেশ করেন। খলিফার নির্দেশানুযায়ী কাজ করা হলে নদীতে জোয়ার দেখা দেয় এবং সেই থেকে আজো পর্যন্ত নীলনদের পানি প্রবাহিত অবস্থায় বিদ্যমান।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ৮
মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স)

পরিচ্ছেদ-১
পরিচয়

প্র ঃ হযরত মুহাম্মদ (স) কত খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

- ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে।

প্র ঃ তিনি কোথায় কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

- মক্কা নগরীতে, কুরাইশ বংশে।

প্র ঃ তাঁর পিতার নাম কী?

- আবদুল্লাহ।

প্র ঃ তাঁর মাতার নাম কী?

- আমিনা।

প্র ঃ তাঁর দাইমার নাম কী?

- হালিমা।

প্র ঃ কখন তিনি পিতৃহারা হন?

- জন্মের পূর্বেই।

প্র ঃ কত বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন?

- মাত্র ৬ বছর বয়সে।

প্র ঃ মাতার মৃত্যুর পর তাঁকে কে লালন-পালন করেন?

- প্রথমে দাদা আর পরে চাচা।

প্র ঃ তাঁর দাদার নাম কী?

- আব্দুল মুত্তালিব।

প্র ঃ কত বয়সে তিনি তাঁর দাদাকে হারান?

- ১২ বছর বয়সে।

প্র ঃ তাঁর চাচার নাম কী?

- আবু তালিব।

প্র ঃ বাল্যকালে তিনি কী নামে পরিচিত ছিলেন?

- আল আমিন বা বিশ্বাসী নামে।

প্র ঃ কেন তাঁকে আল আমিন ডাকা হত?

- সততা ও সত্যবাদিতার জন্য।

www.pathagar.com

প্র ঃ কত বছর বয়সে তিনি খাদিজা (রা) কে বিবাহ করেন?

- ২৫ বছর বয়সে।

প্র ঃ তখন হযরত খাদিজার (রা) বয়স কত ছিল?

- ৪০ বছর।

প্র ঃ তিনি কোথায় ধ্যানে মগ্ন থাকতেন?

- হেরা পর্বতের গুহায়।

প্র ঃ তিনি কত বছর বয়সে নবুওয়াত লাভ করেন?

- ৪০ বছর বয়সে।

প্র ঃ হালফুল ফুযুলের সময় রাসূল (স) এর বয়স কত?

- ১২ বছর, মতান্তরে ১৩ বছর।

প্র ঃ তিনি কোন সালে হাফসা (রা) কে বিবাহ করেন?

- তৃতীয় হিজরী সালে।

প্র ঃ নবুওয়াতের কোন সালে আকাবায়ে উলা সংগঠিত হয়?

- একাদশ সালে।

প্র ঃ নবুওয়াতের কোন সালে আকাবায়ে ছানিয়া সংগঠিত হয়?

- দ্বাদশ সালে।

প্র ঃ রাসূল (স) এর সাথে হযরত আয়েশা (রা) এর বিবাহের সময় হযরত আয়েশা (রা) এর বয়স কত ছিল?

- ৬ বছর।

প্র ঃ নবী করিম (স) এর ইনতিকালের সময় হযরত আয়েশার বয়স কত ছিল?

- ১৮ বছর।

প্র ঃ তাঁর কতজন স্ত্রী ছিল?

- ১৩ জন।

প্র ঃ রাসূলের (স) জীবদ্দশায় কয়জন ইনতিকাল করেন?

- ২ জন।

প্র ঃ তাঁর স্ত্রীদের নাম কী কী?

- ১. হযরত খাদিজা (রা); ২. সাওদা (রা); ৩. আয়েশা (রা); ৪. হাফসা (রা); ৫. জয়নব বিনতে জাহস (রা); ৬. উম্মে সালমা (রা); ৭. জয়নব বিনতে খুযাইমা (রা); ৮. জাওয়ায়েরা (রা); ৯. রায়হানা (রা); ১০. মারিয়া (রা); ১১. সাফিয়া (রা); ১২. উম্মে হাবিবা (রা) ও ১৩. মায়মুনা (রা)।

প্র ঃ রাসূলের কোন্ কোন্ স্ত্রী বিধর্মী ছিলেন?

- ১. সাফিয়া বিনতে হুয়াই (ইয়াহুদি); ২. মারিয়া কিবতিয়া (খ্রিস্টান); ৩. হযরত রায়হানা (ইয়াহুদি)।

www.pathagar.com

প্র ঃ রাসূল (স) কবে হিজরত করেন?

- নবুওয়াত লাভের ১৩ বছরের সময়। (৬২২ খ্রিস্টাব্দে)

প্র ঃ রাসূল (স) শেষ বারের মত কবে হজ্জে আসেন?

- মক্কা বিজয়ের ২ বছর পর।

প্র ঃ মহানবী (স) এর মাথা ব্যথা ও অন্তিম রোগের সূচনা কোন্ মাস থেকে হয়?

- সফর মাস থেকে।

প্র ঃ মহানবী (স) কতজন সৈন্য নিয়ে মক্কা বিজয়ের উদ্দেশে বের হন?

- ১০,০০০ জন।

প্র ঃ মহানবী (স) এর কুনিয়াত বা উপনাম কী ছিল?

- আবুল কাসিম। (তাঁর পুত্র কাসিমের নামানুসারে)

প্র ঃ মহানবী (স) এর পালক পুত্র কে?

- যায়েদ ইবনু হারিস (রা)।

প্র ঃ মহানবী (স) এর চাচাত ভাই কে?

- হযরত জাফর (রা)।

প্র ঃ মহানবী (স) হযরত হালিমা (রা) কে কোন্ চাদর বিছিয়ে বসতে দেন?

- তাঁর গায়ের চাদর।

প্র ঃ হযরত (স) এর সবচেয়ে বড় মুজিযা কী?

- আল কুরআন।

প্র ঃ হযরত (স) এর শিক্ষাঙ্গন কোথায় ছিল?

- মক্কায়।

প্র ঃ মহানবী (স) কোন্ নবীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

- হযরত ইসমাইল (আ) এর বংশে।

প্র ঃ মহানবী (স) নিজে কোন্ মসজিদ তৈরী করেন?

- মসজিদে নববি।

প্র ঃ মহানবী (স) এর সুদীর্ঘ তের বছরের মক্কা জীবনে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কত জন?

- প্রায় একশত জন।

প্র ঃ মহানবী (স) কাফিরদেরকে কী দিয়েছিলেন?

- ধর্মীয় স্বাধীনতা।

প্র ঃ মহানবী (স) এর সময় জিহাদের বিধান কী ছিল?

- ফরযে আইন।

প্র ঃ মহানবী (স) নিজে না গিয়ে শুধু সেনাদল পাঠিয়ে যে যুদ্ধ পরিচালনা করেছেন তাকে কী বলে?

- সারিয়া।

www.pathagar.com

প্র ঃ মহানবী (স) স্বয়ং যে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন তাকে কী বলে?
- গাযওয়া।

প্র ঃ হযরত মুহাম্মদ (স) হিজরতের রাতে আমানত প্রত্যার্পণের জন্যে কাকে দায়িত্ব অর্পণ করেন?
- হযরত আলী (রা) কে।

প্র ঃ মহানবী (স) মানুষকে কী সংযত করতে বলেছেন?
- রসনাকে।

প্র ঃ মহানবী (স) এর জীবন কেমন ছিল?
- বহুমুখী ও পরিপূর্ণ।

প্র ঃ মহানবী (স) এর উপর অবতীর্ণ আল কুরআন কিভাবে দুনিয়াতে বিদ্যমান?
- অবিকৃতভাবে।

প্র ঃ মহানবী (স) এর জীবন চরিত রচনায় সবচেয়ে প্রামাণ্য উপকরণ কী?
- আল কুরআন।

প্র ঃ মহানবী (স) এর জীবন কিভাবে অতিবাহিত হয়েছিল?
- যুদ্ধ বিগ্রহে।

প্র ঃ মহানবীর (সা) ইনতিকালের পর তাঁর গুণ বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পরে কেন?
- ইসলামী হুকুমাতের দায়িত্ব পালনের জন্যে।

প্র ঃ মহানবী (স) মদিনার নিকটবর্তী কুবা পল্লীতে কার আতিথ্য গ্রহণ করেন?
- কুলসুম ইবনু হিদম (রা) এর।

প্র ঃ কুবা পল্লীতে মহানবী (স) এর উট কার গৃহের সামনে বসে পড়েছিল?
- আবু আউয়্যুব আনসারির (রা)।

প্র ঃ মহানবী (স) হিজরতের সময় কোন গুহায় আশ্রয় নেন?
- সাওর পাহাড়ের গুহায়।

প্র ঃ হিজরতে সময় মহানবী (স) এর সাথে কে ছিলেন?
- হযরত আবু বকর (রা)।

প্র ঃ মহানবী (স) কে ধরে দিতে পারলে কী পুরস্কার ঘোষিত হয়েছিল?
- একশত উট।

প্র ঃ পাহাড়ের গুহায় থাকাকালে কে মহানবী (স) কে গোপন খবর দিতেন?
- সূরাকা ইবনু মালিক।

প্র ঃ মহানবী (স) পরামর্শ সভায় কার মত গ্রহণ করতেন?
- সংখ্যা গরিষ্ঠের মত।

প্র ঃ মহানবী (স) চৌদ্দশত সাহাবী নিয়ে কোন্ দিকে রওয়ানা হলেন?
- মক্কার দিকে।

www.pathagar.com

প্র ঃ মহানবী (স) কে বিষ মেশানো গোশ্‌ত কে খেতে দিয়েছিল?

- এক ইয়াহুদি নারী।

প্র ঃ মহানবী (স) তার চৌদ্দশত সাহাবীকে সঙ্গে নিয়ে মক্কায় গিয়ে কী সম্পন্ন করেছিলেন?

- ওমরাতুল কাযা।

প্র ঃ কেন মহানবী (স) মক্কা বিজয়ের অভিযান করলেন?

- কুরাইশরা সন্ধি ভঙ্গ করায়।

প্র ঃ কত হিজরীতে মহানবী (স) হজ্জে যাওয়ার ইচ্ছা ঘোষণা করেছিলেন?

- দশম হিজরীতে।

প্র ঃ মহানবী (স) হিজরতের পর কতবার উমরাহ্ করেছিলেন?

- তিন বার।

প্র ঃ মহানবী (স) কোথায় বিদায় হজ্জের ভাষণ দিয়েছিলেন?

- আরাফাত ময়দানে।

প্র ঃ বিদায় হজ্জের সময় মহানবী (স) এর কাফিলায় কারা যোগদান করেছিল?

- নও মুসলিমরা।

প্র ঃ কারা মহানবী (স) এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করেছিল?

- কাফিররা।

প্র ঃ মহানবী (স) এর নেতৃত্বে পরিচালিত সর্বশেষ যুদ্ধের নাম কী?

- তাবুক।

প্র ঃ মহানবী (স) যখন মদিনায় হিজরত করেন তখন তার বয়স ছিল কত?

- ৫৩ বছর।

পরিচ্ছেদ-২

রাসূলুল্লাহ (স) থেকে আদম (আ) পর্যন্ত উর্দ্ধতন বংশ পরম্পরা

মুহাম্মদ (স) তাঁর পিতা আব্দুল্লাহ, তাঁর পিতা আব্দুল মুত্তালিব (আব্দুল মুত্তালিবের প্রকৃত নাম শাইবা), তাঁর পিতা হাশিম (হাশিমের প্রকৃত নাম আমর), তাঁর পিতা আবদে মানাফ, (মানাফির প্রকৃত নাম আলমুগিরা), তাঁর পিতা মুর্‌রাহ, তাঁর পিতা কাব, তাঁর পিতা লুয়াই, তাঁর পিতা গালিব, তাঁর পিতা ফিহির, তাঁর পিতা মালিক, তাঁর পিতা নাদার, তাঁর পিতা কিনান, তাঁর পিতা খুযাইমা, তাঁর পিতা মুদারিকা (মুদারিকার প্রকৃত নাম আমের), তাঁর পিতা ইলিয়াস, তাঁর পিতা মুদার, তাঁর পিতা নিযার, তাঁর পিতা মাআদ, তাঁর পিতা আদনান, তাঁর পিতা উদ, তাঁর পিতা

www.pathagar.com

মুকাওয়াম, তাঁর পিতা নাহুর, তাঁর পিতা তাইরাহ, তাঁর পিতা ইয়ারুব, তাঁর পিতা ইয়াশজুব, তাঁর পিতা নাবেত, তাঁর পিতা ইসমাইল (আ), তাঁর পিতা ইবরাহীম (আ), তাঁর পিতা তারেক (তাঁর অপর নাম আযর), তাঁর পিতা নাহুর, তাঁর পিতা সারুগ, তাঁর পিতা রাউ, তাঁর পিতা ফালেক, তাঁর পিতা উবায়ের, তাঁর পিতা শালেখ, তাঁর পিতা আরাফক্শা, তাঁর পিতা সাম, তাঁর পিতা নুহ (আ), তাঁর পিতা লামাক, তাঁর পিতা মুত্তাওশালিখ, তাঁর পিতা আখ্নুখ্ (ঐতিহাসিকদের ধারণা তিনিই হযরত ইদ্রিস (আ), তাঁর পিতা ইয়ারদ্, তাঁর পিতা মাহলিল, তাঁর পিতা কাইনান, তাঁর পিতা ইয়ানিশ, তাঁর পিতা শীষ (আ), তাঁর পিতা আদম (আ)।

পরিচ্ছেদ-৩

মাতার দিক দিয়ে রাসূলুল্লাহ (স) এর বংশ পরম্পরা

আমিনা বিনতে ওয়াহাব ইবনু আব্দ মানাফ ইবনু যুহরা ইবনু কিলাব ইবনু মুররা ইবনু ফিহির ইবনু নাদার। আমিনার মাতা– বারা বিনতে আব্দুল উয্যা ইবনু উসমান ইবনু আব্দুদ্দার ইবনু কুসাই ইবনু কিলাব ইবনু মুর্‌রা ইবনু লুয়াই ইবনু গালিব ইবনু ফিহির মালিক ইবনু নাযার।

পরিচ্ছেদ-৪

উম্মুল মুমিনিনদের সম্পর্কে অজানা তথ্য

প্র ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রথম স্ত্রী কে ছিলেন?

- হযরত খাদিজা (রা)। ইনি বিধবা ছিলেন। বিয়ের সময় খাদিজা (রা) এর বয়স ছিল ৪০, রাসূলুল্লাহ (স) এর ২৫ বছর।

প্র ঃ বনি তাহিরা কাদের বলা হয়?

- খাদিজার (রা) পূর্বের স্বামীদের ঔরসজাত সন্তানদের। খাদিজা (রা) এর উপাধি ছিল তাহিরা।

প্র ঃ কত বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়?

- ৬৫ বছর বয়সে।

প্র ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এর দ্বিতীয় স্ত্রী কে?

- হযরত সাওদা (রা)। ইনি বিধবা ছিলেন। খাদিজা (রা) এর মৃত্যুর পর রাসূলুল্লাহ (স) তাঁকে বিবাহ করেন। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ৫০, রাসূলুল্লাহর ৫৬, ৭২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্র ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এর তৃতীয় স্ত্রী কে ছিলেন?

- হযরত আবু বকর (রা) এর কন্যা হযরত আয়েশা (রা) বিয়ের সময় তাঁর বয়স ছিল ৬ বছর; মতান্তরে ৯ বছর। রাসূলুল্লাহর বয়স তখন ৫০। ৬৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

প্র ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এর চতুর্থ স্ত্রীর নাম কী?

- হযরত হাফসা (রা)। ইনি হযরত উমার (রা) এর কন্যা। তিনিও বিধবা ছিলেন। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ২২, রাসূলুল্লাহর ৫৬। ৫৯ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্র ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এর পঞ্চম স্ত্রীর নাম কী?

- হযরত যয়নব (রা)। ইনিও বিধবা ছিলেন। তিনি হযরত খোযায়মার (রা) কন্যা ছিলেন। হযরত খাদিজা (রা) আর যয়নব (রা) রাসূলুল্লাহ (স) বেঁচে থাকতেই ইনতিকাল করেন। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩০, রাসূলুল্লাহর ৫৬। ৩০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্র ঃ হযরত যয়নব (রা) এর পর রাসূলুল্লাহ (স) কোন্ পুণ্যবতী নারীকে বিবাহ করেছিলেন?

- হযরত উম্মে সালমা (রা) এর সাথে। সালমাও (রা) বিধবা ছিলেন। তিনি আবু উমাইয়ার কন্যা। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ১৬, রাসূলুল্লাহর ৫৭। ৮০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্র ঃ হযরত উম্মে সালমার পর রাসূলুল্লাহ (স) কোন্ নারীকে বিবাহ করেছিলেন?

- হযরত যায়নব বিনতে জাহাশ (রা) কে। তিনি তালাকপ্রাপ্ত ছিলেন। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৫, রাসূলুল্লাহ (স) এর ৫৮। ৫১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্র ঃ তারপর রাসূলুল্লাহ (স) কার সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন?

- হযরত যুয়াইরিয়াহ (রা) কে। তিনি বিধবা ছিলেন। তিনি বনি মুস্তালিক সম্প্রদায়ের সর্দার হারিস-এর কন্যা ছিলেন। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ২০ এবং রাসূলুল্লাহর (স) ৫৮। ৭১ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্র ঃ তারপর কোন পুণ্যবতী নারীর সঙ্গে রাসূলুল্লাহ (স) এর বিবাহ হয়?

- হযরত উম্মে হাবিবা (রা) এর সঙ্গে। তাঁর প্রকৃত নাম মারমালা বা হিন্দ। তিনিও বিধবা ছিলেন। তিনি আবু সুফিয়ানের কন্যা। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৬, রাসূলুল্লাহর ৫৯। ৭২ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্র ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এর দশম স্ত্রীর নাম কী?

- হযরত সাফিয়া (রা)। তিনি ইয়াহুদি নারী এবং বিধবা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম হুয়াই ইবনু আখতাব। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ২৭ এবং রাসূলুল্লাহর (স) ৬০। ৫০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

প্র ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এর একাদশ স্ত্রীর নাম কী?

- হযরত মায়মুনা (রা)। তাঁর আসল নাম ছিল বাররাহ। রাসূলুল্লাহর (স) তাঁর নাম রাখেন মায়মুনা। তিনিও বিধবা ছিলেন। বিবাহের সময় তাঁর বয়স ছিল ৩৬, রাসূলুল্লাহ (স) এর ৬০। ৮০ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

www.pathagar.com

প্র ঃ তাঁর দ্বাদশ স্ত্রীর নাম কী?

- হযরত মারিয়া কিবতিয়া (রা); মিসরের শাসকের কাছ থেকে উপহার স্বরূপ পেয়ে তিনি মারিয়া কিবতিয়া (রা) কে বিবাহ করেছিলেন।

প্র ঃ তাঁর সকল স্ত্রীরই কি সন্তান ছিল?

- স্ত্রীদের মধ্যে কেবল হযরত খাদিজা (রা) এবং মারিয়া কিবতিয়া (রা) এর গর্ভেই রাসূলুল্লাহ (স) এর পুত্রকন্যাদের জন্ম হয়। আর সকল স্ত্রীই নিঃসন্তান ছিলেন। হযরত আয়েশা (রা) এবং মারিয়া কিবতিয়া ছাড়া তাঁর সকল স্ত্রীই বিধবা ছিলেন। বিভিন্ন গোত্র এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁর এই বিবাহগুলোর শুভ প্রভাবে সে যুগের ইসলাম বিরোধী সমাজে অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়েছিল।

প্র ঃ রাসূলুল্লাহ (স) এর স্ত্রীদের মধ্যে থেকে কারা কুরাইশ বংশের ছিলেন?

- ১. হযরত খাদিজা (রা);
  ২. আয়েশা (রা);
  ৩. হাফসা (রা);
  ৪. উম্মে হাবিবা (রা);
  ৫. উম্মে সালমা (রা);
  ৬. সাওদা (রা)।

প্র ঃ তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে থেকে কারা অকুরাইশ বংশের ছিলেন?

- ১. যয়নব বিনতে জাহাশ (রা) (বনু আসাদ গোত্রের);
  ২. যয়নব বিনতে হারেস (রা) (বনু আমের গোত্রের);
  ৩. যয়নব বিনতে খুযাইমা (রা) (বনু খাযয়া গোত্রের);
  ৪. সাফিয়া বিনতে হুযাই ইবনু আখতাব (রা); (বনু নাযির গোত্রের তিনি ছিলেন ইয়াহুদি)
  ৫. যুয়াইরিয়াহ্ বিনতে হারিস (রা) (বনু মুস্তালিক গোত্রের);
  ৬. মায়মুনা বিনতে হারিস (রা) (সম্ভবত ইনি কুরাইশ বংশের ছিলেন)।

পরিচ্ছেদ-৫

ইসলামের প্রথম হিজরাতকারী

পুরুষ ১১ জন :

ক্রম.	নাম	পিতার নাম
১.	উসমান	আফফান (রা);
২.	জাফর	আবু তালিব (রা);

www.pathagar.com

৩.	যুবাইর	আওয়াম (রা);
৪.	আবদুর রহমান	আওফ (রা);
৫.	আবু হুযাইফা	উতবা (রা);
৬.	উসমান	মাযউন (রা);
৭.	মুসআব	উমাইর;
৮.	আবু সালমা	আবদুল আসা;
৯.	আমের	রাবিয়া;
১০.	সুহাইল	বাইদা;
১১.	আবু সাবরা	আবু রুহম।

মহিলা ৪ জন :

ক্রম.	নাম	স্বামীর নাম
১.	সাহলা বিনতে সুহাইল	আবু হুযাইফা বিন উতবা
২.	রুকাইয়্যা (নবীর কন্যা)	উসমান ইবনু আফ্‌ফান
৩.	সালমা বিনতে আবু উমাইয়া	আবু সালমা বিন আসাদ
৪.	লায়লা বিনতে আবি হাসমা	আমের বিন রাবিয়া।

পরিচ্ছেদ-৬
মদিনায় প্রথম হিজরাতকারী

ক্রম.	নাম	পিতার নাম
১.	আবু সালমা	আবদুল আসাদ
২.	আমের	রাবিয়া
৩.	লায়লা (আমেরের স্ত্রী)	আবু হাসমা
৪.	আবদুল্লাহ (পরিবারসহ)	জাহাশ
৫.	আবদ	জাহাশ
৬.	উমর	খাত্তাব
৭.	আইয়াশা	আবু রাবিয়া।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৭
মিরাজ

প্র ঃ মিরাজ শব্দের অর্থ কী?
- ঊর্ধ্বলোকে গমন।

প্র ঃ কার সাথে মহানবী (স) মিরাজে সাক্ষাৎ লাভ করেন?
- হযরত জিবরাইল (আ) এর সাথে।

প্র ঃ মিরাজ সম্পর্কিত ঘটনা কোন্ সূরায় উল্লেখ আছে?
- বনি ইসরাইলে।

প্র ঃ বেহেশত ও দোযখ মহানবী (স) কিভাবে প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পেলেন?
- মিরাজের কারণে।

প্র ঃ মিরাজ কখন সংগঠিত হয়?
- নবুওয়াতের ১১ বছরে (৬২১ খ্রিঃ) ২৭ রজবের রাতে।

প্র ঃ মিরাজের সময় রাসূল (স) কোথায় শায়িত ছিলেন?
- কাবা শরীফের হাতিম নামক স্থানে।

প্র ঃ কোন্ ফিরিশ্‌তা রাসূল (স) কে মিরাজে যাওয়ার জন্যে ডেকেছিলেন?
- হযরত জিবরাইল ও মিকাইল (আ)।

প্র ঃ রাসূল (স) এর সম্মানে পূর্ববর্তী নবীগণ কোথায় সমবেত ছিলেন?
- মসজিদে আকসায়।

প্র ঃ সেখানে কার ইমামতিতে দুই রাকআত সালাত অনুষ্ঠিত হয়?
- রাসূল (স) এর ইমামতিতে।

পরিচ্ছেদ-৮
মক্কা বিজয়

প্র ঃ মক্কা বিজয়ের জন্য কত তারিখে মহানবী (স) মক্কা অভিমুখে রওয়ানা হন?
- জানুয়ারি ১; খ্রিস্টাব্দ ৬৩০।

প্র ঃ আবু সুফিয়ান কখন ইসলাম গ্রহণ করে?
- মক্কা বিজয়ের পর।

প্র ঃ মক্কা বিজয়ের পর মহানবী (স) মক্কাবাসীদের উপর কোন প্রকার প্রতিশোধ না নিয়ে কী করলেন?
- সবাইকে ক্ষমা করে দিলেন।

প্র ঃ মহানবী (স) মক্কা বিজয় ভাষণে সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি কাকে বলেছিলেন?
- সর্বাপেক্ষা সম্মানিত ব্যক্তি সে যে আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে।

www.pathagar.com

প্র ঃ মক্কা বিজয়ের কারণ কী?

- কুরাইশগণ কর্তৃক হুদাইবিয়ার সন্ধি ভঙ্গ।

প্র ঃ ইহা কত হিজরীতে সংগঠিত হয়?

- ৮ম হিজরীতে (৬৩০ খ্রিঃ)।

প্র ঃ ইহাতে কত হাজার সাহাবী অংশগ্রহণ করেন?

- ১০ হাজার।

প্র ঃ এ সময় পতাকা কার হাতে ছিল?

- হযরত আলী (রা) এর হাতে।

প্র ঃ সেনাপতিদের প্রতি রাসূলের (স) কী নির্দেশ ছিল?

- বাধা না দিলে আঘাত না করার।

প্র ঃ কার হাতে কাবা ঘরের চাবি ছিল?

- উসমান ইবনু তালহার (রা) হাতে।

প্র ঃ এ সময় কাদেরকে হত্যা করা হয়?

- আবদুল্লাহ ইবনু খাতাল, আবদুল্লাহর এক মেয়ে; মিকিয়াস, হুয়াবিছ ইবনু লুকাইদ।

প্র ঃ মক্কা বিজয়ে কতজন কাফির নিহত হয়?

- ৭০ জন।

প্র ঃ মক্কা বিজয়ে কোন্ স্থানে নবুওয়াতের ঝাণ্ডা উড্ডীন করা হয়?

- হনুজ নামক স্থানে।

প্র ঃ কাবা ঘর থেকে মূর্তি অপসারণ কে করেন?

- হযরত ওমর (রা)।

প্র ঃ হযরত আব্বাস (রা) আবু সুফিয়ানকে কী বলেছিলেন?

- "এখন চিন্তা করার সময় নেই, হয় ঈমান আন না হয় ওমর এখনই তোমার শিরশ্ছেদ করবে"।

পরিচ্ছেদ-৯

মক্কা বিজয়ে রাসূলের (স) ৪টি দল

ক্রম.	দল	দল নেতা
১.	১ম	হযরত যুবাইর (রা);
২.	২য়	হযরত আবু উবাইদা;
৩.	৩য়	হযরত সাদ বিন উবাদা;
৪.	৪র্থ	হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-১০
মহানবীর (স) সিনাছাক

ক্রম.	কখন	কোথায়
১.	চার বছর বয়সে	হালিমার ঘরে
২.	দশ বছর বয়সে	মেষপাল চরাবার সময় খোলা মাঠে
৩.	কুরআন নাযিলের পূর্বে	হেরা পর্বতের গুহায়
৪.	মিরাজ রজনীতে	হাতিমে কাবায়।

পরিচ্ছেদ-১১
হালফুল ফুযুল

প্রঃ হালফুল ফুযুল অর্থ কী?
– শান্তি সংঘ।
প্রঃ কে ইহা প্রতিষ্ঠা করেন?
– মহানবি হযরত মুহাম্মদ (স)।
প্রঃ কত বছর বয়সে তিনি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন?
– মাত্র ১৪ বছর বয়সে।
প্রঃ এই সংঘের কয়েকজন সদস্যের নাম কী?
– ফুজায়েল বিন হারিস; ফুজায়েল বিন ওয়া মুফাজ্জল।
প্রঃ এই সংঘের কী কী অঙ্গীকার ছিল?
– ১. অসহায় দুর্গতদের সেবা করা;
২. অন্যায় ও অত্যাচারীকে প্রাণপণে বাধা দেয়া;
৩. অত্যাচারিতকে সাহায্য করা;
৪. বিভিন্ন গোত্রের লোকদের মধ্যে সম্প্রীতি স্থাপন করা;
৫. ইয়াতিম ও বিধবাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করা;
৬. দেশে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

পরিচ্ছেদ-১২
মহানবী (স) এর যামানার মসজিদ
১. মদীনায়

১. মসজিদে বনি ওমর; ২. মসজিদে বনি সায়েদা; ৩. সমজিদে বনি ওবায়েদ;

www.pathagar.com

৪. সমজিদে বনি সালামাহ ৫. মসজিদে বনি রায়েহ; ৬. মসজিদে বনি যুরাইফ; ৭. মসজিদে গিফার; ৮. মসজিদে আসলাম; ৯. মসজিদে জুহায়লা; মসজিদে নববি অন্যত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

২. অন্যত্র

১০. মসজিদে বনি খাদারাহ; ১১. সমজিদে বনি উম্মিয়্যা; ১২. মসজিদে বনি বাইয়াদ্যা; ১৩. মসজিদে বনি হাবলা; ১৪. মসজিদে বনি আছিয়্যা; ১৫. মসজিদে অনবী কাঈসালা; ১৬. মসজিদে বনি দীনার; ১৭. মসজিদে উবাই বিন কাব; ১৮. মসজিদে নাবেগাহ; ১৯. মসজিদে ইবন আদি; ২০. মসজিদে মিল হারেস বিন খাজরাজ; ২১. মসজিদে বনি হাতমাহ; ২২. মসজিদে ফদ্বিহ; ২৩. মসজিদে বনি হারিসা; ২৪. মসজিদে বনি জাফর; ২৫. মসজিদে বনি আবদুল আসহাল; ২৬. মসজিদে ওয়াকেম; ২৭. মসজিদে বনি মুয়াবিয়া; ২৮. মসজিদে আতেকা; ২৯. মসজিদে বনি কুরায়জা; ৩০. মসজিদে বনি ওয়ায়েল ও ৩১. মসজিদে সাজরাহ।

পরিচ্ছেদ-১৩

মুয়াযযিন নির্বাচন

১. হযরত বিলাল (রা)। তিনি মসজিদে নববির মুয়াযযিন পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন।

২. হযরত আমর ইবনু মাকতুম কারাশি (রা)। মসজিদে নববির মুয়াযযিন নির্বাচিত হয়েছিলেন।

৩. হযরত আবু মাহজুরা হামজি কারাশি (রা)। তিনি মক্কা মোকাররমার মসজিদে হারামের মুয়াযযিন পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

পরিচ্ছেদ-১৪

মহানবী (স) এর কতিপয় দুশমন

আবু জাহল, ওকবা বিন আবু মুয়িত, আবু লাহাব, আস বিন ওয়ায়েল, আসওয়াদ বিন আবদে ইয়াগদুস, আসওয়াদ বিন আবদুল মুত্তালিব, ওয়ালিদ বিন মুগিরা ও নজর বিন হারিস।

পরিচ্ছেদ-১৫

ইসলাম ধর্ম প্রচারে প্রচণ্ড বাধাপ্রদানকারী

১. হাশেমি গোষ্ঠীর দুরাচার আবু জাহল;

২. হাশেমি গোষ্ঠীর দুর্মতি আবু লাহাব;

www.pathagar.com

৩. আবদুদ্দার গোষ্ঠীর বিখ্যাত বীর তালহা;
৪. উমাইয়া গোষ্ঠী নেতা আবু সুফিয়ান (পরে তিনি ঈমান এনেছিলেন)।

পরিচ্ছেদ-১৬
ইসলামের কতিপয় ঘৃণ্য দুশমন

১. আমর ইবনু হিশাম;
২. আবু লাহাব ইবনু আবদুল মুত্তালিব;
৩. উতবা ইবনু আবু মুয়িত;
৪. উমাইয়া ইবনু খালফ;
৫. উবাই ইবনু খালফ;
৬. নজর ইবনু হারিস।

পরিচ্ছেদ-১৭
নির্বাচিত সাহাবা

১. উসমান ইবনু আফ্ফান (রা);
২. সাইদ ইবন আওয়াম (রা);
৩. সাইদ বিন যায়েদ (রা);
৪. আবদুল্লাহ ইবনু মাসউদ (রা);
৫. আবুজার গিফারি (রা);
৬. বিলাল ইবনু রাবাহ (রা);
৭. আবু ফাকিহ (রা);
৮. আমির ইবনু ফুহাইর (রা);
৯. লাবিনা (রা);
১০. জুনায়ের (রা);
১১. সুহায়েব ইবনু সিনান রূমি (রা);
১২. খাববাব ইবনু আরাত (রা);
১৩. আম্মার (রা)।

পরিচ্ছেদ-১৮
রাসূল (স) এর যুদ্ধোপকরণ ও ব্যবহার্য সামগ্রীর নাম

৯ টি তরবারি :

১. মাহূর;
২. উদুব;
৩. জুলফিকার;
৪. কেলঈ;
৫. বিত্তার;
৬. খনক;

www.pathagar.com

৭. দাসুব;
৮. মাখজাম;
৯. কাজিব।

সাতটি বর্ম :

১. জাতুল ফুযুল;
২. জাতুল বিশাহ;
৩. জাতুল হাওয়াশি;
৪. সাদিয়া;
৫. ফিন্দা;
৬. বিতারা;
৭. খারনফ।

৬টি বর্শা :

১. যওরা;
২. রওদা;
৩. সফরা;
৪. বায়দা;
৫. কছুম।

আর একটি বর্শার নাম জানা যায়নি।

কোমরবন্ধ : রাসূল (স) এর কাছে রূপায় বাঁধানো একটি কোমরবন্ধ ছিল।

তিনটি ঢাল :

১. যলুক;
২. ফাতাক;
৩. মুযিজ।

৫টি নেযা :

১. মাছওয়া; ২. মুনছানি; ৩. নুবআ; ৪. বায়দা; ৫. গেমরা।

২টি শিরস্ত্রাণ :

১. মোশেহ– লোহার টুপি। এতে তামা জড়ানো ছিল।

২. জূল মাসবুগ, এটি ছিল লৌহ নির্মিত মুখোশ।

জুব্বা : জিহাদে ব্যবহারের জন্য রাসূল (স) এর তিনটি জুব্বা ছিল। তিনটি জুব্বার মধ্যে একটি সবুজ রেশমের বুনি দ্বারা তৈরি। হযরত (স) এটি জিহাদের ময়দানে বেশি ব্যবহার করতেন। জিহাদের ময়দানে রেশমি বস্ত্র ব্যবহার জায়েয আছে।

তাবু : হযরত (স) এর কুন নামক একটি তাঁবু ছিল।

তিনটি লাঠি :

১. উরজুন– এতে ঠেস দিয়ে তিনি দাঁড়াতেন।

২. মামশুক– এ লাঠিটিই চার খলিফার হাতে শোভা পেত।

৩. দিকন– লাঠিটি ২গজ বা তা থেকে কিছু লম্বা ছিল। এতে ভর করে তিনি উটের পিঠে আরোহণ করতেন। মউত নামে একটি ডান্ডা ছিল।

জীবজন্তু :

১. সকব নামক ধূসর বর্ণের ঘোড়া। দাজ নামে একটি গদী ছিল।

www.pathagar.com

২. এ ছাড়া মুর্তাযিজ, লাহিফ, লুযায, যরব, সাজা ওয়ার্দ ইত্যাদি নামে তাঁর মোট ৭টি ঘোড়ার বর্ণনা পাওয়া যায়।

৩. দুলদুল নামে সাদা খচ্চর।

৪. কাসওয়া নামে একটি উটনী। এতে চড়েই তিনি হিজরত করেন।

৫. ইয়াফুর নামে গাধা।

৬. কামার নামে বকরী।

পরিচ্ছেদ-১৯

রাসূল (স) এর পোশাক

মুহাম্মদ (স) এর সাহাব নামক একটি পাগড়ী ছিল। তাসমা নামে এক জোড়া মোজা ছিল। তিনি ইয়ামানি চাদর, সবুজ চাদর, টুপি, লুঙ্গী, জুব্বা, কুবা, কামিস, পাজামা, ইজার, মোজা সব কিছুই ব্যবহার করতেন। সাদা রং ছিল হযরত (স) এর প্রিয় রং।

পরিচ্ছেদ-২০

রাসূলুল্লাহর (সা) ইনতিকাল

১. ১১শ হিজরীর ৩০ সফর শেষ বুধবার রাসূলুল্লাহ (স) জ্বর ও মাথার বেদনায় আক্রান্ত হন।

২. পরের দিন অর্থাৎ বৃহস্পতিবার ১ রবিউল আউয়াল রোমকদের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠাবার জন্যে উসামা ইবনু যায়েদ (রা) এর মাথায় নিজ হাতে সেনাপতিত্বের পাগড়ী বেঁধে দেন। ঐ দিন তিনি খুবই অসুস্থ ছিলেন।

৩. অসুখের ৪র্থ দিনে ৩ রবিউল আউয়াল সঙ্গীদের নিয়ে গোরস্থানে বাকিউল গারকাদ-এ শেষবারের মত কবর জিয়ারত করেন। তিনি বলেন, "আমাকে আদেশ করা হয়েছে যারা মারা গেছে তাদের জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে"। ঐ সময় তিনি হযরত মাইমুনার (রা) ঘরে ছিলেন। তিনি তাঁর সকল সহধর্মীনীদের ডেকে আয়েশা (রা) এর ঘরে তাঁর পরিচর্যার অনুমতি নিলেন।

৪. ৭ রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম বুধবার তিনি এক বক্তৃতায় মুহাজির ও আনসারদের নসিহাত করেন।

৫. পরের দিন ৮ রবিউল আউয়াল বৃহস্পতিবার রোগ খুব বেড়ে যায় এবং তিনি কিছু লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন কিন্তু লেখা আর হয়ে উঠেনি।

৬. ১১ রবিউল আউয়াল রবিবার রাসূল (স) এর চাচা আব্বাস (রা) তাঁকে 'লাদুদ' নামক ঔষধ সেবন করান। একটু হুঁশ হলে তিনি এতে রাগ প্রকাশ করেন।

www.pathagar.com

৭. ১২ রবিউল আউয়াল রবিবার ভোরে রাসূল (স) আয়েশা (রা) এর হুজুরার পর্দা সরিয়ে দেখলেন মুসলমানগণ হযরত আবু বকর (রা) এর পিছনে ফজরের নামাজ আদায় করছে। এতে তিনি খুশী হয়ে একটু হাসলেন।

৮. ১২ রবিউল আউয়াল দিনের শেষভাগে আনুমানিক সন্ধ্যা ৬টার সময় 'হে আল্লাহ! হে আমার পরম বন্ধু' এই বলে ৬৩ বছর বয়সে মহানবী (স) ৬৩২ খ্রি. ৭ জুন সোমবার ইনতিকাল করেন। ইন্না লিল্লাহে অইন্নাইলাইহে রাজিউন। তাঁর মোট জীবনকাল ২২,৩৩০ দিন ৬ ঘণ্টার মত।

৯. মদিনায় অবস্থান : ১০ বছর।

১০. গোছল: হযরত আলী, হযরত আব্বাস, আব্বাসের দুই ছেলে ফজল ও কুছাম, উসামা বিন যায়েদ (রা) গোছল করালেন। হযরত (স) এর মুক্ত গোলাম শুকরান পানি ঢাললেন। হযরত (স) কে কাপড় পরিহিত অবস্থায় গোছল করান হয়। তিনি চাদর ও লুঙ্গি পরিহিত অবস্থায় ইনতিকাল করেন।

১১. হযরত আলী (রা) কে সম্বোধন ও শেষ সতর্কবাণী 'সাবধান! তোমাদের দাস-দাসীদের প্রতি নির্মম হবে না'।

১২. হযরত আয়েশা (রা) এর কোলে শেষ বাণী- 'সাবধান! সালাত! সালাত! তোমাদের দাস-দাসী গরীব মানুষ'।

১৩. ইনতিকালের সময় রাসূলুল্লাহ (স) এর কাছে মাত্র সাত দিরহাম ছিল। তাও তিনি গরীবদের মধ্যে বিতরণ করে দেন।

১৪. মহানবীর (স) জানাযার সালাত। ১৩ রবিউল আউয়াল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সম্পন্ন করে বুধবার মাঝরাতে তাঁর প্রিয় শহর মদিনার বুকে আয়েশা (রা) এর ঘরে (যেখানে তিনি ইনতিকাল করেন পরবর্তীকালে মসজিদে নববির সম্প্রসারণের ফলে রওজা মুবারক মসজিদে ভিতরে পড়ে যায়) রাসূল (স) কে দাফন করা হয়।

উল্লেখ্য যে, রাসূল (স) এর জানাযার সালাতে কেউ ইমামতি করেননি। আলী, ফজল, কুছাম এবং শুকরান (রা) কবরে নেমে লাশ রাখেন। হযরত বিলাল (রা) কবরে পানি ছিটান।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ৯
খুলাফা-ই-রাশিদুন

পরিচ্ছেদ-১
পরিচয়

প্র ঃ খুলাফা-ই-রাশিদুন কোন ভাষার শব্দ?
- আরবী ভাষার।

প্র ঃ খুলাফা-ই-রাশিদুন অর্থ কী?
- সুপথগামী প্রতিনিধিগণ।

প্র ঃ খুলাফা-ই-রাশিদুন কয়জন?
- ৪ জন।

প্র ঃ খুলাফা-ই-রাশিদুনের নামগুলো কী কী?
- ১. হযরত আবু বকর (রা); ২. হযরত ওমর (রা);
  ৩. হযরত উসমান (রা); ৪. হযরত আলী (রা)।

প্র ঃ খুলাফা-ই-রাশিদুন কত বছর ইসলামী রাষ্ট্রের শাসনকার্য পরিচালনা করেন?
- ৩০ বছর।

প্র ঃ খুলাফা-ই-রাশিদুনের প্রথম খলিফা কে?
- হযরত আবু বকর (রা)।

পরিচ্ছেদ-২
১. হযরত আবু বকর (রা)

প্র ঃ হযরত আবু বকর (রা) এর বাল্য নাম কী?
- আবদুল্লাহ।

প্র ঃ হযরত আবু বকর (রা) এর পিতার নাম কী?
- উসমান (রা)।

প্র ঃ হযরত আবু বকর (রা) এর পিতার ডাক নাম কী ছিল?
- আবু কোহাফা (রা)।

প্র ঃ তাঁর মাতার নাম কী?
- হযরত উম্মুল খায়ের সালমা (রা)।

প্র ঃ হযরত আবু বকর (রা) এর গোত্রের নাম কী?
- বানু তাইম।

www.pathagar.com

প্র ঃ হযরত আবু বকর (রা) কিসের ব্যবসায় করতেন?

- কাপড়ের।

প্র ঃ মুহাম্মদ (স)-এর নবুওয়াত প্রাপ্তির সময় আবু বকর (রা) কোথায় ছিলেন?

- ইয়ামান।

প্র ঃ কী কারণে মহানবী (স) হযরত আবু বকর (রা) কে সিদ্দিক উপাধিতে ভূষিত করেন?

- দ্রুত ইসলাম কবুল করার কারণে।

প্র ঃ বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করেন?

- হযরত আবুবকর (রা)।

প্র ঃ তাবুক অভিযানের সময় আবু বকর (রা) কী দান করেছিলেন?

- তাঁর যথাসর্বস্ব।

প্র ঃ মহানবী (স) এর সুখে-দুখে কে তাঁকে ছায়ার মত অনুসরণ করতেন?

- হযরত আবুবকর (রা)।

প্র ঃ মহানবী (স) তাঁর জীবনের শেষ তিন দিনের জন্য তাঁর স্থলে কাকে ইমামতি করার আদেশ দিয়েছিলেন?

- হযরত আবুবকর (রা) কে।

প্র ঃ 'হযরত আবু বকর (রা) কে ইসলামের খিদমতের ব্যাপারে কেউ অতিক্রম করতে সক্ষম হবে না'– এটি কার বাণী?

- হযরত উমর (রা) এর।

প্র ঃ মহানবী (স) এর ইনতিকালের পর কে তাঁর কপাল চুম্বন করেছিলেন?

- হযরত আবু বকর (রা)।

প্র ঃ ভণ্ড নবীদের আবির্ভাব হয়েছিল কখন?

- হযরত আবু বকর (রা) এর খেলাফতকালে।

প্র ঃ কে প্রথম বায়তুলমাল প্রতিষ্ঠা করেন?

- হযরত আবু বকর (রা)।

প্র ঃ কার সময়ে কুরআন সংকলন পরিষদ গঠিত হয়?

- হযরত আবু বকর (রা)-এর সময়ে।

প্র ঃ পুস্তকাকারে লিপিবদ্ধ কুরআন মজিদের এক কপি কার কাছে আমানত রাখা হয়?

- হযরত হাফসা (রা)।

প্র ঃ হযরত আবু বকর (রা) কোন্ সালে ইনতিকাল করেন?

- ৬৩৪ সালে।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৩

আবু বকর (রা) কর্তৃক প্রেরিত ভণ্ড নবীদের সাথে যুদ্ধ

ক্রম.	বাহিনী প্রধানের নাম	যুদ্ধের স্থান	যে গোত্র/ব্যক্তির সাথে যুদ্ধ করতে হবে
১.	হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ	বাযাখতাহ ও বাতাহ	তুলাইহা, মালিক বিন নবাইরাহ
২.	হযরত আকরামা	ইয়ামামাহ	মুসাইলামা কাযযাব ও বনু হানিফা
৩.	মুহাজির ইবনু আবি উমাইয়া	ইয়ামান হাদরামাওত	আসওয়াদ আনাসী, কায়েস ইবনু আস
৪.	আমর বিন আস	আরব ও সিরিয়া সীমান্ত	ওয়াদিয়াহ ও হারিস
৫.	খালিদ ইবনু সাঈদ	সিরিয়া সীমান্ত	স্থানীয় গোত্রসমূহ
৬.	আলা ইবনু হাদরামী	বাহরাইন	আল হাতাম ইবনু দাবিআহ
৭.	সুতায়দ ইবনু মাকরান	ইয়ামানের নিম্নাঞ্চল	লাকিত ইবনু আলিক আল আয্‌দি
৮.	আলীলাহ ইবনু হারছামা	মাহ্‌রাহ্	বনুসালিম ও হাওয়াযিন
৯.	হুযায়ফা ইবনু মুহসিন	আম্মান	মুসায়লামা ও বনুহানিফ
১০.	তুরাইফা	আরবের উত্তরাঞ্চল	
১১.	শারাহজিল ইবনু হাসনাহ	ইয়ামামাহ	ইকরামার সাথে।

পরিচ্ছেদ-৪

এক নজরে হযরত আবু বকর (রা) জীবনপঞ্জি

ক্রম.	কর্ম	খ্রিস্টাব্দ
১	জন্ম	৫৭৩
২.	ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ	৬১০
৩.	রাসূলুল্লাহ (স) এর সঙ্গে থেকে মদিনায় হিজরত	৬২২
৪.	বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৪
৫.	উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৫
৬.	খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৭
৭.	হুদাইবিয়ার সন্ধিতে উপস্থিতি	৬২৮

www.pathagar.com

৮.	হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৯
৯.	রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে মক্কা অভিযান	৬৩০
১০.	প্রথম খলিফা হিসেবে নির্বাচিত	৬৩২
১১.	পারস্য অভিযান	৬৩৩
১২.	ভণ্ড নবীদের দমন, রিদ্দা যুদ্ধ	৬৩২-৬৩৩
১৩.	সিরিয়া অভিযান	৬৩৪
১৪.	ইন্তিকাল	৬৩৪

পরিচ্ছেদ-৫

২. হযরত উমর (রা)

প্র ঃ হযরত উমর (রা) এর ডাক নাম কী ছিল?

- আবু হাফসা।

প্র ঃ হযরত উমর (রা) এর পিতার নাম কী ছিল?

- খাত্তাব।

প্র ঃ হযরত উমর (রা) এর মাতার নাম কী ছিল?

- হানতাম।

প্র ঃ কোন্ সূরার আয়াত শ্রবণে হযরত উমর (রা) এর মনপ্রাণ বিগলিত হয়েছিল এবং তিনি ইসলাম কবুল করেছিলেন?

- সূরা ত্বাহা।

প্র ঃ ইসলাম কবুল করার সময় হযরত উমর (রা) এর বয়স কত ছিল?

- ৩৩ বছর।

প্র ঃ হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণ করার পর মহানবী (স) তাঁকে কী উপাধিতে ভূষিত করেন?

- ফারূক।

প্র ঃ ফারূক শব্দের অর্থ কী?

- সত্য-মিথ্যার মধ্যে প্রভেদকারী।

প্র ঃ কার ইসলাম গ্রহণের পর থেকে কাবা গৃহের প্রাঙ্গণে প্রকাশ্যভাবে সালাত আদায় শুরু হয়?

- হযরত উমর (রা)-এর।

প্র ঃ কার প্রস্তাবে আযান ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়?

- হযরত উমর (রা)-এর।

www.pathagar.com

প্র ঃ মক্কা বিজয়ের সময় কে কুরাইশ দলপতি আবু সুফিয়ানকে বন্দী করেন?

- হযরত উমর (রা)।

প্র ঃ হযরত আবুবকর (রা) এর খেলাফতকালে কে কাযির দায়িত্ব পালন করেন?

- হযরত উমর (রা)।

প্র ঃ হযরত আবুবকর (রা) এর প্রধান উপদেষ্টা কে ছিলেন?

- হযরত উমর (রা)।

প্র ঃ হযরত আবুবকর (রা) এর ইনতিকালের পর কোন্ সালে হযরত উমর (রা) মুসলিম জাহানের খলিফা নিযুক্ত হন?

- ৬৩৪ খ্রিষ্টাব্দে।

প্র ঃ হিজরী সাল গণনার প্রবর্তনকারী কে?

- হযরত উমর (রা)।

প্র ঃ কার খিলাফতকালে সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়?

- হযরত উমর (রা)।

প্র ঃ মহাবীর খালিদ (রা) কে সেনাপতির পদ থেকে কার আদেশে অপসারণ করা হয়?

- হযরত উমর (রা)।

প্র ঃ কোন্ খলিফা প্রখর রৌদ্রে উত্তপ্ত বালুর ওপর বিনা বালিশে শুয়ে থাকতেন?

- হযরত উমর (রা)।

প্র ঃ কোন্ খলিফা ভৃত্যকে উটের পিঠে উঠিয়ে নিজে উটের রশি ধরে হেঁটে সাম্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন?

- হযরত উমর (রা)।

প্র ঃ কে নিজের মাথায় খাদ্যের বস্তা বহন করে ক্ষুধার্ত প্রজাদের বাড়ি পৌঁছে দিতেন?

- হযরত উমর (রা)।

প্র ঃ কে হযরত উমর (রা) কে ছুরিকাঘাত করে শহীদ করেছিল?

- আবু লুলু নামক জনৈক পারসিক ক্রীতদাস।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৬

একনজরে হযরত উমর (রা) জীবনপঞ্জি

ক্রম.	কর্ম	খ্রিস্টাব্দ
১.	জন্ম	৫৮৩
২.	ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ	৬১৬
৩.	মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত	৬২২
৪.	বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৪
৫.	উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৫
৬.	খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৭
৭.	হুদাইবিয়ার সন্ধিতে উপস্থিতি	৬২৮
৮.	খায়বার যুদ্ধে যোগদান	৬২৯
৯.	রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে মক্কা বিজয়ে অভিযান	৬৩০
১০.	প্রথম খলিফা শাসনকালে বিচার ও যাকাত মন্ত্রী	৬৩২
১১.	দ্বিতীয় খলিফা নির্বাচিত	৬৩৪
১২.	কাদেসিয়ার যুদ্ধ	৬৩৬
১৩.	জেরুজালেমের সন্ধি	৬৩৭
১৪.	জাজিরা বিজয়	৬৩৮
১৫.	মিসর বিজয়	৬৩৯-৪২
১৬.	নাহরাওয়ানের যুদ্ধ	৬৪২
১৭.	বারক যুদ্ধ	৬৪৩
১৮.	ঘাতক কর্তৃক শাহাদাত বরণ	৬৪৪

পরিচ্ছেদ-৭

৩. হযরত উসমান (রা)

প্র ঃ মুসলিম জাহানের তৃতীয় খলিফার নাম কী?

- হযরত উসমান (রা)।

প্র ঃ মুসলিম শাসনের তৃতীয় খলিফার উপনাম কী?

- আবু আমর।

প্র ঃ হযরত উসমান (রা) কে গনি বলা হতো কেন?

- ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন বলে।

প্র ঃ যুন্নুরাইন কার উপাধি?

- হযরত উসমান (রা)-এর।

www.pathagar.com

প্র ঃ উসমান (রা) কত বছর বয়সে মুসলিম জাহানের খলিফা নির্বাচিত হন?

- ৭০ বছর।

প্র ঃ বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য হযরত উসমান (রা) কোন বাঁধটি নির্মাণ করেছিলেন?

- মাহরুষ।

প্র ঃ হযরত উসমান (রা) কে 'জামিউল কুরআন' বলা হতো কেন?

- কুরআন একত্রিত করেছিলেন বলে।

প্র ঃ হযরত উসমান (রা) এর হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হওয়ার কত দিন পর হযরত আলী (রা) খলিফা নিযুক্ত হন?

- ৬ দিন।

পরিচ্ছেদ-৮

এক নজরে হযরত উসমান (রা) এর জীবনপঞ্জি

ক্রম.	কর্ম	খ্রিস্টাব্দ
১.	জন্ম	৫৭৩
২.	ইসলাম ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ	৬১৫
৩.	সস্ত্রীক হাবশায় হিজরত	৬১৫
৪.	মদিনায় হিজরত	৬২২
৫.	উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৫
৬.	খন্দক যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৭
৭.	হুদাইবিয়ার সন্ধিতে উপস্থিতি	৬২৮
৮.	খায়বার যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৯
৯.	রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে মক্কা বিজয়ে পথে অভিযান	৬৩০
১০.	মজলিসে শূরার সদস্য	৬৩২-৪৪
১১.	তৃতীয় খলিফা নির্বাচিত	৬৪৪
১২.	রোমানদের আক্রমণ	৬৪৬
১৩.	সাইপ্রাস বিজয়	৬৪৯
১৪.	পারস্যের বিদ্রোহ দমন	৬৫০
১৫.	নৌযুদ্ধে রোমানদের পরাজয়	৬৫১
১৬.	রোডস দ্বীপ বিজয়	৬৫৪
১৭.	বিদ্রোহীদের হাতে শাহাদাতবরণ	৬৫৬

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৯

৪. হযরত আলী (রা)

প্র ঃ হযরত আলী (রা) মহানবী (স) এর কোন চাচার পুত্র ছিলেন?

- আবু তালিব।

প্র ঃ হযরত আলী (রা) কত বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণ করেন?

- ১০ বছর।

প্র ঃ হিজরতের রাতে শত্রু পরিবেষ্টিত গৃহে মহানবী (স) এর বিছানায় কে শায়িত ছিলেন?

- হযরত আলী (রা)।

প্র ঃ মহানবী (স) এর কোন কন্যাকে হযরত আলী (রা) বিবাহ করেছিলেন?

- ফাতেমা (রা)।

প্র ঃ আলী (রা)-এর নামকরণ কে করেন?

- তাঁর মাতা।

প্র ঃ আলী (রা) এর নাম হায়দার রেখেছিলেন কে?

- পিতা আবু তালিব।

প্র ঃ হযরত আলী (রা) এর সন্তান সংখ্যা কত?

- ৩২ জন। (১৬ জন পুত্র, ১৬ জন কন্যা)

প্র ঃ বদর যুদ্ধে হযরত আলী (রা) কাকে পরাজিত করে খ্যাতি অর্জন করেন?

- আমর ইবনু আবু জুদকে।

প্র ঃ মহানবী (স) কাকে যুলফিকার নামক তলোয়ার দান করেছিলেন?

- হযরত আলী (রা) কে।

প্র ঃ মহানবী (স) হযরত আলী (রা) এর অসাধারণ বীরত্বের জন্য তাঁকে কী উপাধিতে ভূষিত করেন?

- আসাদুল্লাহ।

প্র ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির লেখক কে ছিলেন?

- হযরত আলী (রা)।

প্র ঃ হযরত আলী (রা) এর বিদ্রোহী দলের নাম কী?

- খারেজি।

www.pathagar.com

প্র ঃ 'আমি বিদ্যার শহর আর আলী তার দরজা স্বরূপ'-এটি কার বাণী এবং কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছিল?

- মহানবী (স) এর; হযরত আলী (রা) এর প্রসঙ্গে।

প্র ঃ হযরত আলী (রা) এর হত্যাকারীর নাম কী?

- আবদুর রহমান ইবনু মুলজাম (৬৬১ খ্রি.)।

পরিচ্ছেদ-১০

এক নজরে হযরত আলীর (রা) জীবনপঞ্জি

ক্রম.	কর্ম	খ্রিস্টাব্দ
১.	জন্ম	৬০০
২.	ইসলাম ধর্মে দীক্ষাগ্রহণ	৬১০
৩.	মক্কা থেকে মদিনায় হিজরত	৬২২
৪.	বিবাহ	৬২৪
৫.	বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৪
৬.	উহুদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৫
৭.	খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৭
৮.	হুদাইবিয়ার সন্ধিপত্রের লেখক	৬২৮
৯.	হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ	৬২৯
১০.	রাসূলুল্লাহ (স) এর সাথে মক্কা বিজয়ের পথে অভিযান	৬৩০
১১.	ইয়ামানের ইসলাম প্রচারক ও মজলিসে শূরার সদস্য	৬৩২
১২.	চতুর্থ খলিফা নির্বাচিত	৬৫৬
১৩.	মদিনা থেকে কুফায় রাজধানী নিয়ে যাওয়া	৬৫৬
১৪.	সিফ্‌ফিনের যুদ্ধ	৬৫৭
১৫.	নাহরাওয়ানের যুদ্ধ	৬৫৮
১৬.	ঘাতকের হাতে শাহাদাতবরণ	৬৬১

www.pathagar.com

অধ্যায় : ১০

ইসলামের ঐতিহাসিক যুদ্ধ

পরিচ্ছেদ-১

ইসলামের ঐতিহাসিক যুদ্ধ

ক্রম.	যুদ্ধের নাম	সময়কাল	যুদ্ধরত দল	বিজয়ী দল
১.	বদর	৬২৪	মুসলিম-অমুসলিম	মুসলিম
২.	উহুদ	৬২৫	মুসলিম-অমুসলিম	অমুসলিম
৩.	খন্দক	৬২৭	মুসলিম-অমুসলিম	মুসলিম
৪.	হুদাইবিয়া	৬২৮	মুসলিম-অমুসলিম	মুসলিম
৫.	মুতা	৬২৯	মুসলিম-অমুসলিম	মুসলিম
৬.	খাইবার	৬২৯	মুসলিম-অমুসলিম	মুসলিম
৭.	মক্কা বিজয়	৬৩০	মুসলিম-অমুসলিম	মুসলিম
৮.	হুনাইন	৬৩০	মুসলিম-অমুসলিম	মুসলিম
৯.	ইয়ারমুক	৬৩৬	মুসলিম-অমুসলিম	মুসলিম
১০.	কাদেসিয়া	৬৩৭	মুসলিম-অমুসলিম	মুসলিম
১১.	জেরুজালেম বিজয়	৬৩৮	মুসলিম-ইয়াহুদি	মুসলিম
১২.	নাহ্‌রাওয়ানের যুদ্ধ	৬৪৩		
১৩.	আলেকজান্দ্রিয়া	৬৪৩	মুসলিম	
১৪.	উষ্ট্রের যুদ্ধ		মুসলিম-অমুসলিম	মুসলিম
১৫.	সিফ্‌ফিন	৬৫৭	মুসলিম-মুসলিম	
১৬.	মুসলমানদের স্পেনে পদার্পণ	৭১১		
১৭.	স্পেন বিজয়	৭২০	মুসলিম-অমুসলিম	মুসলিম
১৮.	জেরুজালেম পুনর্দখল (সালাইউদ্দিন কর্তৃক)	৭১৮		

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-২

বদরের যুদ্ধে শহিদ হয়েছেন যাঁরা

১.	হযরত উবায়দা ইবনুল হারিছ (রা)	মুহাজির
২.	হযরত উমায়ের ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা)	মুহাজির
৩.	হযরত যুশ-শিমালাইন (রা)	মুহাজির
৪.	হযরত আকিল ইবনুল বুকাইর (রা)	মুহাজির
৫.	হযরত মাহজা ইবনু সালেহ (রা)	(হযরত ওমর (রা) এর আযাদকৃত দাস)
৬.	হযরত সাফওয়ান ইবনু বাইদা (রা)	মুহাজির
৭.	হযরত সাদ ইবনু খায়ছামা (রা)	আনসার
৮.	হযরত মুবাশ্বার ইবনু আবদুল মুনযির (রা)	আনসার
৯.	হযরত মুবায়র ইবনুল হুমাম (রা)	আনসার
১০.	হযরত ইয়াযিদ ইবনু হারিছ (রা)	আনসার
১১.	হযরত রাফি ইবনু মুআল্লা (রা)	আনসার
১২.	হযরত হারিসা ইবনু সুরাকা (রা)	আনসার
১৩.	হযরত আওফ ইবনু হারিস (রা)	আনসার
১৪.	হযরত মুআওবিয ইবনু হারিস (রা)	আনসার

পরিচ্ছেদ-৩

বদর যুদ্ধের ফিরিশ্‌তাদের নাম

১. হযরত জিবরাইল (আ);
২. হযরত মিকাইল (আ);
৩. হযরত ইসরাফিল (আ);

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৪
বিভিন্ন যুদ্ধের টুকিটাকি

১. বদর

প্র ঃ এ যুদ্ধের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?

- মুসলমান : ৩১৩ ও কুরাইশ : ১০০০।

প্র ঃ এ যুদ্ধের সেনাপতি কে কে ছিল?

- মুসলমানদের রাসূল (স) স্বয়ং; কুরাইশদের ওতবা বিন রবিআ।

প্র ঃ এ যুদ্ধে মোট কতজন শাহাদাত ও মৃত্যুবরণ করেন?

- শাহাদাত -১৪ জন (মুসলমান)
  মৃত্যুবরণ–৭০ জন (কুরাইশ)।

প্র ঃ কোন্ সাহাবী নিজের কাটা হাতকে পায়ে চেপে ধরে পুনরায় জিহাদে অংশগ্রহণ করেন?

- হযরত মুআজ (রা)।

প্র ঃ কে আবু জাহলকে হত্যা করেন?

- হযরত মুআওয়েজ ও মুআজ (রা) নামক অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুই সাহাবী।

প্র ঃ কোন্ সাহাবী যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করতে দেয়ার জন্য কেঁদেছিলেন?

- হযরত উমায়ের বিন ওয়াককাস (রা)।

২. উহুদ

প্র ঃ এ যুদ্ধের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?

- মুসলমান– ৭০০
  কুরাইশ– ৩০০০।

প্র ঃ এ যুদ্ধে কতজনের শাহাদাত ও মৃত্যু ঘটে?

- শাহাদাত– ৭০ জন (মুসলমান)
  মৃত্যু– ২৩ জন (কুরাইশ)

প্র ঃ হযরত হামযা (রা) কোন যুদ্ধে শহীদ হন?

- উহুদের যুদ্ধে।

প্র ঃ কে হযরত হামযা (রা) এর কলিজা চর্বণ করেছিল?

- আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দা।

প্র ঃ ফিরিশ্তাগণ কোন্ সাহাবীকে ফরয গোসল দিয়েছিলেন?

- হযরত হানযালা (রা) কে।

প্র ঃ কার বর্শার আঘাতে রাসূল (স) এর দাঁত মোবারক শহীদ হয়?

- উতবা বিন আবি ওয়াক্কাসের। (আবু সাইদ খুদরীর (রা) বর্ণনা মতে)

www.pathagar.com

প্র ঃ এ যুদ্ধে রাসূল (স) কার হাতে ইসলামের পতাকা বহন করতে দিয়েছিলেন?

- হযরত মুসআ বিন ওমায়ের (রা) এর হাতে।

প্র ঃ এ যুদ্ধে কোন্ দুইজন কিশোর অংশগ্রহণ করেছিল?

- ১. রাফে বিন খাদিজ ও
  ২. ছামুরা (রা)।

প্র ঃ এ যুদ্ধে কোন্ কোন্ মুসলিম রমণী অংশগ্রহণ করেছিল?

- ১. হযরত আয়েশা (রা);
  ২. হযরত উম্মে সুলাইমা (আনাস (রা)-এর মা)
  ৩. হযরত উম্মে লুহাইত (আবু সাঈদ খুদরীর (রা)-এর মা)।

৩. খন্দক

প্র ঃ এ যুদ্ধে সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?

- মুসলমান– ৩,০০০ জন;
  কাফির– ১৮,০০০ জন।
  (ফতহুল বারীর লেখকের মতে– ১০,০০০ জন)

প্র ঃ কে পরিখা খননের পরামর্শ দেন?

- হযরত সালমান ফারসি (রা)।

প্র ঃ পরিখা খননে কতজন সাহাবীর কতদিন প্রয়োজন হয়?

- ৩০০০ সাহাবীর ৬ দিন। (সিরাতুন্নবীতে ২০ দিনের কথা উল্লেখ আছে)

প্র ঃ এ যুদ্ধে কতদিন মুসলমানগণ মদিনায় অবরুদ্ধ ছিল?

- ১৫ দিন।

প্র ঃ এ যুদ্ধে সেনাপতির দায়িত্ব কে পালন করেন?

- মুসলমানদের স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স)
  কাফিরদের– আবু সুফিয়ান।

৪. হুদাইবিয়ার সন্ধি

প্র ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধি কত তারিখে হয়?

- ৬ষ্ঠ হিজরী (৬২৮ খ্রি. ফেব্রুয়ারি মাসের সোমবার)।

প্র ঃ এ সময় সাহাবীদের সংখ্যা কত ছিল?

- প্রায় ১৪০০ (চৌদ্দশত)।

www.pathagar.com

সন্ধির লেখক কে?

হযরত আলী (রা)।

মহানবী কাকে কুরাইশদের কাছে প্রেরণ করেন?

হযরত উসমান (রা) কে। (তাঁকে কুরাইশরা বন্দী করে রাখে)

কে কুরাইশদের প্রতিনিধি ছিল?

সুহায়েল বিন আমর।

এই সন্ধির পর কে কে ইসলাম গ্রহণ করেন?

১. হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ ও ২. হযরত আমর ইবনুল আস।

হুদাইবিয়ার স্থানটির বর্তমান নাম কী?

শমীসা।

পরিচ্ছেদ-৫

জিহাদ

জিহাদ শব্দটির অর্থ কী?

জোর প্রচেষ্টা করা, কঠোর পরিশ্রম করা, সংগ্রাম করা, কোন উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বাত্মক ও চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালানো।

জিহাদ এর পারিভাষিক অর্থ কী?

আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে আল্লাহর কালিমাকে বুলন্দ করা ও আল্লাহ প্রদত্ত পরিপূর্ণ দ্বীনকে বিজয়ী আদর্শ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টাকেই জিহাদ বলা হয়।

জিহাদ কত প্রকার ও কী কী?

৬ প্রকার। যথা– ১. শারীরিক জিহাদ; ২. নাফস বা প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ; ৩. আর্থিক জিহাদ; ৪. জ্ঞানার্জন ও চর্চার জিহাদ; ৫. সামাজিক অনাচার ও অনৈসলামিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জিহাদ; ৬. লেখা ও বক্তৃতার মাধ্যমে জিহাদ।

জিহাদের বিধান কী কী?

১. ফরয; ২. ফরযে আইন; ৩. ওয়াজিব ও ৪. মুস্তাহাব।

www.pathagar.com

প্র ঃ জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কী?

- সমস্ত বাতিল মতাদর্শের উপর ইসলামের প্রাধান্য ও বিজয় প্রতিষ্ঠা করা।

প্র ঃ কাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয?

- যারা ইসলামকে নিশ্চিহ্ন করতে উদ্যত।

প্র ঃ মুজাহিদ করা?

- যারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে।

প্র ঃ শহীদ কারা?

- যারা আল্লাহর পথে জিহাদে প্রাণ বিসর্জন দেন।

প্র ঃ গনিমত শব্দের অর্থ কী?

- কৃতকার্যতা লাভ করা, যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ অর্জন করা।

প্র ঃ গনিমতের পারিভাষিক অর্থ কী?

- কাফির ও মুশরিকদের সাথে সংগ্রাম করার পর মুসলমানগণ যে ধন-সম্পদ অর্জন করে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ১১
ফিক্‌হ্ শাস্ত্র

পরিচ্ছেদ-১
ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের পরিচয়

ফিক্‌হ্ শব্দটি আরবী। এর শাব্দিক অর্থ বুঝা, সূক্ষ্ম চিন্তা-গবেষণা করা, স্মরণ করা ইত্যাদি। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায়-যে শাস্ত্র পাঠ করলে ইসলামী শরীআতের বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতিসমূহ সার্বিক ও বিস্তারিতভাবে জানা যায়, তাকে ফিক্‌হ্ শাস্ত্র বলে।

কোন কোন ইসলামী চিন্তাবিদ বলেছেন– ইসলামী বিধি-বিধানগুলোর সমষ্টিকে ফিক্‌হ্ বলে।

বান্দার কাজের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত, মুস্তাহাব, মুবাহ, হালাল, হারাম, মাকরূহ ইত্যাদি আলোচনাই হলো ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের আলোচ্য বিষয়।

ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের লক্ষ্য হলো– আল্লাহ ও বান্দার হক সম্পর্কে জানা এবং তদানুযায়ী আমল করা। অন্যদেরকে উপরিউক্ত হক সমূহ জানানো এবং সে অনুযায়ী আমল করতে উৎসাহিত করা।

আর এর উদ্দেশ্য হলো– আল্লাহর সন্তোষ হাসিল, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ লাভ করা।

বিভিন্ন প্রশ্নোত্তর

প্র ঃ ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের উদ্ভাবক কে?

- ইমাম আবু হানিফা (র)।

প্র ঃ ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের মূল উৎস কয়টি ও কী কী?

- ৩টি। যথা– ১. কুরআন; ২. সুন্নাহ (হাদীস); ৩. সাহাবী ও তাবি'ঈদের গবেষণালব্ধ অভিমত।

প্র ঃ ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে মুতাকাদ্দেমিন কারা?

- ইমাম আবু হানিফা ও তাঁর সমসাময়িক ফিক্‌হ্‌বিদগণ।

প্র ঃ ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে মুতাআখ্‌খিরিন কারা?

- ইমাম আবু হানিফার পরের সময়ের ফিক্‌হ্‌বিদগণ।

প্র ঃ ফিক্‌হ্ শাস্ত্রে শায়খাইন কারা?

- ইমাম আবু হানিফা ও আবু ইউসুফ (র)।

www.pathagar.com

প্র ঃ ফিক্‌হ শাস্ত্রে তারফাইন কারা?

- ইমাম আবু হানিফা ও মুহাম্মদ (র)।

প্র ঃ ফিক্‌হ শাস্ত্রে সাহেবাইন কারা?

- ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র)।

প্র ঃ আয়িম্মাতুনা ছালাছা বলতে কাদেরকে বুঝায়?

- ইমাম আবু হানিফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মদ (র) কে।

প্র ঃ আয়িম্মাতুছ ছালাছা বলতে কাদেরকে বুঝায়?

- ইমাম মালিক, শাফি'ঈ ও ইমাম আহম্মদ (র) কে।

প্র ঃ রেওয়াতুয যাহির বলতে কী বুঝায়?

- ইমাম মুহাম্মদ (র) এর ৬টি কিতাবকে বুঝায়।

প্র ঃ সেগুলো কী কী?

- ১. জামে ছগির; ২. জামে কবির; ৩. সিয়ারুস সগির; ৪. সিয়ারুল কবির; ৫. মাবসুত; ৬. যিয়াদত।

প্র ঃ ফোকাহাদের স্তর কয়টি ও কী কী?

- ৭টি। যথা– ১. মুজতাহিদ ফিদ্ দিন; ২. মুজতাহিদ ও মাসায়েল; ৩. মুজতাহিদ ফিল মাযাহিব; ৪. আসহাবে তাখরিজ; ৫. আসহাবে তারজিহ; ৬. আসহাবে তামিয; ৭. মুকাল্লিদিন।

প্র ঃ ফিকহে হানাফির স্তর কয়টি ও কী কী?

- ৭টি। যথা– ১. মুজতাহিদ ফিল মাযাহিব; ২. মুজতাহিদ ফিল মাসায়িল; ৩. আসহাবে তাখরিজ; ৪. আসহাবে তারজিহ; ৫. আসহাবে তামিয; ৬. মুজতাহিদিনে মুতলাক; ৭. মুকাল্লিদিনে মুতলাক।

প্র ঃ আসহাবুনা বলে কাদেরকে বুঝানো হয়?

- হানাফি মতাবলম্বী ইমামদেরকে বুঝানো হয়।

প্র ঃ মহানবী (স) এর যুগ থেকে অদ্যবধি ফিক্‌হ শাস্ত্রের চর্চা ও সংকলন ইতিহাস কয়টি স্তর অতিক্রম করেছে এবং সেগুলো কী কী?

- ৬টি।

১. মহানবী (স) এর পবিত্র জীবদ্দশায় ইসলামী ফিক্‌হ।

২. শীর্ষস্থানীয় সাহাবায়ে কিরামের বর্তমানে ইসলামী ফিক্‌হ।

৩. সাধারণ সাহাবায়ে কিরাম ও তাবি'ঈনদের সমাসাময়িক যুগে ইসলামী ফিক্‌হ।

৪. ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্র যখন একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্রের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।

৫. ইসলামী ফিক্‌হ শাস্ত্র যখন মুনাযারা বা বিতর্কানুষ্ঠান বিদ্যায় পরিগণ্য হয়েছে।

৬. নিরেট তাকলিদ বা নির্দ্বিধায় অনুসরণ করার স্তর।

www.pathagar.com

প্র ঃ ইসলামী ফিক্‌হ-এর প্রথম স্তর কোনটি?

- অহি অবতীর্ণ হওয়ার প্রারম্ভ থেকে রাসূলুল্লাহ (স) এর তিরোধান পর্যন্ত।

প্র ঃ ইসলামী ফিক্‌হ-এর দ্বিতীয় স্তর কোনটি?

- হি. ১১-৪০ পর্যন্ত।

প্র ঃ ইসলামী ফিক্‌হ-এর তৃতীয় স্তর কোনটি?

- হিজরী ৪১ সাল থেকে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রারম্ভকাল পর্যন্ত।

প্র ঃ ইসলামী ফিক্‌হর চতুর্থ স্তর কোনটি?

- হিজরী ২য় শতাব্দীর প্রারম্ভ হতে হিজরী ৪র্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত।

প্র ঃ কোন্ খিলাফতকালে ইলমুল ফিক্‌হ শাস্ত্রাকারে পূর্ণাঙ্গভাবে সংকলন সম্পন্ন হয়?

- আব্বাসিয়া খিলাফতকালে।

পরিচ্ছেদ-২
চার ইমামের সংক্ষিপ্ত জীবনী

এক. ইমাম আবু হানিফা (র)

প্র ঃ ইমাম আবু হানিফার প্রকৃত নাম কী?

- নোমান বিন সাবিত।

প্র ঃ তাঁর উপনাম কী?

- আবু হানিফা।

প্র ঃ তাঁর বংশ তালিকা কী?

- নোমান বিন সাবিত বিন জাওতি বিন মাহ।

প্র ঃ তাঁর নোমান নামটি কার নামানুসারে রাখা হয়?

- আপন পিতামহের নামানুসারে।

প্র ঃ তিনি বাল্যকালে কার খিদমতে উপস্থিত হন?

- হযরত আনাস (র) এর খিদমতে।

প্র ঃ কত বছর বয়সে তিনি বিদ্যার্জনে মনোনিবেশ করেন?

- সতের বছর বয়সে।

প্র ঃ তিনি দশ বছর যাবত কার কাছে মাসয়ালার বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা শিক্ষা করেন?

- হযরত হাম্মাদ (র) এর কাছে।

প্র ঃ তার শিক্ষকের সংখ্যা কত?

- ৯৩ জন। মতান্তারে ৪,০০০

www.pathagar.com

প্র ঃ কোন খলিফা কত হিজরীতে তাঁকে কারাগারে আবদ্ধ করেন?
- খলিফা মনসুর, ১৪৪ হিজরীতে।

প্র ঃ ইমাম আবু হানিফা (র) তাঁর অগাধ পান্ডিত্য অর্জন সম্পর্কে কী বলেছেন?
- 'আমি যখন বিদ্যার্জনে ব্রতী হলাম, তখন আমি সকল প্রকার ইলমকে আমার অভিষ্ঠ লক্ষ্যরূপে স্থির করলাম। সুতরাং আমি এক একটি করে প্রত্যেক শাস্ত্র অধ্যয়ন করলাম'।

প্র ঃ কোন গ্রন্থে তাঁর ৮৮০ জন ছাত্রের নাম উল্লেখ করা হয়েছে?
- মুজামুল মুসান্নিফিন নামক গ্রন্থে।

প্র ঃ পৃথিবীর মুসলিম জনসংখ্যার কত অংশ হানাফি মাযহাবের অনুসারী?
- ৫৭% ভাগ।

প্র ঃ তিনি কত সালে কী অবস্থায় কিসের প্রতিক্রিয়ায় ইনতিকাল করেন?
- হিজরী ১৫০ সালে, সিজদারত অবস্থায়, বিষের প্রতিক্রিয়ায়।

প্র ঃ কতবার তাঁর জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়?
- ৬ বার।

প্র ঃ কোথায় তাঁকে সমাহিত করা হয়?
- বাগদাদের খায়েজরান নামক কবরস্থানে।

দুই. ইমাম শাফি'ঈ (র)

প্র ঃ ইমাম শাফি'ঈ (র) এর পূর্ণ নাম কী?
- আবু আবদুল্লাহ মুহাম্মদ বিন ইদ্রিস বিন উসমান বিন শাফি'ঈ আল মুত্তালেবি।

প্র ঃ তাঁর নবম পুরুষ কে?
- রাসূল (স) এর ৪র্থ পূর্বপুরুষ আবদে মান্নাফ।

প্র ঃ তিনি কোথায় কত হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন?
- ফিলিস্তিনের গাযাহ নামক স্থানে, ১৫০ হিজরীতে।

প্র ঃ কত বছর বয়সে তাঁর পিতা ইনতিকাল করেন?
- মাত্র দুই বছর বয়সে।

প্র ঃ পিতার মৃত্যুর পর তিনি কার কাছে লালিত পালিত হন?
- স্বীয় মাতার কাছে।

প্র ঃ কত বছর বয়সে তিনি কুরআন মাজিদ ও মুয়াত্তা মুখস্থ করেন?
- মাত্র দশ বছর বয়সে।

প্র ঃ কত বছর বয়সে শিক্ষক কর্তৃক তিনি ফতোয়া দেয়ার অনুমতি পান?
- মাত্র পনের বছর বয়সে।

প্র ঃ কার শাসনাকালে তিনি নাজরান প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন?
- খলিফা হারুনুর রশিদের শাসনকালে।

www.pathagar.com

প্র ঃ কত হিজরীতে তাঁর বিরুদ্ধে আলী (রা) এর বংশের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপিত হয়?

- ১৮৪ হিজরীতে।

প্র ঃ সরকারি পদ থেকে অপসারিত হওয়ার পর তিনি কোথায় গমন করেন?

- ইরাকে।

প্র ঃ তিনি কত বছর মিশরে অবস্থান করেন?

- সুদীর্ঘ ছয় বছর।

প্র ঃ তাঁর ফিক্‌হ কত প্রকার ও কী কী?

- দুই প্রকার। যথা–
  ১. পুরাতন মাযহাবের ফিক্‌হ, যা ইরাকে থাকাকালীন সময় সম্পাদনা করেন;
  ২. নতুন মাযহাবের ফিক্‌হ যা মিশরে থাকালীন সময় সম্পাদনা করেন।

প্র ঃ তাঁর প্রণীত প্রসিদ্ধ কিতাবের নাম কী?

- ক. রিসালাতু ফি আদিল্লাতিল আহকাম,
  খ. কিতাবুল উম্মি,
  গ. ইখ্‌তিলাফুল হাদীস।

প্র ঃ তিনি কত হিজরীতে কোথায় ইনতিকাল করেন?

- ২০৪ হিজরীতে, মিশরে।

তিন. ইমাম মালিক ইবনু আনাস (র)

প্র ঃ ইমাম মালিক (র) কত হিজরীতে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

- ৯৩ হিজরীতে, মদিনায়।

প্র ঃ তাঁর পূর্বপুরুষগণ কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন?

- ইয়ামেনের।

প্র ঃ তাঁর পিতার নাম কী?

- আনাস (রা)।

প্র ঃ তাঁর পিতামহের নাম কী?

- আবু আমের (রা)।

প্র ঃ তাঁর পিতামহ কি রাসূল (স) এর সাহাবী ছিলেন?

- হ্যাঁ; সাহাবী ছিলেন। যিনি বদর যুদ্ধ ব্যতীত সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

প্র ঃ তিনি কার কাছে হাদীস শাস্ত্র শিক্ষা করেন?

- আবদুর রহমান ইবনু হরমুয এর কাছে।

প্র ঃ তিনি কার কাছে ফিক্‌হ শাস্ত্র শিক্ষা করেন?

- হিজাজের প্রসিদ্ধ ফকিহ রবিয়াতুর রায় এর কাছে।

www.pathagar.com

প্র ঃ তিনি সারা জীবন কোথায় অবস্থান করেছিলেন?

- পবিত্র মদিনায়।

প্র ঃ তিনি কোথায় বসে জ্ঞানচর্চা করতেন?

- মসজিদে নববিতে বসে।

প্র ঃ তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থটির নাম কী?

- মুয়াত্তা ইমাম মালিক।

প্র ঃ এটি কোন বিষয় সংক্রান্ত গ্রন্থ?

- হাদীস সংক্রান্ত।

প্র ঃ তিনি কত বছর শিক্ষকতা ও ফতোয়ার কাজে লিপ্ত ছিলেন?

- ৫০ বছর।

প্র ঃ কারা তাঁর ফতোয়া ও উত্তরগুলোকে একত্রিত করেন?

- তাঁর শিষ্যগণ।

প্র ঃ শিষ্যদের এই একত্রিত সংকলনকে কী বলে?

- ফিক্‌হে মালিকি।

প্র ঃ তাঁর অন্যতম শিষ্য কে কে ছিলেন?

- ১. ইবনু ওহাব; ২. ইবনু কাসিম;
  ৩. আশহাব বিন ইয়াহইয়া; ৪. ইবনু আবদুল হাকিম প্রমুখ।

প্র ঃ কোন্ খলিফার সাথে কোন্ ব্যাপারে তাঁর মতদ্বন্দ্ব ছিল?

- খলিফা মনসুরের সাথে, তালাকের ব্যাপারে।

প্র ঃ তিনি হিজরী কত সালে কোথায় ইনতিকাল করেন?

- হিজরী ১৭৯ সালে, মদিনায়।

চার. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র)

প্র ঃ ইমাম আহমদের পূর্ণ নাম কী?

- আবু আবদুল্লাহ আহমদ বিন মুহাম্মদ বিন হাম্বল বিন হেলাল।

প্র ঃ তিনি হিজরী কত সালে কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

- হিজরী ১৬৪ সালে, বাগদাদে।

প্র ঃ কত বছর বয়সে তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে?

- মাত্র দুই বছর বয়সে।

www.pathagar.com

প্র ঃ এরপর তিনি কোথায় লালিত-পালিত হন?

- তাঁর মাতার কাছে।

প্র ঃ কত বছর বয়সে তিনি হাদীস অধ্যয়নে আত্মনিয়োগ করেন?

- ১৬ বছর বয়সে।

প্র ঃ কত সালে তিনি খালকে কুরআন-এর মতবিরোধ করেন?

- ২১২ হিজরী সালে।

প্র ঃ কত হিজরী সালে তিনি প্রথম মক্কায় গমন করেন?

- ১৮৭ সালে।

প্র ঃ প্রথমত তিনি কোন্ মাযহাবের অনুসারী ছিলেন?

- শাফি'ঈ মাযহাবের।

প্র ঃ কার শাসনকালে তাঁকে জেল ও বেত্রাঘাত ভোগ করতে হয়?

- খলিফা মুতাসিম বিল্লাহর আমলে।

প্র ঃ তিনি কত হিজরীতে কত বছর বয়সে কোন্ শহরে ইনতিকাল করেন?

- ২৪১ হিজরী ১২ রবিউল আউয়াল, ৭৭ বছর বয়সে, বাগদাদ শহরে ইনতিকাল করেন।

পরিচ্ছেদ-৩
মাযহাব পরিচিতি

ক্রম.	নাম	প্রতিষ্ঠাতা	জন্ম	মৃত্যু
১.	হানাফি মাযহাব	ইমাম আবু হানিফা	৮০ হি.	১৫০ হি
২.	শাফি'ঈ মাযহাব	ইমাম শাফি'ঈ	১৫০ হি.	২০৪ হি.
৩.	মালিকি মাযহাব	ইমাম মালিক	৯৫ হি.	১৭৯ হি.
৪.	হাম্বলি মাযহাব	ইমাম আহমদ ইবনু হাম্বল	১৬৪ হি.	২৪১ হি.

পরিচ্ছেদ-৪
সামাজিক পরিবর্তনে ধর্মের ভূমিকা

প্র ঃ বিখ্যাত ৪ জন মুসলিম সেনাপতির নাম কী কী?

- ১. খালিদ বিন ওয়ালিদ; ২. মুসা বিন নোসায়ের;
  ৩. তারিক বিন যিয়াদ; ৪. মুহাম্মাদ বিন কাসিম।

প্র ঃ সর্বপ্রথম কোন্ মুসলিম সেনাপতি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রেরিত হন?

- মুহাম্মাদ বিন কাসিম।

www.pathagar.com

প্র ঃ মুহাম্মাদ বিন কাসিমের আগমনের সময় সিন্ধু অঞ্চলের রাজার কী নাম ছিল?

- রাজা দাহির।

প্র ঃ মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের সময় ইরাকের শাসনকর্তার কী নাম ছিল?

- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

প্র ঃ পারসিকদের সঙ্গে মুসলমানদের যুদ্ধে রাজা দাহির কাকে সাহায্য করেছিল?

- পারসিকদেরকে।

প্র ঃ হাজ্জাজ বিরোধী বিদ্রোহীদের আশ্রয় কে দেন?

- রাজা দাহির।

প্র ঃ হাজ্জাজের উদ্দেশ্যে সিংহলের রাজা কয়টি জাহাজে উপহার সামগ্রী পাঠাচ্ছিলেন?

- ৮টি জাহাজ।

প্র ঃ উপহার সামগ্রীসহ জাহাজগুলো কোথায় লুণ্ঠিত হয়?

- দেবল বন্দরের কাছে।

প্র ঃ মুহাম্মাদ বিন কাসিম হাজ্জাজের সম্পর্কে কি ছিল?

- ভ্রাতুষ্পুত্র।

প্র ঃ সিন্ধু অভিযানের প্রাক্কালে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের বয়স কত ছিল?

- ১৭ বছর।

প্র ঃ যুদ্ধে রাজা দাহিরের কী অবস্থা হয়?

- রাজা দাহির পরাজিত ও নিহত হয়।

প্র ঃ সিন্ধু বিজয়ের পর মুহাম্মাদ বিন কাসিম আর কোন্ স্থান জয় করেন?

- পাঞ্জাবের মুলতান।

প্র ঃ বাংলার মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা কে ছিলেন?

- ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজি।

প্র ঃ তিনি কোন্ দেশের অধিবাসী ছিলেন?

- আফগানিস্থানের গরমশিরের।

প্র ঃ তাঁর আমলে গজনীর সুলতান কে ছিলেন?

- মুহাম্মাদ ঘোরী।

প্র ঃ তিনি কার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন?

- অযোধ্যার শাসনকর্তা মালিক হুসাম উদ্দিনের।

প্র ঃ তিনি প্রথমে কোন্ অঞ্চল জয় করেন?

- বর্তমান বিহার অঞ্চল।

প্র ঃ তাঁর সময়ে বাংলার রাজা কে ছিলেন?

- সেন বংশীয় রাজা লক্ষণ সেন।

www.pathagar.com

প্র ঃ তিনি যখন নদীয়া পৌছান তখন তার সাথে কয়জন যোদ্ধা ছিল?

- ১৭ জন আশ্বারোহী।

প্র ঃ রাজা লক্ষণ সেন কিভাবে আত্মরক্ষা করেন?

- খিড়কির দরজা দিয়ে বেরিয়ে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের দিকে পালিয়ে গিয়ে।

প্র ঃ নদীয়া বিজয়ের পর বখতিয়ার কী করেন?

- উত্তর বঙ্গের দিকে অগ্রসর হন। সেখানে লক্ষণাবতী বা গৌড় নগর দখল করেন।

প্র ঃ বখতিয়ার খিলজী কোথায় অসুস্থ হন ও কবে মারা যান?

- দিনাজপুরের দেবকোটে ১২০৬ খ্রিস্টাব্দে।

প্র ঃ হযরত শাহজালাল (র) কোথাকার অধিবাসী ছিলেন?

- তুরস্কের।

প্র ঃ তিনি কী জন্য বাংলাদেশে আসেন?

- ইসলাম প্রচারের জন্য।

প্র ঃ হযরত শাহজালালের (র) সঙ্গে কতজন সঙ্গী ছিলেন?

- ৩১৩ জন।

প্র ঃ হযরত শাহজালালের সময়ে বাংলার সুলতান কে ছিলেন?

- শামস উদ্দীন ফিরোজ শাহ।

প্র ঃ হযরত শাহজালালের আগমনকালে সিলেটের রাজা কে ছিলেন?

- রাজা গৌড় গোবিন্দ।

প্র ঃ রাজা গৌড়া গোবিন্দের বিরুদ্ধে কে কে অস্ত্র ধরেন?

- হযরত শাহজালাল (র) ও সেকান্দার গাজী।

প্র ঃ সিলেট কবে মুসলমানদের অধিকার আসে?

- ১৩০৩ খ্রিস্টাব্দে।

পরিচ্ছেদ-৫

তাহারাত বা পবিত্রতা

তাহারাত শব্দটি আরবী। এর অর্থ পবিত্রতা, পরিষ্কার-পরিছন্নতা। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সমস্ত প্রকার নাপাকী থেকে পবিত্র হওয়াকে তাহারাত বলে। তাহারাত দুই প্রকার। যথা–

১. বাহ্যিক পবিত্রতা। যেমন– উযু, গোসল ও তায়াম্মুম দ্বারা বাহ্যিক পবিত্রতা অর্জন করা।

২. অভ্যন্তরীণ পবিত্রতা। যেমন– যিকির করে যাবতীয় হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ-লালসা ক্রোধ ইত্যাদি খারাপ কাজ থেকে মনকে মুক্ত রাখা।

www.pathagar.com

উযুর সুন্নাতসমূহ :

১. নিয়্যাত করা;
২. বিসমিল্লাহ্ পড়া;
৩. দুই হাতের কব্জি পর্যন্ত ধৌত করা;
৪. মিসওয়াক করা;
৫. কুলি করা;
৬. রোযাদার না হলে গড়গড়া করা;
৭. নাকে পানি দেওয়া; (রোযাদার হলে নাকের ছিদ্রে পানি পৌছানো যাবে না)
৮. দাড়ি খিলাল করা;
৯. উভয় কান মাসিহ করা;
১০. হাত ও পায়ের আঙ্গুলগুলো খিলাল করা;
১১. সমস্ত মাথা একবার মাসিহ করা;
১২. উযুর ধারাবাহিকতা রক্ষা করা;
১৩. এক অঙ্গ শুকানোর পূর্বে অপর অঙ্গ ধৌত করা।

উযুর মুস্তাহাবসমূহ :

১. কিবলামুখী হয়ে উযু করা;
২. উযুর পানির পাত্র বাম দিকে রাখা;
৩. ডান দিকে থেকে উযু শুরু করা;
৪. সালাতের ওয়াক্ত হওয়ার পূর্বে উযু করা;
৫. উযুর সময় কোন কথা না বলা;
৬. উঁচু জায়গায় বসে উযু করা;
৭. কারো কাছে উযুর সাহায্য না চাওয়া;
৮. ঘাড় মাসিহ করা;
৯. বাম হাতের বৃদ্ধা ও কনিষ্ঠ আঙ্গুল দ্বারা নাক পরিষ্কার করা;
১০. উযুর অঙ্গগুলো ভাল করে মর্দন করে সীমার চেয়ে বেশি ধৌত করা;
১১. শুধু বাম হাত দ্বারা উভয় পা ধৌত করা;
১২. উযুর অবশিষ্ট পানি দাঁড়িয়ে পান করা;
১৩. উযুর নিয়াত মুখে উচ্চারণ করা;
১৪. উযুর শেষে দোয়া পাঠ করা।

www.pathagar.com

অপবিত্র অবস্থায় যে সব কাজ করা নিষেধ

পবিত্রতা ঈমানের অঙ্গ। এমন কিছু কাজ আছে যা অপবিত্র অবস্থায়ও করা যায়। আবার এমন কিছু আছে যা অপবিত্র অবস্থায় করা যায় না। আর সেগুলো নিম্নরূপ:

সালাত : সালাত এমন একটি ফরয ইবাদত যা অপবিত্র অবস্থায় আদায় করা যায় না। কেননা সালাতের জন্য পূর্বশর্ত হলো পবিত্রতা অর্জন করা। রাসূল (স) বলেছেন- 'পবিত্রতা সালাতের চাবিস্বরূপ'। তাই সালাত আদায় করার আগে পবিত্রতা হাসিল করতে হবে।

কুরআন স্পর্শ : আল কুরআন সর্বশেষ আসমানী কিতাব। ইহা অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ করা যাবে না। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন– 'পবিত্রতা অর্জন ব্যতীত উহা (কুরআন) স্পর্শ করবে না'। তবে কুরআনে যদি গিলাফ থাকে তবে উযু ছাড়াও স্পর্শ করা যাবে।

মসজিদে প্রবেশ : মসজিদ আল্লাহর ঘর। ইহা অত্যন্ত পবিত্র স্থান। সেখানে অপবিত্র অবস্থায় প্রবেশ করা যায় না।

কাবা শরীফ তাওয়াফ করা : কাবা শরীফ পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘর। এটি আল্লাহর সীমাহীন কুদরতের নিদর্শন। অপবিত্র অবস্থায় তা তাওয়াফ করা যায় না।

তায়াম্মুম ভঙ্গের কারণসমূহ : যে সকল কারণে উযু ভঙ্গ হয়, সে সকল কারণে তায়াম্মুমও ভঙ্গ হয়। যথা–

১. উযু ভঙ্গের কারণ সমূহের কোন একটি কারণ পাওয়া গেলে;
২. উযু করার মত পানি পাওয়া গেলে;
৩. যে সকল কারণে তায়াম্মুম করা জায়িয, তা দূর হলে;
৪. তায়াম্মুম করার পর যদি পানি পাওয়া যায় কিন্তু অন্য কোন কারণে সে পানি ব্যবহার করতে না পারলে ঐ তায়াম্মুম ভঙ্গ হয়ে যাবে। এ অবস্থায় নতুন করে তায়াম্মুম করতে হবে।

গোসল

গোসল শব্দটি আরবী। অর্থ ধৌত করা। শরীআতের পরিভাষায় পবিত্রতা বা আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য সমস্ত শরীরে পানি ঢেলে দেয়ার নাম গোসল। ইহা চার প্রকার। যথা–

ফরয : যে গোসল স্ত্রী সহবাস, স্বপ্ন দোষ এবং স্ত্রী লোকের হায়েয ও নিফাসের রক্ত বন্ধ হওয়ার পর করতে হয়।

ওয়াজিব : যেমন মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ানো।

সুন্নাত : যেমন শুক্রবার, আরাফার দিন ও উভয় ঈদে গোসল করা।

মুস্তাহাব : যেমন শবে বরাত ও শবে কদরের রাত্রে ইবাদত-বন্দেগী করার জন্য গোসল করা।

গোসল ফরয হওয়ার কারণসমূহ : গোসল ফরয হওয়ার কারণ ৪টি। যথা–

www.pathagar.com

১. স্ত্রী সহবাস করা; ২. স্বপ্নদোষ হওয়া; ৩. হায়িয হওয়া; ৪. নিফাস হওয়া। উল্লেখ্য যে, শেষের কারণ দুইটি স্ত্রী লোকের জন্য নির্দিষ্ট। আর স্ত্রী লোকের হায়িয ও নিফাসের রক্ত বন্ধ হলে গোসল করা ফরয।

পেশাব ও পায়খানা করার নিয়ম : পেশাব ও পায়খানা মানুষের এমন এক প্রয়োজন যা আল্লাহ প্রদত্ত। ইহারও কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে। যেমন–

ক. পায়খানায় বাম পা দিয়ে নিম্নের দোয়াটি পাঠ করবে- 'হে প্রভু! পিশাচ পিশাচিনীর অনিষ্ট থেকে তোমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি'।

খ. কিবলাকে সামনে বা পিছনে রেখে না বসা।

গ. রাস্তা, পানির গর্ত ও ফলবান বৃক্ষের নিচে পেশাব-পায়খানা না করা।

ঘ. সতর ঢেকে রাখা।

ঙ. পেশাবের শেষে ঢিলা নেয়া।[১] (পরে পানি নেয়া উত্তম) আর পায়খানা শেষে ঢিলা নেয়া এবং পরে পানি নেয়া।

চ. পেশাব ও পায়খানা থেকে ডান পা দিয়ে বের হওয়ার সময় নিচের দোয়াটি পড়া- 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমার থেকে কষ্টকর বস্তু বের করে নিয়ে আমাকে শান্তি দিয়েছেন'।

সালাতের সুন্নাতসমূহ :

১. তাকবিরে তাহরিমার সময় পুরুষের কান পর্যন্ত ও স্ত্রীলোকের কাঁধ পর্যন্ত দুই হাত উঠানো;
২. ইমাম শব্দ করে এবং মুক্তাদীর আস্তে তাকবির বলবে;
৩. সানা পাঠ করা;
৪. আউযুবিল্লাহ পড়া;
৫. বিসমিল্লাহ পড়া;
৬. আস্তে আস্তে আমিন বলা;
৭. ডান হাত বাম হাতের উপর রেখে পুরুষের নাভীর নিচে এবং স্ত্রীলোকের বুকের উপর রাখা;
৮. রুকুতে উভয় হাত দ্বারা হাঁটু ধরা এবং হাতের আঙ্গুল ফাঁক রাখা;
৯. রুকু থেকে মাথা উঠানোর সময় ইমামের সামিয়াল্লাহু লিমান হামিদাহ ও মুক্তাদী রাব্বানা লাকাল হামদ বলা;
১০. রুকু ও সিজদায় যাওয়া এবং উঠার সময় তাকবির বলা;
১১. রুকু ও সিজদায় কমপক্ষে তিনবার তাসবিহ পড়া;
১২. সিজদার সময় দুইহাতের মাঝখানে কপাল রাখা;

---

[১]. ঢিলার পরিবর্তে এখন টয়লেট পেপার ব্যবহার করা বৈধ।

www.pathagar.com

১৩. সিজদায় দুই হাতের তালু, হাঁটু, নাক ও কপাল জমিনে রাখা;
১৪. বসার সময় পুরুষের ডান পা খাড়া রেখে বাম পা বিছিয়ে বসা, আর স্ত্রীলোকের দুই পা ডান দিকে বের করে বসা;
১৫. তাশাহুদের পর দুরূদ ও দোয়া মাসূরা পড়া;
১৬. বসা অবস্থায় উভয় হাত হাঁটুর উপর রাখা;
১৭. তিন ও চার রাকাআত বিশিষ্ট সালাতে প্রথম দুই রাকাআতের পরের রাকাআত গুলোতে সূরা ফাতিহা পড়া, ইত্যাদি।

জামাআত

জামাআত শব্দটি আরবী। অর্থ একত্রিত করা, জমা করা। শরীআতের পরিভাষায় ফরয সালাতসমূহ নির্দিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে আদায় করাকে জামাআত বলে। ফরয সালাত জামাআতের সাথে আদায় করা সুন্নাতে মুআক্কাদাহ। কিন্তু ওয়াজিবের মর্যাদা রাখে। বিনা ওযরে জামাআত ছেড়ে দিলে জামাআতে সালাতের সাওয়াব পাওয়া যায় না; তবে ফরয আদায় হয়ে যাবে।

জামাআতের সাথে সালাত আদায় করার বহু ফযীলত রয়েছে। যেমন– রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন– 'কোন ব্যক্তির একাকী সালাতের চেয়ে জামাআতের সাথে সালাতে ২৭ গুণ সওয়াব বেশি'। (তিরমিযী)

সালাতুল জুমআ : শব্দটি আরবী। অর্থ একত্রিত হওয়ার সালাত। শরীআতের পরিভাষায়– জুমাবার (শুক্রবার) যুহর সালাতের পরিবর্তে জামাআত ও খুতবাসহ দুই রাকআত সালাত আদায় করাকে সালাতুল জুমআ বা জুমআর সালাত বলে। যে ব্যক্তি জুমআর সালাত আদায় করবে, সে ব্যক্তির ঐ দিনের যুহরের সালাত আদায় করতে হবে না। জুমআর বেশ কয়েকটি শর্ত রয়েছে। যেমন–মুকিম হওয়া, স্বাধীন হওয়া, সুস্থ্য হওয়া, সুস্থ্য জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া, পুরুষ হওয়া, প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া। উল্লেখ্য যে, মুসাফির, দাস, রুগী, পাগল, স্ত্রীলোক ও নাবালেগের উপর জুমআর সালাত আদায় করা ফরয নয়। জুমআর সালাত কেউ অস্বীকার করলে কাফির ও বেঈমান হয়ে যাবে। শরীআতের কোন ওযর ছাড়া এ সালাত পরিত্যাগকারী ফাসিক হবে।

সালাতুল ঈদাইন : ইহা বছরে একবার আসে। শাওয়াল মাসের ১ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়, যাকে ঈদুল ফিতর বলে। আর যিলহজ্জ মাসের ১০ম দিনকে ঈদুল আযহা বা কোরবানির খুশীর দিন বলে।

বিতর : এ শব্দটি আরবী। শরীআতের পরিভাষায় এশার সালাতের তিন রাকআত সালাতকে সালাতুল বিতর বা বিতরের সালাত বলে। এই সালাত আদায় করা ওয়াজিব। ইহা সুব্হি সাদিকের পূর্ব পর্যন্ত আদায় করা যায়। কোন কারণে আদায়

www.pathagar.com

করতে না পারলে কাযা করতে হবে। রমযান মাসে বিতরের সালাত জামাআতের সাথে পড়তে হয়।

সালাতুল তারাভিহ : এ শব্দটি আরবী। তারাভিহ শব্দের অর্থ হলো– আরাম বা বিশ্রাম করা। আর শরীআতের পরিভাষায়– রমযান মাসে ইশার সালাতের পরে বিশ রাকআত সুন্নাত সালাতকে তারাভিহ বলে। এই সালাত সুন্নাতে মুয়াক্কাদাহ, রোযা না রাখলেও এ সালাত আদায় করতে হবে। পুরুষদের জন্য জামাআতের সাথে পড়া সুন্নাত, আর মহিলারা ঘরে বসে একাকী বা জামাআতের সাথে পড়তে পারে।

সালাতুয্ জানাযাহ : জানাযাহ শব্দটি আরবী। অর্থ লাশ, মৃতদেহ রাখার খাট। শরীআতের পরিভাষায়– মৃতব্যক্তিকে কবর দেয়ার পূর্বে তাকে সামনে রেখে যে সালাত আদায় করা হয়, তাকে সালাতুয্ জানাযাহ বলে। এই সালাত আদায় করা ফরযে কিফায়া। কতিপয় লোক আদায় করলে সকলে দায়িত্বমুক্ত হবে, আর কেউ আদায় না করলে সকলেই গুনাহগার হবে।

পরিচ্ছেদ-৬
আহকামাতের পরিচিতি

ফরয : ফরয শব্দটি আরবী। এর শাব্দিক অর্থ হচ্ছে– নির্ধারণ করা, বিধিবদ্ধ করা, পরিমাণ ইত্যাদি। পরিভাষায়– মহান আল্লাহর হুকুম-আহকামকে ফরয বলে। যেমন– সালাত, সাওম, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি আদায় করা। ফরয দুই ভাগে বিভক্ত। যথা–

ফরযে আইন : যে কাজগুলো সকলের জন্য পালন করা জরুরি, তাকে ফরযে আইন বলে। যেমন– সালাত আদায় করা, পর্দা করা।

ফরযে কিফায়া : যে কাজগুলো কিছুসংখ্যক লোক আদায় করলেই সমাজের সকলের পক্ষ থেকে আদায় হয়ে যায়, তাকে ফরযে কিফায়া বলে। যেমন– জানাযার সালাত ও জিহাদ করা। ফরয কাজ অস্বীকার করা কুফরি। আর পালন না করা ফাসেকি।

উল্লেখ্য যে, ফরযে কিফায়া কেউ আদায় করলে সকলেই দায়িত্বমুক্ত হবে কিন্তু কেউ আদায় না করলে সকলেই পাপী হবে।

ওয়াজিব : ওয়াজিব শব্দটি আরবী। অর্থ আবশ্যক, জরুরি। পরিভাষায়– যে কাজ করা জরুরি না করলে পাপী হতে হয়; তবে ফরযের মত নয়, তাকে ওয়াজিব বলে। যেমন– বিতর ও দুই ঈদের সালাত এবং সদকায়ে ফিতর। ওয়াজিব কাজগুলো আদায় করা আবশ্যক এবং আদায় না করলে গুনাহগার হতে হয়। ইহা অস্বীকার করা কুফরি না, তবে গোমরাহী এবং পালন না করা ফাসেকি।

সুন্নাত : সুন্নাত শব্দটি আরবী। অর্থ রীতি-নীতি, পদ্ধতি, আদর্শ, পথ ইত্যাদি। পরিভাষায়– যে সকল কাজ রাসূল (স) অধিকাংশ সময় নিজে করেছেন, তবে মাঝে মধ্যে পরিত্যাগও করেছেন, সেগুলোকে সুন্নাত বলে। যেমন– সালাতুল ফজরের পর দুই রাকআত সুন্নাত, উমরাহ হজ্জ আদায় করা ইত্যাদি। এই কাজ ফরয ও

www.pathagar.com

ওয়াজিবের মত আবশ্যক নয়। এ জাতীয় কাজ অস্বীকার করা ফাসেকির অন্তর্ভুক্ত। এর কোন কাযা নেই।

মুস্তাহাব : এ শব্দটি আরবী। অর্থ পছন্দনীয়। ইসলামী শরীআত যে কাজগুলো ভাল বলে পছন্দ করেছে, পরিভাষায় সে কাজগুলোকে মুস্তাহাব বলে। যেমন– যুহর, মাগরিব ও এশার সালাতের পর দুই রাকআত নফল সালাত আদায় করা। এ জাতীয় কাজে সাওয়াব পাওয়া যায়, তবে না করলেও কোন পাপ হয় না।

হালাল : এ শব্দটি আরবী। অর্থ বৈধ বা সিদ্ধ। ইসলামী শরীআত যে কাজগুলোকে বৈধ হিসেবে ঘোষণা করেছে, তাকে হালাল বলে। যেমন– উট, দুম্বা, গরু, ছাগলের গোশ্ত খাওয়া এবং দুধ পান করা। হালাল জিনিসকে হারাম মনে করে পরিত্যাগ করা কুফরির শামিল। তবে, সাধারণভাবে হালাল কাজ না করলেও কোন গুনাহ নেই।

হারাম : এ শব্দটি আরবী। অবৈধ, নিষিদ্ধ, ইসলামী শরীআত যে সকল কাজ করতে বা সে জাতীয় বস্তু পানাহর করতে নিষেধ করেছেন, সেগুলোকে হারাম বলে। যেমন– যিনা করা, চুরি করা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি। যে সকল বস্তু নাপাক তা পানাহার করাও হারাম। এ জাতীয় কাজ করা কবিরা গুনাহ ও ফাসেকি। তবে হারামকে হালাল বলে বিশ্বাস করা কুফরি। আর জীবন বাঁচানোর জন্য হারাম বস্তুরও পানাহার করা জায়িয। কেননা ফিক্হ শস্ত্রে একটি নিয়ম আছে যে, 'প্রয়োজন পরিত্যাজ্য বিষয়কেও জায়িয করে দেয়'।

মাকরূহ : এ শব্দটি আরবী। অর্থ অপছন্দনীয়। ইসলামী শরীআতের দৃষ্টিতে যে কাজগুলো অপছন্দনীয়, সেগুলোকে মাকরূহ বলে। যেমন– অন্ধ, ফাসিক ও বিদআতি লোকের ইমামতি করা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পানাহার করা। আর মাকরূহ দুই প্রকার। যথা–

১. মাকরূহে তাহরিমি : যে কাজগুলো হারাম না হলেও হারামের কাছাকাছি, সে কাজগুলোকে মাকরূহে তাহরিমি বলে। যেমন– ঈদগাহ ও কবর স্থানে পেশাব-পায়খানা করা, মসজিদে বসে অপ্রয়োজনীয় আলাপ আলোচনা করা। এ কাজগুলো গুনাহের কাজ, তবে এ কাজগুলোকে বৈধ মনে করা ফাসেকি।

২. মাকরূহে তানযিহ : যে কাজগুলো হালালের কাছাকাছি; তবে হালালও নয়, তাকে মাকরূহে তানযিহ বলে। যেমন– পশুর গলায় ঘন্টা বেঁধে দেয়া। এ জাতীয় কাজে যদিও কম গুণাহ হয় তবুও এমন কাজ থেকে বিরত থাকাই উত্তম।

মুবাহ: এ শব্দটি আরবী। অর্থ বৈধ কাজ। ইসলামী শরীআত যে সমস্ত কাজকে বৈধ হিসেবে অভিহিত করেছে, তাকে মুবাহ বলে। যেমন– কৃষিকাজ করা, ক্রয়-বিক্রয় করা ইত্যাদি।

মুবাহ কাজ হালাল কাজের মতই। তবে হালালকে মুবাহ করা কুফরি। কিন্তু মুবাহকে হারাম জানা কুফরি নয়। এ জাতীয় কাজ করলে কোন সওয়াব নেই এবং না করলেও কোন গুনাহ নেই।

www.pathagar.com

সুন্নাত : সুন্নাত শব্দটি আরবী। অর্থ– নিয়ম, পদ্ধতি, পথ, নমুনা, চরিত ইত্যাদি। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায় রাসূল (স) এর কথা, কাজ ও মৌন সমর্থনকে সুন্নাত বলে।

অথবা, যে কাজটি রাসূল (স) স্বয়ং নিজে করেছেন এবং উম্মাতদেরও তা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন, তাকে সুন্নাত বলে।

সুন্নাত দুই প্রকার। যথা– ১. সুন্নাতে মুআক্কাদাহ; ২. সুন্নাতে যায়েদাহ।

১. সুন্নাতে মুআক্কাদাহ : যে সমস্ত কাজ রাসূল (স) সর্বদা পালন করতেন এবং অন্যদেরকেও তা পালন করার জন্য আদেশ দিতেন, তাকে সুন্নাতে মুআক্কাদাহ বলে। যেমন– ফজরের সালাতের পূর্বে দুই রাকআত, যুহরের সালাতের পূর্বে চার রাকআত ও পরে দুই রাকআত সুন্নাত, মাগরিবের ফরয সালাতের পর দুই রাকআত এবং এশার সালাতের পর দুই রাকআত সুন্নাত সমূহ আদায় করা।

২. সুন্নাতে যায়েদাহ : যে সমস্ত কাজ রাসূল (স) কখনও করতেন, আবার কখনও পরিত্যাগ করতেন, তাকে সুন্নাতে যায়েদাহ বলে। যেমন– আসর ও এশার সালাতের পূর্বে চার রাকআত সুন্নাত সালাত আদায় করা।

বিদআত : বিদআত অর্থ নতুন ভাবে বা পূর্বের নমুনা ছাড়া কিছু হওয়া। এ জন্যেই আল্লাহকে বাদীউন বলা হয়। কেননা তিনি এ পৃথিবীর সব কিছু পূর্বের কোনরূপ নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করেছেন। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায়, যে কাজ রাসূল (স) ও তাঁর সাহাবীগণ করেননি এবং তাঁদের যুগে ছিলও না বরং তাঁদের ইনতিকালের পর সৃষ্টি হয়েছে, তাকে বিদআত বলে।

কেউ কেউ বলেছেন– যে জিনিস নতুন আবিষ্কৃত হয়েছে এবং পূর্ববর্তী যুগেও উহার কোন উদাহরণ ছিল না, তাকে বিদআত বলে।

বিদআত দুইভাগে বিভক্ত। যথা–

১. বিদআতে হাসানাহ ও ২. বিদআতে সাইয়্যিয়াহ।

বিদআতে হাসানাহ : যে বিদআত রাসূল (স) এর সুন্নাত বিরোধী নয় বরং এর দ্বারা ইসলামের অনেক উপকার সাধিত হয়; তাকে বিদআতে হাসানাহ বলে। যেমন– ইসলামের প্রচার ও প্রসারের জন্য ধর্মীয় বই পুস্তক প্রণয়ন করা, সভা-সমিতি করা, মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করা।

বিদআতে সাইয়্যিয়াহ : যে বিদআতে রাসূল (স) এর সুন্নাত বিরোধী, ইসলামের জন্য ক্ষতিকর ও মানুষের চরিত্র বিনষ্টকারী, তাকে বিদআতে সায়্যিয়াহ বলে। যেমন– অশ্লীল ছবি, গান-বাজনা, খারাপ নাটক ইত্যাদি।

শির্ক : শির্ক শব্দটি আরবী। অর্থ অংশীবাদ, বহু ঈশ্বরবাদ, অনেক দেবোপাসনা। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায়– আল্লাহ তাআলার সত্তা ও তাঁর সিফাত বা গুণাবলির সাথে অন্য কাউকে অংশীদার করাকে শির্ক বলে। শির্ক দুই প্রকার। যাথা– ১. শির্কে জলি ও ২. শির্কে খফি।

www.pathagar.com

শিরকে জলি : যদি কেউ একমাত্র আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করে, তাকে শির্‌কে জলি বলে।

শিরকে খফি : যদি কেউ অসাবধানতা বশত কাউকে আল্লাহ পাকের কোন গুণ বা শক্তির সাথে তুলনা করে, তাকে শিরকে খফি বলে।

কুফর : কুফর শব্দটি আরবী। অর্থ আবৃত করা, গোপন করা, ঢেকে রাখা, আচ্ছাদন করা, অকৃতজ্ঞ হওয়া। এজন্য যারা আল্লাহর বাণী কুরআনকে অস্বীকার করে সত্যকে গোপন করে রাখে তাদেরকে কাফির বলে। শরীআতের পরিভাষায়– মহান আল্লাহ তাআলার অস্তিত্ব এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলোকে অবিশ্বাস ও অস্বীকার করাকে কুফর বলে।

অথবা, রাসূল (স) যা নিয়ে প্রেরিত হয়েছেন, তার কোন একটিকে অস্বীকার করাকে কুফর বলে।

নিফাক : নিফাক শব্দটি আরবী। অর্থ দ্বিমুখী নীতি অবলম্বন করা। কুফরি গোপন করে নিজেকে মুমিন বলে প্রকাশ করা, কপটতা ইত্যাদি। ইসলামী শরীআতের পরিভাষায়– সামাজিক সুযোগ সুবিধা আদায় করার লক্ষ্যে ইসলাম ও রাসূল (স) এর প্রতি বাহ্যিক আনুগত্য প্রদর্শন করা এবং মনে কুফরি ভাব গোপন রাখাকে নিফাক বলে।

আখিরাত : আখিরাত শব্দটি আরবী। অর্থ পরবর্তী বা পরকাল। অর্থাৎ এর দ্বারা দুনিয়ার পরবর্তীকাল তথা পরকালীন জীবনকে বুঝানো হয়।

হাশর : হাশর শব্দটি আরবী। অর্থ একত্রিকরণ, জামায়েত করা। আল্লাহ তাআলার এ সৃষ্টিজগত ক্ষণস্থায়ী। এ পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। তারপর সমস্ত মানুষকে জীবিত করা হবে এবং সকলকে কৃতকর্মের হিসাব দেওয়ার জন্য এক জায়গায় একত্রিত করা হবে। এই একত্রকরণকে হাশর বলে।

পুলসিরাত : পুলসিরাতকে আরবীতে সিরাত বলে। এর অর্থ রাস্তা বা সেতু। কিয়ামতের দিন আল্লাহর দরবারে সমস্ত মানুষ একত্রিত হবে। আর দোযখের উপর দিয়ে একটি দীর্ঘ পুল থাকবে। যে পুল অতিক্রম করে জান্নাতে যেতে হবে, তাকে পুলসিরাত বলে।

মিযান : মিযান শব্দটি আরবী। অর্থ পরিমাপ বা মাপার যন্ত্র। আল্লাহ তাআলা হাশরের মাঠে সমস্ত জ্বিন ইনসানকে হাজির করে সকলের আমল পরিমাপ করবেন। যার নেকীর পাল্লা ভারী হবে, তাকে মহাসুখের স্থান জান্নাত দান করবেন। আর যার নেকীর পাল্লা হালকা হবে, তাকে চির কষ্টের স্থান জাহান্নামে ফেলা হবে।

জান্নাত : জান্নাত শব্দটি আরবী। অর্থ আবৃত করা, আচ্ছাদন করা। সুতরাং জান্নাতের

www.pathagar.com

অর্থ হলো– বৃক্ষপত্র দ্বারা আবৃত স্থান। যাকে আমরা বাগান বলে থাকি। বাংলা ভাষায় একে স্বর্গ আর উর্দুতে বিহিশ্‌ত বলে। জান্নাতের সংখ্যা আটটি। যথা

১. জান্নাতুল আদ্‌ন;

২. জান্নাতুল খুল্‌দ;

৩. জান্নাতুন্ নাঈম;

৪. জান্নাতুল মাওয়া;

৫. দারুস্ সালাম;

৬. দারুল কারার;

৭. দারুল মাকাম ও

৮. জান্নাতুল ফিরদাউস।

জাহান্নাম : জাহান্নাম শব্দটি আরবী। বাংলায় একে নরক বলে। ইহা দোযখের সর্বোচ্চ স্তরের নাম। জাহান্নামের ৭টি স্তর রয়েছে। যথা–

১. জাহান্নাম;

২. লাজা;

৩. হুতামাহ্;

৪. সাঈর;

৫. সাকার;

৬. জাহিম ও

৭. হাবিয়াহ্।

উল্লেখ্য যে, জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়টি সত্য। উভয়টি এখনও মওজুদ আছে। এ সম্পর্কে কুরআনের অনেক আয়াত ও রাসূল (স)-এর বহু হাদীস বিদ্যমান। তাই আল্লাহ যে জান্নাত ও জাহান্নাম তৈরি করে রেখেছেন, এর উপর প্রতিটি মুসলমানের ঈমান রাখতে হবে। অস্বীকার করার কোন অবকাশ নেই।

তাকদীর

তাকদির শব্দটি আরবী। অর্থ– নির্ধারণ, ক্ষমতা বা শক্তি। শরীআতের পরিভাষায় তাকদির হলো– ভাগ্য বা মহান আল্লাহর নির্ধারণ।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে সৃষ্টির আগেই তার তাকদিরকে নির্ধারণ করে রেখেছেন।

www.pathagar.com

তাই মানুষের জীবন ভাল-মন্দ যা কিছু হয়, তা পূর্ব নির্ধারিত ভাগ্য অনুযায়ী হয়। আল্লাহ তাআলা যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা হবেই। কেননা এ মর্মে রাসূল (স) ইরশাদ করেছেন– 'আল্লাহ তাআলা যা নির্ধারণ করে রেখেছেন, তা হবেই'।

তাকদিরে বিশ্বাস স্থাপন করা ঈমানের মৌলিক বিষয়গুলোর মধ্যে একটি অন্যতম বিষয়। ইহা ঈমানের অঙ্গ। কোন ব্যক্তি তাকদিরকে অস্বীকার করে ঈমানদার হওয়ার দাবি করতে পারে না।

তাকদির দুই প্রকার। যথা– ১. মুবাররম বা অকাট্য; ২. মুয়াল্লাকা বা ঝুলন্ত।

প্রথম প্রকার তাকদির কখনও পরিবর্তন হয় না। তবে দ্বিতীয় প্রকার তাকদির মানুষের কর্ম দ্বারা পরিবর্তন হতে পারে। যেমন হাদীস শরীফে এসেছে– 'তাকদির পরিবর্তন হয় না, তবে দোয়া দ্বারা পরিবর্তন হয়। অতএব, এ কথা বুঝতে হবে যে, তাকদিরের উপর মানুষের কোন হাত নেই। যার তকদিরে যা আছে তা হবেই এর কোন পরিবর্তন হয়না। এ কথায় প্রতিটি মুসলমানের পূর্ণ ঈমান রাখতে হবে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ১২
ইসলামী রাষ্ট্র

পরিচ্ছেদ-১
পরিচয়

প্র ঃ ইসলামী রাষ্ট্র কাকে বলে?

- কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী পরিচালিত রাষ্ট্রকে ইসলামী রাষ্ট্র বলে।

প্র ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক কে?

- মহান আল্লাহ তাআলা।

প্র ঃ সার্বভৌমত্ব প্রসঙ্গে আল্লাহ কুরআনে কী ঘোষণা করেছেন?

- সার্বভৌমত্ব একমাত্র আল্লাহর জন্য।

প্র ঃ আল্লাহ মানব গোষ্ঠীকে কোন্ বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালনার নির্দেশ দিয়েছেন?

- আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী।

প্র ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক কারা?

- মুসলিম ও অমুসলিমগণ।

প্র ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের কর্তব্য কী?

- পূর্ণ আনুগত্য স্বীকার করা ও আইন-কানুন মেনে চলা।

প্র ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের গঠন প্রণালী কী?

- ১. ইসলামী রাষ্ট্রে একজন রাষ্ট্র প্রধান বা আমির থাকবেন; ২. রাষ্ট্র প্রধান জন সাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন; ৩. রাষ্ট্র প্রধানকে সকল কাজে সহায়তা করার জন্য এবং পরামর্শ দেয়ার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মজলিসে শূরা বা উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে; ৪. রাষ্ট্র প্রধান বা উপদেষ্টা পরিষদ যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে তা ইসলামী বিধি মুতাবিক কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক হতে হবে।

প্র ঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্যদের যোগ্যতা কী হতে হবে?

- যে সমস্ত ব্যক্তি ইসলামী আইনগত ও চারিত্রিক গুণাবলিতে পরিপূর্ণ জন সাধারণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত, তারাই ইসলামী রাষ্ট্রের প্রধান ও মজলিসে শূরার সদস্য পদ লাভ করতে পারবে।

www.pathagar.com

প্র ঃ ইসলামী রাষ্ট্র প্রধান মজলিসে শূরার সদস্যদের কী কী গুণ থাকতে হবে?

- ক. আইনগত গুণাবলি। যেমন– ১. মুসলমান হওয়া; ২. পুরুষ হওয়া; ৩. প্রাপ্ত বয়স্ক, সুস্থ ও বিবেকবান হওয়া; ৪. স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া ইত্যাদি।

  খ. নৈতিক বা চারিত্রিক গুণাবলি। যেমন– ১. আল্লাহভীরু হওয়া; ২. আমানতদার হওয়া; ৩. ন্যায় বিচারক হওয়া; ৪. আল্লাহর স্মরণকারী হওয়া; ৫. বিদআতের পরিপন্থী না হওয়া; ৬. পদলোভহীন হওয়া; ৭. জ্ঞানী ও স্বাস্থ্যবান হওয়া।

প্র ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে নাগরিক কাকে বলে?

- যে ব্যক্তি রাষ্ট্রের আনুগত্য প্রকাশ করে স্থায়ীভাবে রাষ্ট্রে বসবাস করে, রাষ্ট্রের কল্যাণ করে এবং রাষ্ট্রের প্রদেয় সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার পূর্ণ মাত্রায় ভোগ করে তাকে নাগরিক বলে।

প্র ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে নাগরিক কয় ভাগে বিভক্ত ও কী কী?

- ২ ভাগে। যেমন– ১. মুসলিম নাগরিক; ২. জিম্মী বা অমুসলিম নাগরিক।

প্র ঃ ইসলামের দৃষ্টিতে মুসলিম নাগরিকের অধিকারগুলো কী কী?

- ১. জীবন রক্ষণের অধিকার; ২. সম্পদের অধিকার; ৩. ব্যক্তি স্বাধীনতার অধিকার; ৪. ধর্মীয় স্বাধীনতা; ৫. মান-সম্মানের অধিকার; ৬. মত ও বাক স্বাধীনতা; ৭. অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ; ৮. একতাবদ্ধ; ৯. সামাজিক নিরাপত্তা; ১০. সভা-সমিতির অধিকার; ১১. সংঘবদ্ধ হবার অধিকার; ১২. শিক্ষা লাভের অধিকার; ১৩. চাকুরির ব্যবস্থা; ১৪. জীবন যাত্রার মৌলিক অধিকার; ১৫. সাক্ষ্যের অধিকার ইত্যাদি।

প্র ঃ ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিম নাগরিকদের কী কী অধিকার রয়েছে?

- ১. ধর্মীয় স্বাধীনতা; ২. জীবন রক্ষণের ব্যবস্থা; ৩. মান-সম্মানের অধিকার; ৪. সম্পদের অধিকার; ৫. মানবিক অধিকার; ৬. শিক্ষার অধিকার; ৭. চাকুরির সুযোগ; ৮. আইনের অধিকার ইত্যাদি।

প্র ঃ ইসলামী রাষ্ট্রের নাগরিকের কর্তব্য কী?

- ১. আনুগত্য স্বীকার; ২. সৎকাজে সহযোগিতা; ৩. বিশৃংখলা হতে মুক্ত; ৪. স্বাধীনতা রক্ষা; ৫. কর ও খাজনা প্রদান; ৬. পদে নিযুক্তি; ৭. বেআইনী কাজ হতে বিরত থাকা।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-২

ইসলামী সরকার

প্র ঃ ইসলামী সরকারের আয়ের উৎস কী কী?

- ইসলামী সরকারের আয়ের উৎস হচ্ছে– ১. যাকাত; ২. খারাজ; ৩. জিযিয়া; ৪. ফাই; ৫. মালে গনিমাহ; ৬. সাদকাতুল ফিত্‌র; ৭. বন, খনি, প্রাকৃতিক সম্পদের আয়; ৮. রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন শিল্প; ৯. দান ও সাহায্য; ১০. প্রশাসনিক আয়; ১১. কর; ও ১২. বিবিধ আয়।

প্র ঃ ইসলামী সরকারের ব্যয়ের খাতগুলো কী কী?

- ইসলামী সরকারের ব্যয়ের খাতগুলো হচ্ছে– ১. দেশ রক্ষা; ২. নির্বাহী বিভাগ; ৩. আইন-শৃংখলা প্রতিষ্ঠা; ৪. বিচার বিভাগ; ৫. শিক্ষা বিভাগ; ৬. উন্নয়নমূলক ব্যয়; ৭. সামাজিক নিরাপত্তা বিধান ও ৮. বিবিধ ব্যয়।

পরিচ্ছেদ-৩

ইসলামী অর্থনীতি[১]

প্র ঃ ইসলামী অর্থনীতি কাকে বলে?

- সমাজ ও সংস্কৃতির ক্রম বিবর্তনের গতিকে অব্যাহত রেখে মানব জীবনের বুনিয়াদী প্রয়োজন যথাযথ ভাবে পূরণ করার ব্যবস্থা করা এবং সমাজের প্রতিটি ব্যক্তিকে স্বীয় যোগ্যতা ও প্রতিভা অনুযায়ী ব্যক্তি সত্তার ক্রমবিকাশ ও পরিপূর্ণতা অর্জনের অবাধ সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করা ইসলামী অর্থনীতির কাম্য।

প্র ঃ ইসলামী অর্থনীতি ও প্রচলিত অর্থনীতির পার্থক্যের বিষয়বস্তু কী কী?

- ১. মানুষ সম্পর্কে ধারণা; ২. মতাদর্শগত পার্থক্য; ৩. অগ্রাধিকার নির্ণয়ের নীতিমালা; ৪. তথ্য ও নীতি প্রসঙ্গ; ৫. অর্থ; ৬. কার্যক্ষেত্র; ৭. বিনিময় ও হস্তান্তর।

প্র ঃ ইসলামী মালিকানা তত্ত্বে মালিকানার ব্যাপারে ইসলামী শরীআতের বিধি-নিষেধসমূহ কী কী?

- ১. সামাজিক অসুবিধার সৃষ্টি না করে সম্পদের পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করা; ২. যাকাত প্রদান করা; ৩. সম্পদের কল্যাণকর ব্যবহার; ৪. সুদ থেকে বিরত থাকা; ৫. ব্যবসায়-বাণিজ্যে অসদুপায় অবলম্বন না করা;

---

[১]. ইসলামি অর্থনীতি, মো. নূরুল ইসলাম।

www.pathagar.com

৬. একচেটিয়া কারবার ও মওজুদদারী থেকে দূরে থাকা; ৭. আইনানুগ দখল স্বত্ব; ৮. যথার্থ উপকার।

প্র ঃ ইসলামী অর্থনীতিতে শ্রম কাকে বলে?

- মানবতার কল্যাণ, নৈতিক উন্নয়ন, সৃষ্টির সেরা ও উৎপাদন কর্মে নিয়োজিত সকল প্রকার শারীরিক মানসিক শক্তিকে শ্রম বলে।

প্র ঃ নূন্যতম মজুরী নির্ধারণে ইসলামী মূলনীতি কী কী?

- ১. মানবীয় মর্যাদাবোধ ও ভ্রাতৃত্ব বোধ; ২. উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিকের অবদানের একটি যুক্তি সঙ্গত অংশ মজুরী হিসেবে প্রদান; ৩. কাজের বোঝা ও পরিবেশ অনুকুল ও যুক্তি সঙ্গত হতে হবে।

প্র ঃ ইসলামী অর্থনীতিতে সংগঠন কাকে বলে?

- ব্যবসায়ে লাভ-ক্ষতিতে কোন প্রকার ঝুঁকিবহন না করে উৎপাদনের অন্যান্য উপাদানকে একত্রিত করে উৎপাদন কার্য সমাধা করা এবং ব্যবসায় পরিচালনা করাকে সংগঠন বলে।

প্র ঃ ইসলামী অর্থনীতিতে সংগঠকের কার্যাবলি কী কী?

- ১. ব্যবসায়ে উদ্যোগ গ্রহণ; ২. মূলধন সংগ্রহ; ৩. উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানের সমন্বয় সাধন; ৪. বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ; ৫. ব্যবসায়ের নীতি ও প্রকৃতি নির্ধারণ; ৬. আয় বন্টন দায়িত্ব; ৭. নতুনত্ব প্রবর্তন; ৯. বাজারজাত করণ; ৯. তত্ত্বাবধান দায়িত্ব ও ১০. লাভ-লোকসানের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করা।

প্র ঃ ইসলামী অর্থনীতিতে চাহিদার ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি কী?

- ১. হালাল দ্রব্যের চাহিদা; ২. অপচয় ও বিলাসজনিত চাহিদা; ৩. ক্ষতিকর ও হারাম দ্রব্যের চাহিদা; ৪. উপার্জন ও চাহিদা।

পরিচ্ছেদ-৪
ইসলামের বিশেষ রাত ও দিন

১. **শব-ই-কাদর :** ২৭ রমযান। এই তারিখে মহাগ্রন্থ আল কুরআন অবতীর্ণ হয়। এ রাতের মর্যাদা হাজার রাতের চেয়েও বেশি।

২. **শব-ই-বারাত :** ১৫ শাবান, ভাগ্যরজনী। এই তারিখে মহান রাব্বুল আলামীন নর-নারীর ভাগ্য বন্টন করে থাকেন বলে কথিত আছে। মুসলমানগণ এই রাতে দান খয়রাত করেন এবং সারারাত ইবাদত বন্দেগী করে অতিবাহিত করেন।

৩. **শব-ই-মিরাজ :** ২৭ রজব। এই তারিখে রাতে মহানবী (স) মহান রাব্বুল আলামীনের সাক্ষাৎ লাভ করেন।

www.pathagar.com

৪. **ফাতিহা-ই-ইয়াজদাহম :** এই দিবসে বড়পীর হযরত আবদুল কাদির জিলানী (র) মৃত্যুবরণ করেন।

৫. **ফাতিহা-ই-দেয়াজদাহম :** এই দিবসে মহানবী (স) জন্মগ্রহণ করেন এবং এই দিবসেই তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

৬. **জুম'আতুল বিদা :** রমজান মাসের শেষ শুক্রবার।

৭. **আখেরি চাহার সোম্বা :** মাহানবী (স) দীর্ঘ রোগ ভোগের পর এই দিনে আরোগ্য লাভ করেন এবং সে উপলক্ষে গোসল করেন।

৮. **ঈদুল ফিত্‌র :** রমযানের রোযা পালন শেষে যে ঈদ আসে তাকে, ঈদুল ফিতর বলে।

৯. **ঈদুল আযহা :** জিলহজ্জ মাসের দশ তারিখ যে ঈদ হয়, তাকে ঈদুল আযহা বলে। ঈদুল আযহায় পশু কোরবানি করা হয় বলে একে কোরবানির ঈদও বলা হয়।

১০. **ঈদে মিলাদুন্নবী :** মহানবী (স) এর জন্ম দিবসকে ঈদে মিলাদুন্নবী বলে। মহানবী (স) ৫৭০ সালের রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন।

১১. **সিরাতুন্নবী (স) :** এইদিনে মহানবী (স) এর সিরাত তথা জীবন, মৃত্যু সম্পর্কে আলোচনা করা হয়।

১২. **জুম'আ :** সপ্তাহে একদিন অর্থাৎ শুক্রবার দিন জুম'আর নামায আদায় করতে হয়।

১৩. **বদর দিবস :** ইসলামের সর্বপ্রথম যুদ্ধ বদরের যুদ্ধ। এতে মুসলমানদের বিজয় সূচিত হয়। এ যুদ্ধে শাহাদাত প্রাপ্ত শহীদদের স্মরণে এ দিবস পালিত হয়।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ১৩
ইসলামের ইতিহাস

প্র ঃ আরব কোন্ শব্দ হতে উৎপত্তি হয়েছে?
- আরাবাত।

প্র ঃ আরাবাত শব্দের অর্থ কী?
- বৃক্ষ লতাহীন মরুভূমি।

প্র ঃ আল কুরআনে মক্কা শরিফকে কী বলা হয়েছে?
- উম্মুলকুরা বা আদি নগরী।

প্র ঃ আরববাসীরা তাদের জন্মভূমির কী নাম রেখেছে?
- জাযিরাতুল আরব বা আরব দ্বীপ।

প্র ঃ আরব দেশের সবচেয়ে দীর্ঘ পর্বতমালা কোনটি?
- জাবালুস সারাত।

প্র ঃ আরবের মরুভূমিকে প্রধানত কয় ভাগে ভাগ করা যায়?
- তিন ভাগ। আন্ নফুত; আদ্‌দাহনা এবং আল হারবা।

প্র ঃ বর্তমানে আরবের প্রধান খনিজ সম্পদ কী কী?
- তৈল, পেট্রোল ও স্বর্ণ।

প্র ঃ আরব উপদ্বীপের ক্ষেত্রফল কত?
- বার লক্ষ বর্গমাইল।

প্র ঃ সমগ্র আরব দেশের লোকসংখ্যা কত?
- প্রায় এক কোটি।

প্র ঃ হযরত ইসমাইল (আ) মক্কার কোন সম্প্রদায়ে বিবাহ করেছিলেন?
- যুরহাম সম্প্রদায়ে।

প্র ঃ উকাযের মেলা কোথায় বসত?
- মক্কার নিকটবর্তী স্থানে।

প্র ঃ আরবদের রাষ্ট্রীয় জীবনের মূল ভিত্তি কী ছিল?
- আদিম গোত্রীয় শাসন।

প্র ঃ আরবদের গোত্র যুদ্ধের মূলনীতি কী ছিল?
- খুন কা বদলা খুন।

প্র ঃ বনু বকর ও বনু তাগলিব গোত্রদ্বয়ে যুদ্ধ কত বছর ধরে চলছিল?
- ৪০ বছর।

প্র ঃ ইয়াগুস নাসার কী?
- মূর্তি।

www.pathagar.com

প্র ঃ মদিনার আউস ও খাযরায গোত্রের লোকেরা কোন প্রতিমার নামে বলি দিত?

- মানাত ও লাত।

প্র ঃ অন্ধকার যুগে আরবরা ফিরিশ্‌তাগণকে আল্লাহর কী মনে করত?

- মেয়ে।

প্র ঃ অন্ধকার যুগে যারা আল্লাহর একত্ববাদে বিশ্বাস করত তাদেরকে কী বলা হত?

- হানিফ।

প্র ঃ ওরাকা বিন নওফল কে ছিলেন?

- হযরত খাদিজার (রা) চাচাত ভাই।

প্র ঃ ইয়াহুদিগণ ওযায়ের নবীকে আল্লাহর কী বলত?

- পুত্র।

প্র ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা) কোন নবীর বংশধর?

- হযরত ইসমাইল (আ) এর।

প্র ঃ কুরাইশ শব্দের অর্থ কী?

- একত্রকারী।

প্র ঃ দারুন্ নাদওয়া কী?

- কুরাইশদের মন্ত্রণা গৃহ।

প্র ঃ কুসাই কত সালে ইহধাম ত্যাগ করেন?

- ৪৮০ খ্রিস্টাব্দে।

প্র ঃ কুসাইর কয়জন পুত্র সন্তান ছিল?

- ছয় জন।

প্র ঃ আমুল ফিল কত সালকে বলা হয়?

- ৫৭০ খ্রিস্টাব্দকে।

প্র ঃ আমিনার পিতার নাম কী?

- ওহাব বিন আবদ মানাফ।

প্র ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা) হালিমার গৃহে কত বছর লালিত-পালিত হয়েছিলেন?

- ছয় বছর।

প্র ঃ হযরতের জীবদ্দশায় সম্পূর্ণ কুরআন লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল কী?

- না; আলাদা আলাদাভাবে লিপিবদ্ধ ছিল।

প্র ঃ হযরত বিলাল (রা) কার ক্রীতদাস ছিলেন?

- উমাইয়া বিন খালফের।

প্র ঃ হযরত বিলাল (রা) জাতিতে কী ছিলেন?

- কাফ্রী।

www.pathagar.com

প্র ঃ নবুয়াতের কত সালে হযরতের পিতৃব্য বীরবর হামযা ইসলাম গ্রহণ করেন?

- ষষ্ঠ সালে।

প্র ঃ হযরত ওমর তার বোন ফাতিমার গৃহে ক্রোধ ভরে যখন প্রবেশ করলেন তখন তিনি কোন সূরা পড়তে ছিলেন?

- সূরা ত্বাহা।

প্র ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা) কখন দৈনিক পাঁচবার নামায পড়ার আদেশ প্রাপ্ত হয়েছিলে?

- মিরাজের সময়।

প্র ঃ হযরত খাদিজা (রা) এবং আবু তালিবের মৃত্যুর বছরকে হযরত মুহাম্মদ (সা) কী বলে অভিহিত করেছিলেন?

- আমুল হুযন।

প্র ঃ হযরত সাদ বিন মা'আয (রা) কোন দলের দলপতি ছিলেন?

- আওদ গোত্রের।

প্র ঃ মদিনা শহর মক্কার প্রায় কত মাইল উত্তরে অবস্থিত?

- ২৬০ মাইল।

প্র ঃ সউর পর্বত মক্কার কোন দিকে অবস্থিত?

- দক্ষিণে।

প্র ঃ সউর পর্বতের গুহায় হিজরতের সময় মহানবী (সা) কয়দিন অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন?

- তিন দিন।

প্র ঃ মক্কা হতে হিজরত করে কোন তারিখে মহানবী (সা) ইয়াসরিব শহরে প্রবেশ করেন?

- ৬২২ খ্রিস্টাব্দের ২ জুলাই।

প্র ঃ মহানবী (সা) ইয়াসরিব এসে কার বাড়িতে উঠেছিলেন?

- হযরত আবু আইয়ুব আনসারির বাড়িতে।

প্র ঃ মহানবী (সা) কয় মাস সেখানে অবস্থান করেছিলেন?

- প্রায় সাত মাস।

প্র ঃ ইতিহাসে মুহাজিরিন কারা?

- মক্কা থেকে যারা মদিনায় হিজরত করেছিলেন।

প্র ঃ ইসলামের ইতিহাসে আনসার নামে অভিহিত কারা?

- মদিনার স্বার্থ ত্যাগী মুসলিম ভাইয়েরা।

প্র ঃ মহানবী (সা) কোথাও সদলবলে যাত্রা করলে, যুদ্ধ হোক আর নাই হোক, ঐতিহাসিকগণ এরূপ যাত্রাকে কী নাম দিয়েছেন?

- গাযওয়া।

www.pathagar.com

প্র ঃ মোট গাযওয়ার সংখ্যা কত?

- ২৭টি, মতান্তরে ২৯টি।

প্র ঃ রাসূলুল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা) কর্তৃক প্রেরিত অভিযানগুলোকে কী বলা হয়?

- সারিয়াহ।

প্র ঃ সারিয়ার সংখ্যা কত?

- ৪৩টি, মতান্তরে ৪৮টি।

প্র ঃ আবদুল্লাহ ইবনু উবাই কে ছিল?

- মদিনার মুনাফিক সরদার।

প্র ঃ বদর যুদ্ধে মক্কার কাফিরদের সেনাপতি কে ছিল?

- আবু জাহল।

প্র ঃ বদর প্রান্তর মদিনা হতে কত মাইল দক্ষিণ পশ্চিমে?

- প্রায় ৮০ মাইল।

প্র ঃ হিন্দা কে ছিল?

- আবু সুফিয়ানের স্ত্রী।

প্র ঃ উহুদের যুদ্ধে মক্কার বিখ্যাত তীরন্দাজ ওহশি কার দলভুক্ত ছিল ?

- কুরাইশগণের।

প্র ঃ উহুদের যুদ্ধের সময় মুনাফিক সরদার কতজন সৈন্য নিয়ে মুসলমানদের পক্ষ হতে সরে গিয়েছিল?

- তিনশত।

প্র ঃ উহুদ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর পতাকাধারী কে ছিলেন?

- হযরত মুসআব (রা)।

প্র ঃ উহুদ যুদ্ধে হামযার (রা) আঘাতে কতজন কুরাইশ সৈন্য নিহত হয়েছিল?

- ৩১ জন।

প্র ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সাথে প্রতিষ্ঠিত চুক্তি সর্বপ্রথম কোন ইয়াহুদি গোত্র ভঙ্গ করেছিল?

- বনু কাইনুকা।

প্র ঃ বনু নাযির গোত্র কতদিন অবরুদ্ধ থাকার পর মুসলমানদের নিকট আত্মসমর্পণ করেছিল?

- প্রায় দুই সপ্তাহ।

প্র ঃ বনু নাযির গোত্র খায়বার ও সিরিয়া চলে যাওয়ার সময় কতটি তলোয়ার ফেলে গিয়েছিল?

- তিনশত চল্লিশখানা।

www.pathagar.com

প্র ঃ খন্দকের যুদ্ধকে আহযাবের যুদ্ধ বলা হয় কেন?

- শত্রুদের এক বিরাট সম্মিলিত বাহিনী মুসলমানদের বিরুদ্ধে অভিযান করেছিল বলে।

প্র ঃ বনু কুরাইযাগণ তাদের বিচারের ভার কার উপর অর্পণ করেছিল?

- সাআদ বিন মা'আয এর উপর।

প্র ঃ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময় হযরত মুহাম্মদ (সা) এর সাথে কতজন সাথী ছিলেন?

- চৌদ্দশত।

প্র ঃ হুদাইবিয়া কিসের নাম?

- একটি কূপের নাম।

প্র ঃ পবিত্র কুরআনের কোন সূরার কত নং আয়াতে বায়াতুর রিদওয়ান-এর উল্লেখ আছে?

- সূরা ফাত্হ-এর ১৮ নং আয়াতে।

প্র ঃ কুরাইশদের সাথে কত বছরের জন্য হুদাইবিয়ার সন্ধি চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল?

- দশ বছরের জন্য।

প্র ঃ খালিদ বিন ওয়ালিদ ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কবে?

- হুদাইবিয়ার সন্ধির পর পরই।

প্র ঃ আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাশি মুসলিম দূতকে সাদরে গ্রহণ করেছিলেন, না অপমান করেছিলেন?

- সাদরে গ্রহণ করেছিলেন।

প্র ঃ খায়বার নামক জনপদ কোথায় অবস্থিত?

- মদিনা হতে প্রায় দুইশত মাইল উত্তর পূর্বে সিরিয়া সীমান্তে খায়বার নামক জনপদ অবস্থিত।

প্র ঃ খায়বার বিজয়ে সবচেয়ে বেশি শৌর্য-বীর্য কে প্রদর্শন করেছিলেন?

- হযরত আলী (রা)।

প্র ঃ খায়বার যুদ্ধে কোনো মুসলিম রমণী যোগদান করেছিলেন কী?

- হ্যাঁ; কয়েকজন রমণী যোগদান করেছিলেন।

প্র ঃ শোরাহ্ বিল বিন আমরের কাছে রাসূলুল্লাহ (সা) যে দূত প্রেরণ করেছিলেন তিনি তাঁর সাথে কী আচরণ করেছিলেন?

- শোরাহ্ বিল তাঁকে হত্যা করেছিল।

প্র ঃ মুতার যুদ্ধে পর পর কয়জন মুসলিম সেনাপতি শহিদ হয়েছিলেন?

- তিন জন।

www.pathagar.com

প্র ঃ মুতার যুদ্ধে খালিদ বিন ওয়ালিদ মাত্র তিন হাজার সৈন্য বাহিনী নিয়ে কতজন শত্রু সৈন্যর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলেন?

- এক লক্ষ শত্রু সৈন্যের বিরুদ্ধে।

প্র ঃ কোন যুদ্ধে বীরত্বের জন্য রাসূলুল্লাহ (সা) হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদকে সাইফুল্লাহ বা আল্লাহর তরবারী উপাধিতে আখ্যায়িত করেছিলেন?

- মুতার যুদ্ধে।

প্র ঃ হাওয়াযিন ও সাকিফ গোত্রদ্বয়ের পৌত্তলিকরা মক্কার তিন মাইল দূরবর্তী কোন উপত্যকায় মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হয়েছিল?

- হুনাইন নামক উপত্যকায়।

প্র ঃ হুনাইনের যুদ্ধে কাদের সৈন্য সংখ্যা বেশি ছিল?

- মুসলমানদের।

প্র ঃ কোন যুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষে অদৃশ্য সৈন্য প্রেরণ করা হয়েছিল?

- হুনাইনের যুদ্ধে।

প্র ঃ তাবুক অভিযানে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা কত ছিল?

- ত্রিশ হাজার।

প্র ঃ মদিনা হতে তাবুক রণক্ষেত্র কত দূর?

- চারশত মাইল।

প্র ঃ নাজরানের মুশরিকগণ কোন মূর্তির পূজা করত?

- মাদান নামক মূর্তির পূজা করত।

প্র ঃ হিজরী কত সালকে ইসলামের ইতিহাসে আমূল অফুদ বলা হয়েছে?

- নবম হিজরীকে।

প্র ঃ তায়েফবাসী মুশরিকগণের প্রধান প্রতিমার নাম কী ছিল?

- লাত।

প্র ঃ হযরত মুহাম্মদ (সা) কোন কবিকে তার কবিতায় প্রীত হয়ে নিজের পিরহান উপহার দিয়েছিলেন?

- কবি কা'বকে।

প্র ঃ কে কত হাজার দিরহাম দিয়ে কবি কা'ব-এর উত্তরাধিকারীদের কাছ থেকে মহানবী (সা) এর পিরহান ক্রয় করেছিলেন?

- আমির মুয়াবিয়া চল্লিশ হাজার দিরহাম দিয়ে ক্রয় করেছিলেন।

প্র ঃ নাজারানের যাজক আবু হাসির কতজন সুশিক্ষিত খ্রিস্টান দল আবদুল মসিহ এর নেতৃত্বে মদিনায় পাঠিয়েছিলেন?

- ষাট জন।

www.pathagar.com

প্র ঃ মদিনায় আগত নাজারানের ষাট জন সুশিক্ষিত খ্রিস্টান দলকে মহানবী (সা) কোথায় থাকার অনুমতি দিয়েছিলেন?

- মদিনার মসজিদে।

প্র ঃ হিজরী কোন তারিখে চিরদিনের জন্য মূর্তি পূজকদের হজ্বব্রত পালন নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়?

- নবম হিজরীর ৯ জিলহজ্জ তারিখে।

প্র ঃ কত হিজরীতে মহানবী (সা) জীবনের কৃতিত্বের চরম সীমায় পৌঁছেছিলেন?

- দশম হিজরীতে।

প্র ঃ কোন সূরা অবতীর্ণের পর মহানবী (সা) বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর অন্তিমকাল সমাগত?

- সূরা আন নাসর।

প্র ঃ বিদায় হজ্জ পালনার্থে মহানবী (সা) হিজরী কোন তারিখে মদিনা হতে রওয়ানা হয়েছিলেন?

- দশম হিজরীর ২৫ জিলকাদ।

প্র ঃ কোন পর্বত শীর্ষে দাঁড়িয়ে মহানবী (সা) বিদায় হজ্জের ভাষণ প্রদান করেছিলেন?

- আরাফাত পর্বতের শীর্ষে দাঁড়িয়ে।

প্র ঃ বিদায় হজ্জের ভাষণে মহানবী (সা) কাকে সবচেয়ে কুলীন বলেছেন?

- যে স্বীয় কর্মানুষ্ঠানের দ্বারা শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারবে সেই সবচেয়ে কুলীন।

প্র ঃ ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে জান্নাতুল বাকি নামক সমাধিক্ষেত্রে গমন করে মহানবী (সা) কী করেছিলেন?

- সাহাবীদের পারলৌকিক শান্তি কামনা করেছিলেন।

প্র ঃ মহানবী (সা) কাকে ইয়ামেনের শাসনকর্তা নিযুক্ত করেছিলেন?

- মুআয ইবনু জাবালকে।

প্র ঃ আল কুরআনে কোন সূরায় মহানবী (সা) কে অতি শ্রেষ্ঠ চরিত্রের অধিকারী বলে ঘোষণা করেছে?

- সূরা আল কালামের ৪র্থ আয়াত।

প্র ঃ ঘোর শত্রুরাও মহানবীর (সা) নিকট ধনরত্ন গচ্ছিত রাখত কেন?

- তার সত্যনিষ্ঠা এবং বিশ্বস্ততার দরুণ।

প্র ঃ হিজরতের পূর্ব মুহূর্তে সওর গিরি গুহায় আশ্রয় নেয়ার কালে হযরত আবু বকর (রা) কে মহানবী (সা) কী বলে অভয় দিয়েছিলেন?

- 'নিশ্চয় আল্লাহ আমাদের উভয়ের সাথে রয়েছেন'।

www.pathagar.com

প্র ঃ মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনু ওবাইর জানাযায় মহানবী (সা) হাজির ছিলেন কী?

- জানাযার নামায পড়াতে উদ্যত হয়েছিলেন।

প্র ঃ মহানবী (সা) মৃত্যুর পূর্বে কী তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করেছিলেন?

- না।

প্র ঃ মহানবীর (সা) শিক্ষক কে ছিলেন?

- আল্লাহ তাআলা নিজেই ছিলেন তাঁর শিক্ষক।

প্র ঃ 'দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত জ্ঞানার্জন করো'– কে বলেছেন?

- মহানবী (সা)।

প্র ঃ মহানবী (সা) সর্বপ্রথম কোথায় কী নামে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা করেছিলেন?

- সাফা পর্বতের নিকটেই দারুল আরকাম নামে মহানবী (সা) সর্বপ্রথম একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন।

প্র ঃ মসজিদে নববি সংলগ্ন যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মহানবী (সা) প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তার নাম কী?

- সুফফা মাদ্রাসা।

প্র ঃ আবুজার গিফারি (রা) কী সুফফা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন?

- হ্যাঁ।

প্র ঃ মহানবী (সা) এর ঘাড় মুবারকের নিচে দুই বাহুমূলের মধ্যভাগে ঈষৎ ডিম্বাকৃতি শরীরের তিলের ন্যায় লাল রং বিশিষ্ট একটি স্থান ছিল, উহাকে কী বলে আখ্যায়িত করা হত?

- মোহরে নবুয়াত।

প্র ঃ ফিহরকে কুরাইশ কেন বলা হত?

- তিনি আপন গোত্রীয় সকল লোককে এক জায়গায় বসবাস করার জন্য একত্রিত করেছিলেন বলে তাকে কুরাইশ বা একত্রকারী বলা হত।

প্র ঃ বনি হাশিম কারা?

- হাশিমের বংশধরগণ।

প্র ঃ বনি উমাইয়া নামে খ্যাত কারা?

- আবদুস শামসের পুত্র উমাইয়া বংশধরগণ বনি উমাইয়া নামে খ্যাত।

প্র ঃ ইয়ামানের আবিসিনীয় সৈন্যাধ্যক্ষ আবরাহা কত খ্রিস্টাব্দে কোন নগরী ধ্বংস করতে এসেছিল?

- ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে, মক্কা নগরী।

প্র ঃ হস্তী বাহিনীর আক্রমণের সময় আবদুল মুত্তালিব কাবা ঘর রক্ষার ভার কার উপর ন্যস্ত করেছিলেন?

- আল্লাহর উপর।

www.pathagar.com

প্র ঃ আবরাহার আক্রমণের সময় আবদুল মুত্তালিব কোথায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন?

- নিকটবর্তী পর্বতের উপরে।

প্র ঃ আবদুল মুত্তালিবের সর্ব কনিষ্ঠ পুত্রের নাম কী ছিল?

- আবদুল্লাহ।

প্র ঃ জন্মের পর হযরত (সা) কয় দিন আপন মাতার স্তন্য পান করেছিলেন?

- তিন দিন।

প্র ঃ হালিমা তায়িফের কোন গোত্রের লোক ছিলেন?

- বনু সা'দ গোত্রের।

প্র ঃ হযরত (সা) কত বৎসর বয়সে পিতৃব্য আবু তালিবের সাথে সিরিয়া ভ্রমণ করেছিলেন?

- ১২ বছর।

প্র ঃ হারবুল ফিজার কাকে বলে?

- অধর্মের যুদ্ধকে।

প্র ঃ হারবুল ফিজার চলাকালীন সময়ে হযরত (সা) এর বয়স কত ছিল?

- আনুমানিক পনের বছর।

প্র ঃ মহানবী (সা) এর জীবনের শেষ বছর কোন শহরে কাটিয়েছিলেন?

- মদিনা শহরে।

প্র ঃ খারাজ কী করের নাম?

- জমি কর।

প্র ঃ মহানবী (সা) এর যামানায় জমিন আবাদ করার শ্রেষ্ঠ উপায় কী ছিল?

- খেজুর গাছ রোপন করা।

প্র ঃ মহানবী (সা) পতিত জমিন আবাদ করার উপর জোর দিয়েছিলেন কী?

- হ্যাঁ।

প্র ঃ কোন মাসে মহানবীর (সা) দান ছিল প্রভাত সমীরণ চেয়েও বেশি?

- রমযান মাসে।

প্র ঃ ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা মহানবী (সা) কে দেখলে তাঁর চতুর্দিকে আহ্লাদে সমবেত হত কেন?

- মহানবীর (সা) আদর এবং আলীঙ্গনের প্রত্যাশায়।

প্র ঃ ঐতিহাসিক মাইকেল হার্ট মহানবী (সা) কে কী বলে আখ্যায়িত করেছেন?

- জগতের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তিমান পুরুষ বলে।

প্র ঃ বালাগাল উলা বি কামালিহি কে লিখেছেন?

- শেখ সাদি (র)।

www.pathagar.com

প্র ঃ সাইমুম হাওয়ায় তাড়িত হয়ে সমগ্র উত্তর আরবে কী সৃষ্টি হয়?

- বিশাল বালির পাহাড়।

প্র ঃ আরবের এক বিশাল অংশে কোন আগ্নেয়গিরির আভা দেখতে পাওয়া যায়?

- আল-হাররা আগ্নেয়গিরির আভা।

প্র ঃ আরববাসীদের প্রধান সম্পদ ও সম্বল কী?

- কেবল উট।

প্র ঃ ঐতিহাসিকদের মতে এককালে কুরাইশ বনিকগণ কিসের ব্যবসা করত?

- স্বর্ণ ও রৌপ্যের।

প্র ঃ ইসলামের আদি যুগে মরুচারী আরবরা কী করেছে?

- বিজয়ী বেশে বহু রাজ্য জয় করেছে।

প্র ঃ নগরবাসী আরবের প্রধান উপজীবিকা কী?

- ব্যবসায়-বাণিজ্য।

প্র ঃ উপকূলবাসী আরবগণ কী ছিল?

- কৃষিজীবী।

প্র ঃ মরুচারী বেদুইনদের প্রধান উপজীবিকা কী?

- পশু পালন।

প্র ঃ বর্তমানে আরবদের আর্থিক অবস্থা কিভাবে চাঙ্গা হয়েছে?

- তৈল সম্পদ আহরণের ফলে।

প্র ঃ কোথায় কবিদের কাব্য প্রতিযোগিতার আসর বসত?

- মক্কার নিকটবর্তী উকায মেলায়।

প্র ঃ উকায মেলায় কে বাহবায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল?

- কবি উমরাউল কায়েস।

প্র ঃ আরবের বনু বকর গোত্রের বিখ্যাত কবির নাম কী?

- তারফা।

প্র ঃ ইসলাম-পূর্ব যুগে কবিরা কী ধরণের কবিতা রচনা করত?

- অশ্লীল কবিতা।

প্র ঃ আরব জাতি কোন মানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত?

- সেমেটিক মানব গোষ্ঠীর।

প্র ঃ হযরত ইসমাইল (আ) এর মাতার নাম কী?

- হাজেরা।

প্র ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) স্বীয় পুত্র হযরত ইসমাইল (আ) কে সঙ্গে নিয়ে কী প্রতিষ্ঠা করেন?

- আল্লাহর ইবাদতের জন্য মক্কায় কাবা গৃহ প্রতিষ্ঠা করেন।

www.pathagar.com

প্র ঃ আরবরা সদ্যজাত শিশু কন্যাকে কী করতে দ্বিধা করত না?

- জ্যান্ত কবর দিতে।

প্র ঃ বৌদ্ধরা কার মূর্তি পূজা করত?

- গৌতম বুদ্ধের।

প্র ঃ কোথায় কোথায় রাজা বা সম্রাটকে ধর্মীয় প্রধান ব্যক্তি মনে করা হত?

- চীন ও জাপানে।

প্র ঃ যিশু পন্থী খ্রিস্টানরা আল্লাহর একত্ববাদ পরিহার করে কী করেছিল?

- ত্রিত্ববাদপন্থী হয়েছিল।

প্র ঃ কোন পশুকে বাহিরা বলা হত?

- যে পশুর গর্ভে স্ত্রী শাবক জন্মলাভ করত। এর দুধ ও মাংস ভক্ষণ করা হত না।

প্র ঃ কাবাগৃহ কিসে পরিণত হয়েছিল?

- পৌত্তলিকতার প্রাণ কেন্দ্রে।

প্র ঃ বিভিন্ন দেব-দেবীর সম্মুখে তারা কী করত?

- নরবলি দিত।

প্র ঃ হাজরে আসওয়াদকে কী করা হত?

- চুম্বন করা হত।

প্র ঃ আরবের কন্যাগণ কিভাবে তাওয়াফ করত?

- পুণ্যের আশায় বিবস্ত্র অবস্থায় তাওয়াফ করত।

প্র ঃ কোন তিনটি মহাদেশের কেন্দ্রস্থলে আরব অবস্থিত?

- এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা।

প্র ঃ আবদুল মুত্তালিব কে ছিলেন?

- মক্কার প্রধান সর্দার।

প্র ঃ আবদুল মুত্তালিব কী ফেরত চেয়েছিলেন?

- উট।

প্র ঃ কাবা গৃহে মোট কতটি দেব-দেবীর মূর্তি ছিল?

- ৩৬০টি।

প্র ঃ সেকালে সিরিয়া কী ছিল?

- আন্তঃ মহাদেশীয় ব্যবসায় কেন্দ্র।

প্র ঃ তৎকালে কুরাইশরা কোন দেশের সাথে ব্যবসা করত?

- সিরিয়ার সাথে।

প্র ঃ কাবা ঘর নির্মাণের পর কী নিয়ে গোত্রসমূহের মধ্যে বিবাদ শুরু হয়?

- হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর নিয়ে।

প্র ঃ মক্কাবাসীরা খাদিজা (রা) কে কী বলে ডাকত?

- খাদিজাতুত তাহিরা।

www.pathagar.com

প্র ঃ মহানবী (সা) জিবরাইল (আ) কে দেখে কী করলেন?
- ভীত বিহ্বল হয়ে পড়লেন।

প্র ঃ বিবাহের পর খাদিজা (রা) তার সমস্ত সম্পদ কী করলেন?
- মহানবী (সা) এর চরণে লুটায়ে দিলেন।

প্র ঃ মহানবী (সা) ও বিবি খাদিজা (রা) এর বয়স বিবাহের সময় কত ছিল?
- মহানবীর (সা) ২৫ এবং খাদিজার (রা) ৪০ বছর।

প্র ঃ মহানবী (সা) পাঁচ বছর বয়সে কী আয়ত্ব করতে সক্ষম হন?
- আরবী ভাষা।

প্র ঃ হালিমা মহানবী (সা) কে কত বছর প্রতিপালন করেন?
- ছয় বছর।

প্র ঃ মহানবী (সা) হালিমার কোন স্তন পান করতেন?
- ডান স্তন।

প্র ঃ মহানবী (সা) কোথা থেকে শিক্ষার প্রথম সবক গ্রহণ করেন?
- প্রাকৃতিক বৈচিত্র থেকে।

প্র ঃ মহানবী (সা)-এর বক্ষ বিদীর্ণ/উন্মুক্ত করার খবর হালিমাকে কে দিয়েছিল?
- তার ছেলে।

প্র ঃ মহানবী (সা)-এর বক্ষ বিদীর্ণ/উন্মুক্ত করার জন্য কারা এসেছিলো?
- দুই জন ফিরিশ্‌তা।

প্র ঃ আবদুল্লাহ্ সিরিয়া গিয়েছিলেন কেন?
- ব্যবসায়-বাণিজ্য উপলক্ষে।

প্র ঃ আবদুল্লাহ্ কোথায় ইনতিকাল করেন?
- মদিনায়।

প্র ঃ মহানবী (সা) এর নির্দেশে আল কুরআন কিসে লিপিবদ্ধ করা হত?
- খেজুর পত্রে, প্রস্তর ফলকে, চামড়ায়, উটের চেপ্টা হাড়ে।

প্র ঃ মহানবী (সা) নবুওয়াতের তিন বছর কিভাবে কোথায় ইসলাম প্রচার করেন?
- গোপনে।

প্র ঃ মহানবী (সা) প্রকাশ্যে কখন কোথায় ইসলামের দাওয়াত দেন?
- সাফা পর্বতের পাদদেশে মক্কাবাসীদের এক সভায় আহ্বান করে।

প্র ঃ মানব জাতিকে সৎপথে আনার জন্য মহান আল্লাহ্ কাদেরকে প্রেরণ করেন?
- মহামানবদেরকে।

প্র ঃ মুসলমানদের কিবলা কখন পরিবর্তন হয়?
- দ্বিতীয় হিজরীর শাবান মাসে।

www.pathagar.com

প্র ঃ প্রথমে কিবলা কোনদিকে ছিল, পরবর্তীতে কোন দিকে হলো?

- প্রথমে কিবলা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে এবং পরে কাবা ঘরের দিকে।

প্র ঃ মহানবী (সা) মদিনায় গিয়ে যে মসজিদ নির্মাণ করেন তাকে কী বলে?

- মসজিদে নববী।

প্র ঃ মসজিদে নববী কী দ্বারা নির্মাণ করা হয়েছিল?

- খেজুর পাতা ও মাটির দেয়াল দ্বারা।

প্র ঃ আবদুল্লাহ ইবনু উবাই কে ছিল?

- মদিনার মুনাফিকদের দলপতি।

প্র ঃ কুরাইশদের প্রাণে উত্তেজনা সৃষ্টির লক্ষ্যে উহুদের যুদ্ধে কোন কবি গিয়েছিলেন?

- আমর জামহি।

প্র ঃ উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের কী শিক্ষা লাভ হয়?

- সেনাপতির আদেশ অমান্য ও শৃংখলা ভঙ্গ করার জন্য পরাজয় অবশ্যম্ভাবি।

প্র ঃ ইয়াহুদিদের কোথায় নির্বাসন দেয়া হয়?

- সিরিয়ায়।

প্র ঃ বনু নাযির গোত্রের সাথে কাদের যোগাযোগ ছিল?

- কুরাইশদের।

প্র ঃ মহানবী (সা) বনু নাযির গোত্রেকে কত দিনের মধ্যে অন্যত্র চলে যাওয়ার জন্য নির্দেশ দিলেন?

- দশ দিনের মধ্যে।

প্র ঃ তাবুক অভিযানে কে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন?

- খালিদ বিন ওয়ালিদ।

প্রঃ খন্দকের যুদ্ধে মহানবী (সা) কী পরিমাণ সৈন্য নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেন?

- তিন হাজার সৈন্য নিয়ে।

প্র ঃ বনু কুরাইযার ইয়াহুদি গোত্র কী করেছিল?

- খন্দক যুদ্ধে প্রকাশ্যে শত্রু পক্ষে যোগদান করেছিল।

প্র ঃ ষষ্ঠ হিজরীতে কেন মহানবী (সা) মক্কায় যাত্রা করলেন?

- স্বপ্ন যোগে অনুপ্রাণিত হয়ে উমরাহ পালন করার জন্য।

প্র ঃ কুরাইশগণ মক্কা বিজয়ের পূর্বে হযরত উসমান (রা) কে কী করেছিল?

- নযরবন্দী করে রেখেছিল।

প্র ঃ রোমের সম্রাট হিরাক্লিয়াস ইসলামের দাওয়াত পেয়ে কী করেছিলেন?

- ইসলামের দাওয়াত সাদরে গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু রাজনৈতিক কারণে ইসলাম গ্রহণ করেননি।

www.pathagar.com

প্র ঃ হুনাইনের যুদ্ধে শত্রুদের কী কী সম্পদ মুসলমানদের হস্তগত হয়?

- আট হাজার উট, চল্লিশ হাজার মেষ, বহু সমর উপকরণ এবং চার হাজার রৌপ্য মুদ্রা।

প্র ঃ কার নেতৃত্বে আওতাসের যুদ্ধে মুসলিম বাহিনী অগ্রসর হয়েছিল?

- আবু আমের আশআরীর।

প্র ঃ ইয়ামানের হামদান গোত্রের কাছে কাকে মহানবী (সা) ইসলামের দাওয়াত নিয়ে পাঠিয়ে ছিলেন?

- হযরত আলী (রা) কে।

প্র ঃ মহানবী (সা) কত হিজরীতে ইয়ামানের মাযহাজ গোত্রের কাছে লোক পাঠিয়ে ছিলেন?

- দশম হিজরীতে।

প্র ঃ নাজরানের লোকেরা কোন মূর্তির পূজা করত?

- মাদান।

প্র ঃ বাহরাইন কোন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল?

- পারস্যের।

প্র ঃ বাহরাইনের প্রভাবশালী দলগুলো কী কী?

- কায়েস, বকর, ওয়ায়েল ও তামিম।

প্র ঃ দান, খায়রাত, ফিতরা মহানবী (সা) কেন প্রচলন করলেন?

- দু:খী কাঙ্গালদের দান করার জন্য।

প্র ঃ শাসন কার্য পরিচালনার জন্য মহানবী (সা) কী নির্দেশ দিয়েছেন?

- আল কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে কোন সমস্যার সমাধানে ব্যর্থ হলে নিজের মতে কাজ করে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছিলেন।

প্র ঃ হযরত আলী (রা) কে কোথায় শাসনকর্তা নিযুক্ত করা হলো?

- ইয়ামামার।

প্র ঃ অমুসলমানদেরকে কী কর দিতে হত?

- জিযিয়া কর।

প্র ঃ যে ব্যক্তি প্রশাসক হবেন তিনি কী কী খরচ পাবেন?

- পত্নী, চাকর ও বাসস্থানের খরচ।

প্র ঃ মদিনার পার্শ্ববর্তী এলাকা সমূহের প্রশাসনিক কার্য কে সম্পন্ন করতেন?

- মহানবী (সা) নিজেই।

প্র ঃ মহানবী (সা) পতিত জমি কী করতেন?

- সাহাবীগণকে জায়গীর হিসেবে দিতেন।

প্র ঃ তখনকার খেজুর কী হিসেবে ব্যবহার করা হত?

- জীবন ধারণের উপাদান হিসেবে।

www.pathagar.com

প্র ঃ মহানবী (সা) প্রায়ই কী বলতেন?

- আমাকে তোমরা গরীবের মাধ্যমে স্মরণ করবে।

প্র ঃ সক্ষম ব্যক্তিকে মহানবী (সা) কী করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন?

- পরিশ্রম করে উপার্জন করতে।

প্র ঃ মহানবী (সা) ভিক্ষুকের কম্বল বিক্রি করে কী করলেন?

- কুড়াল ও কিছু খাবার কিনে দিলেন।

প্র ঃ মহানবী (সা) কোন হাতকে উত্তম বলেছেন?

- নিচু হাত হতে উঁচু হাত উত্তম। অর্থাৎ চাওয়ার চেয়ে দেয়া উত্তম।

প্র ঃ মহানবী (সা) রোগীর খবর নিতেন কিভাবে?

- পায়ে হেঁটে বস্তিতে গিয়ে।

প্র ঃ হযরত আনাস (রা) মহানবী (সা) এর খিদমতে দীর্ঘ দিন কাটানোর সময় কী দেখতে পাননি?

- কারো মনে কষ্টের উদ্রেক হতে পারে এমন কথা।

প্র ঃ ঐতিহাসিক লেনপুল মহানবী (সা) কে কী বলেছেন?

- হযরত মুহাম্মদ (সা)-ই একমাত্র নবী যিনি পশু জগতের প্রতিও তার স্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন।

প্র ঃ মহানবী (সা) উটের গলায় কী দিতে নিষেধ করেছেন?

- বেড়ী দিতে নিষেধ করেছেন।

প্র ঃ মহানবী (সা) সব শিশুকে কী বলে ঘোষণা করেছেন?

- নিষ্পাপ বলে ঘোষণা করেছেন।

প্র ঃ মহানবী (সা) কোন শিশুর অকাল মৃত্যুতে অশ্রুসংবরণ করতে পারেননি?

- আপন শিশু পুত্র ইবরাহীম।

প্র ঃ মহানবী (সা) আপন পরিবার পরিজনকে কী থেকে দূরে রেখেছিলেন?

- ভোগ বিলাস থেকে।

প্র ঃ মহানবী (সা) কাজে কর্মে কী পালন করতেন?

- কৃচ্ছতা।

প্র ঃ মহানবী (সা) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে কিসের সাথে তুলনা করেছেন?

- ঈমানের সাথে।

প্র ঃ নিঃস্ব দাস দাসীগণের পুর্ণবাসনের জন্য কী বরাদ্দ করে রেখে দিতেন?

- গনিমতের এক বিশেষ অংশ।

প্র ঃ হযরত মুসা (আ) তার স্ত্রীর মোহরানা কিভাবে পরিশোধ করেন?

- শ্রম দ্বারা।

www.pathagar.com

প্র ঃ আল কুরআন ও সুন্নাহর নীতি কোন সময় প্রতিপালিত হয়েছিল?

- খোলাফায়ে রাশেদিন এর সময়।

প্র ঃ হাসিম হাজিদের কী কাজে নিযুক্ত থাকতেন?

- পানি ও আর্থিক সাহায্যে নিযুক্ত থাকতেন।

প্র ঃ কুশাই কত খ্রিস্টাব্দে কোন বংশে জন্মগ্রহণ করেন?

- ৫০০ খ্রিস্টাব্দে কুরাইশ বংশে।

প্র ঃ খাদিজা (রা) কার মাধ্যমে মহানবীর (সা) কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন?

- নাফিসা নাম্নী এক দাসীর মাধ্যমে।

প্র ঃ খাদিজা (রা) কত হিজরীতে ইনতিকাল করেন?

- দশম হিজরীতে।

প্র ঃ হযরত বিলাল (রা) কে ক্রয় করে আযাদ করে দেন?

- হযরত আবু বকর (রা)।

প্র ঃ হযরত বিলাল (রা) কোথায় কত সালে ইনতিকাল করেন?

- ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে দামেস্কে ইনতিকাল করেন।

প্র ঃ যায়েদ মহানবীর (সা) সম্পর্কে কী ছিলেন?

- পোষ্য পুত্র।

প্র ঃ তায়েফবাসীর শফিক গোত্রকে মহানবী (সা) ইসলামের দাওয়াত দিলে তারা কী করল?

- উপহাস ও তিরস্কার করল।

প্র ঃ জোর যার মুল্লুক তার এ নীতিতে কারা বিশ্বাসী ছিল?

- অন্ধকার যুগের লোকেরা।

প্র ঃ ভূমির খাজনাকে কী বলা হয়?

- খারাজ।

প্র ঃ উৎপাদিত ফসলের অংশ বিশেষকে কী বলা হয়?

- উশর।

প্র ঃ ধনী মুসলমানদের কাছ থেকে কী কর আদায় করা হত?

- জিযিয়া।

প্র ঃ ঐতিহাসিক হিশামের মতে প্রতিনিধি আগমনের বছর কোন হিজরী?

- নবম হিজরী।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ১৪
বিশ্ব সভ্যতায় মুসলমানদের অবদান

পরিচ্ছেদ-১
মুসলিম ব্যক্তিত্বের অবদান

গণিত শাস্ত্রে অবদান

❖ **আল-খারিযমী :** মুহাম্মদ বিন মুসা আল-খারিযমী গণিত বিজ্ঞানের অগ্রদূত। জন্ম-৭৮০ খ্রিস্টাব্দে; মৃত্যু-৮৫০ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর প্রসিদ্ধ 'হিসাব আলজাবার ওয়াল মুকাবালাহ' গ্রন্থের নামানুসারে বর্তমান Algebra (আলজিবরা) উৎপত্তি হয়েছে। গণিতবিদ হিসেবে নি:সন্দেহে তিনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মৌলিক প্রতিভার দাবিদার।

❖ **ওমর খৈয়াম :** তাঁর নাম হচ্ছে : ওমর বিন ইবরাহীম আল খৈয়াম। এই পণ্ডিত পাটিগণিত ও বীজগণিতের উপর বহু গ্রন্থ রচনা করেন। কিতাবুল জিবরা তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইনি একাদশ শতাব্দীর সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ছিলেন।

❖ **আল বিরুনী :** গণিতশাস্ত্রে আল বিরুনীর মৌলিক প্রতিভা সর্বজন স্বীকৃত। তাঁর রচিত 'আল কানুন আল মাসউদি'-কে অংক শাস্ত্রের বিশ্বকোষ বলা হয়ে থাকে। তিনি গণিত ও পদার্থ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনন্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

❖ **জাবির ইবনু আফলাহ :** তিনি 'কিতাবুল হায়াত'-এ গোলাকার সাধারণ ত্রিকোণমিতির উপর সারগর্ভপূর্ণ পরিচ্ছেদ সন্নিবেশিত করে মৌলিকত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

❖ **আহম্মদ বিন তাইয়্যেব আল সারাকশি :** এই মুসলিম পণ্ডিত গণিত, বীজগণিত ও জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে অনেক বই-পুস্তক রচনা করেন।

❖ **মুহাম্মদ বিন ঈসা আল মাহানী :** ইনি আধুনিক বীজগণিতের অন্যতম প্রবক্তা। এই পণ্ডিত ত্রিকোণমিতি, জ্যামিতি, জ্যোতির্বিদ্যা ও ঘন সমীকরণ সম্পর্কে গ্রন্থ রচনা করেন।

❖ **আল বাত্তানি :** ইনি সর্বপ্রথম ত্রিকোণমিতির অনুপাত প্রকাশ করেন।

❖ **আবুল ওয়াফার :** তিনি প্রথম সাইন উপপাদ্যের সঙ্গে গোলাকার ত্রিভুজের সাধারণত্ব প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ত্রিকোণমিতির তালিকাও প্রণয়ন করেন।

❖ **আলী বিন মুহাম্মদ আল কালাহাদী :** তার সংখ্যা সূত্র গ্রন্থটি মৌলিকত্বের স্বাক্ষর বহণ করে।

www.pathagar.com

❖ **নাসিরুদ্দিন আল তুসী :** ইনি যাবতীয় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আকর ষোলটি গণিত গ্রন্থের সম্পাদনা করেন।

উল্লেখ্য যে, আল ইয়াসী, আল ফারাবী, ইবনু সীনা, আল-কিন্দী, হাসান বিন আল হাসান, বাহাউদ্দিন আমিল, আবুল কাসিম প্রমূখ মনীষী গণিত শাস্ত্রের উপর অসামান্য মৌলিক অবদান রেখেছিলেন।

ইতিহাস শাস্ত্রে অবদান

❖ **ইবনু খালদুন :** ইতিহাস, দর্শন ও সমাজ বিজ্ঞানের জনক, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার দিক থেকে পৃথিবীর অন্যতম ঐতিহাসিক। 'কিতাব আল ইবার' ছিল তার বিখ্যাত গ্রন্থ। তিন ভাগে বিভক্ত গ্রন্থখানির ১ম অংশ মুকাদ্দিমা বা ভূমিকা, ২য় অংশ আরব জাতির ইতিহাস এবং ৩য় অংশে উত্তর আফ্রিকার বার্বার ও অন্যান্য মুসলিম রাজবংশের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। তিনি ইতিহাস চর্চাকে বৈজ্ঞানিক রূপদান করেন।

❖ **আল বালাযুরী :** পারস্যের (বর্তমান ইরান) আহমদ ইবনু ইয়াহিয়া আল বালাযুরী ছিলেন হিজরী ৩য় শতাব্দীর একজন প্রখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ফুতুহুল বুলদান। ইহাতে তিনি মুসলমানদের রাজ্য জয়ের আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন। তাঁর সাল তারিখ মোটামুটি নির্ভুল ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

❖ **ইবনু জারির আত্তাবারী :** তাঁর পূর্ণ নাম আবু জাফর মুহাম্মদ ইবনু জারির আত্তাবারী। ইয়ামানের অধিবাসী এই পণ্ডিত ইসলামের ইতিহাসের জন্য এবং পৃথিবীর প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিকদের মধ্যে অন্যতম। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো 'তারিখুর রাসূল ওয়াল মূলক' যা নবী ও রাজাদের ইতিহাস। এই গ্রন্থে তিনি হযরত আদম ও হাওয়া (আ) থেকে ৩০২ হিজরী সময় পর্যন্ত সামগ্রিক ইতিহাস ধারাবাহিক ও বর্ষ ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করেছেন। তাঁর গ্রন্থখানি বিশ্ব ইতিহাসের আঙ্গিকে লেখা। ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ঐতিহাসিক তাবারীর লেখায় পরিপূর্ণতা লাভ করে।

❖ **আল মাসউদী :** ঐতিহাসিক আল মাসউদীকে আরবদের হিরোডোটাস বলা হয়ে থাকে। ইতিহাস রচনায় তিনি বর্ষ ও অধ্যায় ভিত্তিক পদ্ধতির অনুসরণ করেছেন। তাঁর লিখিত 'মুরুয যাহাব' নামক বিশ্বকোষে তিনি ইসলামের ইতিহাস ছাড়াও ভারত, পারস্যের ইতিহাস, রোমক ও ইয়াহুদি ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। 'তানবীহ ওয়াল আশরাক' নামক গ্রন্থে তিনি তাঁর ইতিহাস দর্শন ব্যাখ্যা করেছেন।

স্মরণীয় যে, উল্লেখিত ঐতিহাসিকগণ ছাড়াও ইবনু হিশাম, ইবনু ইসহাক হিশাম আল কালবি, আলী বিন মুহাম্মদ, আল ইয়াকুবি, আল দিনাওয়ারি,

www.pathagar.com

ইবনুল আমির, আবু মারওয়ান এরা প্রত্যেকেই ছিলেন স্ব স্ব যুগের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক।

চিকিৎসা শাস্ত্রে অবদান

❖ **ইবনু সীনা :** তাঁর নাম আবু আলী আল হুসাইন বিন আবদুল্লাহ ইবনু সীনা। এই পণ্ডিত মাত্র সতের বছর বয়সে চিকিৎসক হিসেবে কর্মজীবনে পা রাখেন। তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাথে সাথে দর্শন এবং বিজ্ঞানেও যথেষ্ট অবদান রেখেছেন। মনীষী ইবনু সীনা সে যুগে চিকিৎসা বিজ্ঞানে ছিলেন অদ্বিতীয়। পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত তাঁর চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ 'আল কানুন ফিত তিব্ব'-এ ৭৬০টি ঔষধের নাম রয়েছে। প্রফেসর হিট্টির মতানুসারে 'দ্বাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত পশ্চিমা দেশ গুলোতে তাঁর গ্রন্থ চিকিৎসা বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শক ছিল'।

❖ **আল রাযী :** সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম চিকিৎসা বিজ্ঞানী আল রাযী তেহরানের কাছে রাই নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক ৬০টিরও বেশি গ্রন্থ রচনা করেছেন। তিনি বাগদাদ হাসপাতালের প্রধান চিকিৎসক ছিলেন। অস্ত্রপচারে তিনি সেটন আবিষ্কার করেন। তিনিই সর্বপ্রথম বসন্ত ও হামের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য নির্ণয় এবং তাদের লক্ষণ ও উপসর্গের যথাযথ বর্ণনা দেন। তাঁর রচিত মৌলিক গ্রন্থের সংখ্যা দুই শতাধিক।

❖ **আত্তাবারী :** প্রখ্যাত চিকিৎসা বিজ্ঞানী আত্তাবারীর চিকিৎসা বিষয়ক বিশ্বকোষ 'ফিরদৌস আল হিকমা' ছিল আরবী ভাষায় বিরচিত সর্বপ্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্র। এ শাস্ত্রে তাঁর অনবদ্য অবদানের স্বাক্ষর রয়েছে।

❖ **হুনায়ন বিন ইসহাক :** চিকিৎসা বিজ্ঞানী হুনায়ন বিন ইসহাক চক্ষু বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করেছেন। এই গ্রন্থে তিনি চক্ষুর গঠন, চক্ষুর সঙ্গে মস্তিষ্কের সংযোগ রক্ষাকারী স্নায়ু, চক্ষুর বিভিন্ন রোগ ও তার প্রতিকার সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

❖ **আলী ইবনু ঈসা ও আম্মার :** এই চিকিৎসকদ্বয়ের আল কিরা আল কাহহালীন ও আল মুনতাখাব ফি উলাজ আল আইন গ্রন্থ দুইখানি ল্যাটিন ভাষায় অনুদিত হয়ে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত পাশ্চাত্যে চক্ষু চিকিৎসা বিদ্যায় পাঠ্য হিসেবে ব্যাপক প্রচলিত ছিল। আম্মারের গ্রন্থে ১৩০ প্রকারের চক্ষু রোগ ও তার চিকিৎসার পরামর্শ উল্লেখ রয়েছে।

❖ **আবুল কাসিম আয্যাহরাবী :** ইনি স্পেনের সর্বশ্রেষ্ঠ শল্য চিকিৎসক। এই মনীষী 'আততাসিরফ' গ্রন্থে রোগ নির্ণয় অপারেশন পদ্ধতি ও অপারেশনের জন্য ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতির ছবি সম্বলিত বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন। তিনি নিজেও অনেক যন্ত্র ও অস্ত্র তৈরি করেন।

www.pathagar.com

স্মরণীয় যে, উল্লেখিত চিকিৎসা বিজ্ঞানী ছাড়াও ইবনু রুশদ, হারিস বিন কালাদা ও নাসির বিন আল গামারের বিশষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ভূগোল শাস্ত্রে অবদান

❖ **আল বিরুনী :** বহুভাষাবিদ পণ্ডিত আলবিরুনীর পূর্ণ নাম হচ্ছে– আবু রায়হান মুহাম্মাদ বিন আহম্মদ আল বিরুনী। এই মুসলিম মনীষী মুসলিম জগতে শ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। তাঁর রচিত 'কিতাবুল হিন্দ' গ্রন্থে ভূ-বিদ্যা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তিনিই সর্বপ্রথম পৃথিবীর গোলাকার মানচিত্র তৈরি করেন। আর 'কিতাবুল তাফহিমে' উক্ত মানচিত্রটির ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত হয়েছে।

❖ **আল ইদ্রিসী :** ইনি মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোল ও মানচিত্রবিদ। তিনি প্রাচীন ও আধুনিক ভৌগলিক জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'কিতাবুল রোজারি'। তিনি একটি গোলকে জ্ঞাত জগতের অবস্থান চিহ্নিত করেছেন।

❖ **ইয়াকুত আলহামাবী :** এই মুসলিম মনীষীকে ভূগোল শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনি ত্রয়োদশ শতকের প্রথম দিকে মুসলিম প্রাচ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ভৌগলিক বিশ্বকোষ 'মুজাম আল বুলদান' রচনা করেন। এতে তৎকালীন মুসলিম জগতের সার্বিক ভৌগলিক জ্ঞানের সমূহ স্বাক্ষর পরিলক্ষিত হয়।

❖ **আল খাওয়ারিযমী :** তাঁর পূর্ণনাম মুহাম্মাদ মুসা আল খাওয়ারিযমি। তিনি ছিলেন প্রখ্যাত ভূগোল শাস্ত্রবিদ। তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে পৃথিবীর মানচিত্র অংকনের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অনন্য।

❖ **মুকাদ্দিসী :** এই মুসলিম পণ্ডিত ও মনীষী ফিলিস্তিনে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন ইসলামের সর্বশ্রেষ্ঠ ভূগোলবিদ ও পর্যটক। তিনি দীর্ঘ বিশ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে সর্ববৃহৎ ও সর্বাপেক্ষা মৌলিক ভূগোল গ্রন্থ রচনা করে নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো– 'আহসান আত তাকাসিম ফি মারিফাত আল আকালিম'।

❖ **ইবনু খুরদাদ বিহ :** ইনিও বিখ্যাত ভূগোলবিদদের অন্যতম। তাঁর রচিত গ্রন্থে আরবদের প্রধান বাণিজ্যপথ এবং চীন, জাপান, কোরিয়া প্রভৃতি দূরবর্তী দেশের বর্ণনা চিত্রিত হয়েছে। তাঁর রচিত 'আল মাসালিক ওয়াল মামালিক' গ্রন্থখানি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দর্শন শাস্ত্রে অবদান

❖ **আল ফারাবী :** বিশিষ্ট ভাষাতত্ত্ববিদ আবু নসর মুহাম্মদ আল ফারাবি ৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। আর ৯৫০ খ্রি. মৃত্যুবরণ করেন। তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ

www.pathagar.com

দার্শনিক, গণিতবিদ, জ্যোতির্বিদ ও রসায়নবিদ। তিনি ছিলেন ভাষা পণ্ডিত। তাই তিনি প্রায় সত্তুরটি ভাষায় কথা বলতে পারতেন।

❖ **আল কিন্দী :** জন্ম ৮০১; মৃত্যু ৮৭৩; ইনি ছিলেন একজন প্রখ্যাত দর্শন শাস্ত্রবিদ। গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, চিকিৎসা বিজ্ঞান ও ভাষাবিদ হিসেবে মুসলিম জগতে বিশেষ মর্যাদা কুড়িয়েছেন এই মুসলিম মনীষী। বিভিন্ন বিষয়ের উপর ৩৬৯ টি গ্রন্থ রচনা করে মৌলিক নৈপুণ্যের স্বাক্ষর রেখেছেন।

রসায়ন শাস্ত্রে অবদান

❖ **জাবিদ বিন হাইয়ান :** এই প্রখ্যাত রসায়নবিদ ৭৭৬ খ্রিস্টাব্দে কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁকে আধুনিক রসায়ন শাস্ত্রের জনক বলা হয়। তিনি রসায়ন শাস্ত্রের উপর ৫০০ খানি অনবদ্য গ্রন্থ রচনা করে বিশ্বখ্যাতি অর্জন করেছেন।

❖ **ইবনু সীনা ও আল রাযী :** এই দুইজন মুসলিম পণ্ডিত ও মনীষী চিকিৎসা শাস্ত্রে অনবদ্য অবদান রেখেও পরবর্তীকালে রসায়ন শাস্ত্রের বিজ্ঞ পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন।

পদার্থ বিজ্ঞানে অবদান

❖ **আবদুস সালাম :** প্রখ্যাত মুসলিম পদার্থবিদ পাকিস্তানে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালে অপর দুইজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পদার্থ বিজ্ঞানীর সাথে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৩ সালে বাংলাদেশের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ডক্টরেট অফ সাইন্স ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯৯৬ নভেম্বর মাসে মারা যান।

বিজ্ঞান শাস্ত্রে অবদান

❖ **ড. কুদরাত-ই-খুদা :** এই মুসলিম মনীষী একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন। তিনি রসায়ন শাস্ত্রে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট ডিগ্রি অর্জন করেন। কর্মজীবনে অধ্যাপনা করতেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মান সূচক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করে। তাঁর রচিত গ্রন্থ হচ্ছে বিজ্ঞানের বিচিত্র কাহিনী, পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প সম্ভাবনা, অনুবাদঃ পবিত্র কুরআনের কথা (২য় খণ্ড)। জন্ম সাল ১৯০০ (বাংলাদেশে) মৃত্যু ১৯৭৮ সালে।

পরিচ্ছেদ-২
মুসলিম সেনাপতি

০১. হযরত আলী (রা);

০২. হযরত হামজা (রা);

www.pathagar.com

০৩. গাজি সালাহ উদ্দিন;
০৪. হযরত আবু উবায়দাদ;
০৫. হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ;
০৬. হযরত তারিক বিন যিয়াদ;
০৭. হযরত মুসা বিন নোসায়ের;
০৮. হযরত সুলতান সালাহ উদ্দিন;
০৯. ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজি;
১০. মুহাম্মাদ বিন কাসিম;
১১. সুলতান মাহমুদ;
১২. টিপু সুলতান।

পরিচ্ছেদ-৩
অলিগণের নাম

ক্রম. নাম	দেশ
০১. হাসান বসরি (র)	ইরাক
০২. ইমাম জাফর সাদেক (র)	ইয়েমেন
০৩. হযরত আ. কাদির জিলানি (র)	বাগদাদ
০৪. বাহাউদ্দিন নকশাবন্দি (র)	উজবেকিস্তান
০৫. হযরত খাজা মইনুদ্দিন চিশতি (র)	ভারত
০৬. হযরত নিজাম উদ্দিন আউলিয়া (র)	ভারত
০৭. হযরত শাহ জালাল (র)	বাংলাদেশ
০৮. মুজাদ্দিদে আলফেসানি সাইয়্যেদ আহমাদ সিরহান্দী (র)	ভারত
০৯. আবু বকর সিদ্দিক (র)	ভারত
১০. মাও. নেছারউদ্দিন আহম্মদ (র)	বাংলাদেশ
১১. মাও. মো. এছাহাক (র)	বাংলাদেশ
১২. মাও. মো. হাসানউদ্দিন (র)	বাংলাদেশ

পরিচ্ছেদ-৪
মুসলিম নোবেল পুরস্কার বিজয়ী

ক্রম. নাম	দেশ	বিষয়	সাল
০১. আনোয়ার সাদাত	মিসর	শান্তি	১৯৭৫
০২. ড. আবদুস সালাম	পাকিস্তান	পদার্থ	১৯৭৯

www.pathagar.com

০৩. নাজিব মাহ্‌ফুয	মিসর	সাহিত্য	১৯৮৮
০৪. ইয়াসির আরাফাত	ফিলিস্তিন	শান্তি	১৯৯৪
০৫. অধ্যাপক ফরিদ মুরাদ	যুক্তরাষ্ট্র	চিকিৎসা	১৯৯৮
০৬. আহমদ এইচ জোবাইল	মিসর	রসায়ন	১৯৯৯
০৭. কফি আনান	ঘানা	শান্তি	২০০১
০৮. শিরিন এবাদী	ইরান	শান্তি	২০০৩
০৯. মুহাম্মদ আল বারদী	মিসর	শান্তি	২০০৫
১০. ড. মুহাম্মদ ইউনুস	বাংলাদেশ	শান্তি	২০০৬

পরিচ্ছেদ-৫
যুগে যুগে স্মরণীয় মুসলিম ব্যক্তিত্ব

- **আবদুল কাদির জিলানি (র) :** তিনি ১০৭৮ সালে পারস্যের জিলান নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম অলি। বড়পীর সাহেব বলেও তিনি পরিচিত। তিনি ১১৬৬ সালে ইনতিকাল করেন।
- **স্যার সৈয়দ আহমাদ :** তিনি ১৮১৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৭৮ সাল থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত চার বছর তিনি বড়লাটের শাসন পরিষদের সদস্য ছিলেন। তিনি আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ১৮৯৮ সালে ইনতিকাল করেন।
- **ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজি :** তিনি কুতুবদ্দিন আইবেকের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি ১২০১ সালে রাজা লক্ষণ সেনকে পরাজিত করে বাংলায় ইসলাম কায়িম করেন।
- **ইবনু বতুতা :** তিনি ১৩০৪ সালে আফ্রিকার মরক্কোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিখ্যাত মিসরীয় পর্যটক। তিনি মুহাম্মদ তুঘলকের আমলে ভারত সফরে আসেন। তার একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম 'সফর নামা'। তিনি ১৩৭৮ সালে ইনতিকাল করেন।
- **জালাল উদ্দিন রূমি :** বিখ্যাত জ্ঞানতাপস এই মনীষী ১২০৭ খ্রিঃ খোরাসানের বলখ নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সুফী ও মিষ্টিক কবিদের অন্যতম। 'দিওয়ান-ই-শামসে তাবরিজ' 'মসনবি' 'রুবহিয়াতে' তিনটি তাঁর প্রসিদ্ধ কাব্যগ্রন্থ। ১২৭৩ খ্রিঃ তিনি ইনতিকাল করেন।
- **হাসানুল বান্না :** ভারতীয় উপমহাদেশে যেমন মাওলানা আবুল আলা মওদূদী (র) তেমনি মিসর তথা মধ্যপ্রাচ্যে হাসানুল বান্না শহীদ ইসলামী আন্দোলন

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ইখওয়ানুল মুসলেমিনের মত আদর্শ ভিত্তিক ইসলামী দল প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি আধুনিক শিক্ষিত হলেও ইসলামের ব্যাপারে গভীর পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি অনেক নির্যাতনের শিকার হন, পরিশেষে পঞ্চাশের দশকে মিসরের সমাজতান্ত্রিক স্বৈরাচারী সরকার জামাল নাসের তাকে ফাঁসী দেন এবং তিনি শাহাদাত লাভ করেন।

- **তারিক বিন যিয়াদ :** বিখ্যাত মুসলিম সেনাপতি তিনি ৭১১ সালে স্পেন বিজয় করেন।
- **ফিরদৌসী :** তিনি ৯২৭ সালে ইরানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গজনীর সুলতান মাহমুদের সভাকবি ছিলেন। তার আসল নাম আব্দুল কাসিম তুসী। তার বিখ্যাত সাহিত্য কর্ম 'শাহনামা'। তিনি ১০২০ সালে ইনতিকাল করেন।
- **ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ :** তিনি ১৮৮৫ সালে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষাবিদ। তিনি বাংলা, ইংরেজি ছাড়াও জার্মানি, হিব্রু, আরবী, ফার্সি, উর্দু, হিন্দি, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, আসামি, উড়িয়া মৈথিলি, আভোতান ও তিব্বতী ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। ১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাকে মরণোত্তর সম্মান সূচক ডক্টরেট ডিগ্রি প্রদান করে। তিনি ১৯৭৯ সালে ইনতিকাল করেন।
- **মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ :** তিনি ১৮৭৬ সালে করাচির খাজা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কায়িদে আজম নামে পরিচিত। তিনি উপমহাদেশের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ। তিনি ১৯৪০ সালে লাহোরের মুসলিম লীগের অধিবেশনে হিন্দুস্থানের মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র বাসভূমি পাকিস্তান দাবি করেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ইনতিকাল করেন।
- **হাজী মুহাম্মদ মুহসিন :** তিনি ১৭৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৮০৬ সালে এক লাখ ছাপ্পান্ন হাজার টাকার সম্পত্তি শিক্ষার উন্নতির জন্য দান করেন। তিনি ১৮১২ সালে ইনতিকাল করেন।
- **মীর মোশাররফ হোসেন :** তিনি ১৮৭৪ সালে নদীয়ার লাহিড়ী পাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলার বিখ্যাত গদ্য সাহিত্যিক। তার শ্রেষ্ঠ রচনা 'বিষাদ সিন্ধু'। তিনি ১৯১১ সালে ইনতিকাল করেন।
- **শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক :** তিনি ১৮৭৩ সালে বরিশালের চাখারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বাংলাদেশের এক মহৎ ও মহান রাজনীতিবিদ, জনসেবক ও খ্যাতিমান নেতা ছিলেন। বৃটিশ আমলে তিনি দুইবার অবিভক্ত বাংলার প্রধানমন্ত্রী হন। তিনি ঋণ সালিশী আইন প্রবর্তন করে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করেন। তিনি ১৯৬২ সালে ইনতিকাল করেন।

www.pathagar.com

- **শেখ মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, শের-ই-কাশ্মীর :** তিনি ১৯০৫ সালে ভারতের কাশ্মিরে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তিনি কাশ্মীর মুসলিম কনফারেন্স গঠন করেন। তিনি মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত কাশ্মীরের মূখ্যমন্ত্রী ছিলেন। তিনি ১৯৮২ সালে ইনতিকাল করেন।

পরিচ্ছেদ-৬
মুসলিম দার্শনিক

ক্রম. নাম	জন্ম ও মৃত্যু	জন্মস্থান
০১. আলকিন্দী	৮১৩-৮৭৩ খ্রি	দঃ আরব
০২. আলফারাবী	৮৭৯-৯৫০ খ্রি	ফাপর শহর
০৩. ইবনু মাশকাওয়া	অজ্ঞাত-১০৩০ খ্রি	অজ্ঞাত
০৪. ইবনু সীনা	৯৮০-১০৩৭ খ্রি	বুখারা
০৫. ইবনু আল হায়সাম	৯৬৫-১০৩৯ খ্রি	কর্ডোভা
০৬. ইবনু হাজম	৯১৪-১০৬৩ খ্রি	কর্ডোভা
০৭. ইবনু বাজা	১১০৬-১১৩৮ খ্রি	সারাগোসায়া
০৮. ইবনু তোফায়েল	১১১০-১১৮৫ খ্রি	আন্দালুস
০৯. ইবনু রুশদ	১১২৬-১১৯৮ খ্রি	কর্ডোভা
১০. ইমাম আল গাজ্জালী	১০৫৮-১১১১ খ্রি	খোরাসান
১১. ইবনুল আরাবি	১১৬৫-১২৪০ খ্রি	মার্সিয়া
১২. জালালুদ্দিন রুমী	১২০৭-১২৭৩ খ্রি	খোরাসান
১৩. ইবনু খালদুন	১৩৩২-১৪০৬ খ্রি	তিউনিসিয়া
১৪. আল্লামা ইকবাল	১৮৭৩-১৯৩৮ খ্রি	পাঞ্জাব।

পরিচ্ছেদ-৭
মুসলিম বিজ্ঞানী

০১. আল খাওয়ারিজমী
০২. জাবির বিন হাইয়ান
০৩. আততাবারী
০৪. আবুল হাসান
০৫. আল বেরুনী
০৬. আবু জাফর
০৭. আল মাহনী
০৮. আবু বকর ইবনু তাবারী
০৯. হারুন ইবনু আলী
১০. আবুল বাইয়াত
১১. আর রাসী
১২. আল কিন্দী
১৩. ওমর খৈয়াম
১৪. ইবনু সীনা
১৫. আল কিরমানী
১৬. আলী ইবনু ইসমাইল

www.pathagar.com

১৭. আল মারগানী
১৮. আল হাররামি
১৯. কামাল উদ্দিন বিন ইউসুফ
২০. আয যারকালি
২১. খলিফা হাকিম
২২. উমাইয়া বিন আ. আজিজ
২৩. আল ফাজারি
২৪. আবুল মাশার
২৫. আব্দুল্লাহ আল বাত্তানি
২৬. আবদুর রহমান সুফি
২৭. নাসিরুদ্দীন আল তুসী
২৮. আল রাযি
২৯. আল ফারাবি
৩০. হুনায়ন বিন ইসহাক
৩১. আলী ইবনু আব্বাস আল মাজুসি
৩২. আলী ইবনু ইসা
৩৩. প্রফেসর আবদুস সালাম
৩৪. ড. কুদরাত-ই-খুদা
৩৫. ড. শমসের আলী

পরিচ্ছেদ-৮
মুসলিম কবি

ক্রম. নাম	বিষয়
০১. আল্লামা ইকবাল	উর্দু
০২. ওমর খৈয়াম	ফার্সি
০৩. জালাল উদ্দিন রুমী	ফার্সি
০৪. শেখ সাদি	ফার্সি
০৫. আহম্মদ শাওকী	আরবী
০৬. হাফিয ইবরাহিম	আরবী
০৭. ফিরদৌসী	ফার্সি
০৮. মাওলানা জামি	.....
০৯. মাওলানা আলতাফ হোসেন	উর্দু
১০. কাব বিন যুহায়ের	আরবী
১১. হাস্‌সান বিন সাবিত	আরবী
১২. কাজী নজরুল ইসলাম	বাংলা
১৩. ফররুখ আহমেদ	বাংলা
১৪. আল মাহমুদ	বাংলা
১৫. শামসুর রহমান	বাংলা

পরিচ্ছেদ - ৯
মুসলিম সাহিত্যিক

ক্রম. নাম	বিষয়	দেশের নাম
০১. নাজিব মাহফুজ	আরবী	মিশর
০২. ড. তোহা হোসাইন	আরবী	মিশর

www.pathagar.com

০৩. ড. মোহাম্মদ শহীদুল্লাহ	বাংলা	বাংলাদেশ
০৪. মাওলানা মুহাম্মদ আলী	উর্দু	ভারত
০৫. মাও. মো. আকরাম খাঁ	বাংলা	বাংলাদেশ
০৬. ড. কাজী দীন মোহাম্মদ	বাংলা	বাংলাদেশ
০৭. এস ওয়াজেদ আলী	বাংলা	বাংলাদেশ
০৮. মীর মোশারফ হোসেন	বাংলা	বাংলাদেশ
০৯. আ. করিম সাহিত্য বিশারদ	বাংলা	বাংলাদেশ
১০. দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ	বাংলা	বাংলাদেশ
১১. মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ	বাংলা	বাংলাদেশ
১২. মাওলানা আবদুর রহীম	বাংলা	বাংলাদেশ।

পরিচ্ছেদ- ১০
আরবী সাহিত্যের কথা

প্র ঃ বর্তমান পৃথিবীতে ভাষার সংখ্যা কত এবং প্রথম শ্রেণীর আন্তর্জাতিক ভাষা কোন কোনটি?

- ২৭৯৬টি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্জাতিক ভাষা– আরবী, ফারসি, ল্যাটিন ও ইংরেজি।

প্র ঃ পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন ভাষা কোনটি?

- আরবী। (এ বিষয় মতভেদ আছে)

প্র ঃ আরবী ভাষা এবং সাহিত্যে গ্রন্থকারে প্রকাশিত সর্বপ্রথম গ্রন্থের নাম কী?

- আল কুরআন।

প্র ঃ বর্তমান যুগেও উৎকৃষ্টতম সাহিত্য হিসেবে মুসলিম-অমুসলিম আরবদের মধ্যে কোন গ্রন্থ সমাদৃত?

- আল কুরআন।

প্র ঃ কুরআন, হাদিস ও তাফসির– আরবী সাহিত্যের এই তিনটি নতুন শাখার উদ্ভব হয় কখন?

- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবদ্দশায়।

প্রঃ মুআল্লাকা কী?

- প্রাচীন আরবী কবিতা বিশেষ।

প্র ঃ যে ছন্দে মুআল্লাকা রচিত হয়েছিল তার নাম কী?

- কাসিদা।

প্র ঃ কিভাবে কাসিদার উদ্ভব হয়েছে?

- বহু শতাব্দীর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে।

www.pathagar.com

প্র ঃ কাসিদা যে হঠাৎ আবির্ভূত হয়নি তা কিভাবে প্রতীয়মাণ হয়?

- এর ভাষা এবং ছন্দ পরীক্ষা করে।

প্র ঃ কাসিদায় কমপক্ষে কয়টি চরণ থাকতে হবে?

- পাঁচশটি। (প্রতিটি চরণের শেষে একই ধরনের মিলান্ত শব্দ ব্যবহারের প্রচলন ছিল)

প্র ঃ কাসিদার বর্ণনা কিভাবে শুরু হয়?

- কবির প্রিয়তমা যে স্থানে বাস করেন তার বর্ণনা দিয়ে সাধারণত কাসিদার শুরু হয়।

প্র ঃ পবিত্র কাবা প্রাচীরে কয়টি কাসিদা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল এবং সেগুলো কী নামে পরিচিত?

- পবিত্র কাবা প্রাচীরে সাতটি কাসিদা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। আরবী সাহিত্যের ইতিহাসে সেগুলো সাবআ মুআল্লাকাত বা কবিতা সপ্তক নামে পরিচিত এবং প্রাচীন আরবী কাব্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসেবে স্বীকৃত।

প্রঃ উক্ত সাতটি কাসিদা-রচয়িতাদের নাম কী?

- ১. ইমরাউল কায়েস; ২. তারাফা; ৩. যুহাইর ইবনু আবি সুলমা; ৪. লবিদ; ৫. আমর ইবনু কুলসুম; ৬. আনতারা বিন শাদ্দাদ এবং ৭. হারিস ইবনু হিল্লিযা।

প্রঃ প্রাক ইসলামী যুগের যে কয়জন কবি ইসলামে দীক্ষিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম কারা?

- মুআল্লাকা রচয়িতা লবিদ, হাস্‌সান ইবনু সাবিত এবং কাব ইবনু যুহাইর (রা)।

প্রঃ হাস্‌সান ইসলাম কবুলের পর কী ধরনের কবিতা লিখেছিলেন?

- হযরত মুহাম্মদ (স)-এর প্রশংসাসূচক বহু কবিতা লিখেছিলেন।

প্রঃ মুআল্লাকা রচয়িতা বিখ্যাত কবি লবিদ কিভাবে ইসলাম কবুল করেন।

- পবিত্র কুরআনের তেলাওয়াত শুনে।

প্রঃ ইসলাম গ্রহণের পর তিনি কবিতা লেখা ত্যাগ করেছিলেন কেন?

- গ্রন্থমুকুট কুরআনের ভাষা তাঁকে এমনভাবে অভিভূত করেছিল যে, তিনি কবিতা লেখা ত্যাগ করেন। তিনি বলতেন, কুরআনের সুললিত শব্দ ঝংকার শ্রবণ করার পর তিনি কবিতা লেখার সাহস হরিয়েছেন।

প্রঃ খুলাফায়ে রাশিদুনের মধ্যে কোন্ খলিফা কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ এবং তাঁর রচনাবলি কত শতাব্দীতে সংকলিত হয়?

- খুলাফায়ে রাশিদুনের মধ্যে হযরত আলী (রা) কবি হিসেবে প্রসিদ্ধ। তাঁর রচনাবলি ১০ম শতাব্দীতে সংকলিত হয়।

www.pathagar.com

প্রঃ উমাইয়া যুগের চারজন বিখ্যাত কবির নাম কী?

- ১. উমর ইবনু রবিয়া; ২. আখতাল; ৩. ফারাযদাক এবং ৪. জারির।

প্রঃ উমাইয়া যুগের কোন্ কবির কবিতা ১৭শ শতাব্দীর ইংরেজ কবি ডানের মতো?

- কবি জারিরের।

প্রঃ জমিল-মুসাইনা, লায়লা-মজনু-(কাইস) ইত্যাদি প্রণয় কাহিনী কোন্ যুগে রচিত হয়েছে?

- উমাইয়া যুগে।

প্রঃ উমাইয়া আমলে প্রধান ঐতিহাসিকের নাম কী?

- উকবা ইবনু আবি আইয়াশ।

প্রঃ সর্বপ্রথম ইতিহাস লেখা শুরু করেছিল কারা?

- দক্ষিণ আরবের লোকেরা।

প্রঃ আধুনিক আরবী ব্যাকরণের উদ্ভাবক কে?

- হযরত আলী (রা)।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ১৫
ইসলামের ঐতিহাসিক নিদর্শন

পরিচ্ছেদ-১
পবিত্র কাবা শরীফ

প্রঃ কাবা শরীফের অক্ষাংশ কত?

- কাবা শরীফের অক্ষাংশ ২১০২০।

প্রঃ কাবা শরীফের দ্রাঘিমাংশ কত?

- কাবা শরীফের দ্রাঘিমাংশ ৪০০১৪।

প্রঃ কাবা শরীফের মধ্যে নামায আদায়কারীর কিবলা কোন দিক?

- চতুর্দিক।

প্রঃ পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন গৃহের নাম কী?

- কাবা শরীফ।

প্রঃ কাবা শরীফ মোট কতবার নির্মিত হয়েছে?

- ১১ বার।

প্রঃ কাবা শরীফের ভিত্তি কখন নির্মিত হয়?

- হযরত ইবনু আব্বাস (রা)-এর বর্ণনা মতে, আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বে আল্লাহ্ তাআলা কাবা শরীফের ভিত্তি নির্মাণ করেন।

প্রঃ কাবা শরীফের সর্বপ্রথম নির্মাতা কে?

- প্রথম নির্মাতা ফিরিশ্‌তাকুল।

প্রঃ কাবা শরীফের সর্বশেষ নির্মাতা কে?

- তুরস্ক সম্রাট সুলতান চতুর্থ মুরাদ।

প্রঃ কাবা নির্মাণকারীদের দুইজনের নাম আল কুরআনে উল্লেখ আছে, তাঁরা কারা?

- হযরত ইবরাহিম ও ইসমাইল (আ)।

প্রঃ মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম কে কাবা শরীফ নির্মাণ করেন?

- হযরত আদম (আ)।

প্রঃ হযরত ইবরাহীম (আ)-এর কাবা নির্মাণের সময় হযরত ইসমাইল (আ)-এর বয়স কত বছর ছিল?

- মাত্র ২০ বছর।

প্রঃ কাবা নির্মাণের সময় ইবরাহীম (আ)-এর বয়স কত ছিল?

- ১২০ (একশ বিশ) বছর।

প্রঃ হযরত ইবরাহিম (আ) কোন বংশের আদি পিতা ছিলেন?

- কুরাইশ বংশের।

www.pathagar.com

প্রঃ হিজরে ইসমাইল বলতে কী বুঝায়?

- কাবা শরীফের সংলগ্ন হাতিমের এই অংশকে হিজরে ইসমাইল বলা হয়।

প্রঃ হাতিম কী পবিত্র কাবা গৃহের বাইরের অংশ?

- না, হাতিম কাবা গৃহের ভিতরের অংশ।

প্রঃ হাতিমের গেলাফ কত সালে কে দিয়েছেন? এটা কিসের তৈরি?

- ৮৫২ হিজরীতে সুলতান হাকিম জবর্কাসি হাতিমের জন্য দুইটি গিলাফ পাঠান। গেলাফ দুইটি রেশমি কাপড়ের তৈরি ছিল।

প্রঃ হাতিমে কী কারো কোন কবর আছে?

- হাদীসে আছে, আগেকার নবীগণ তাঁদের সম্প্রদায় কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে পবিত্র মক্কায় আশ্রয় নিয়েছিলেন এবং হযরত নূহ, হূদ, সালেহ ও শুআইব (আ) এখানেই ইনতিকাল করেছেন। অত:পর তাঁদেরকে যমযম ও হাতিমের মধ্যখানে কবর দেয়া হয়েছে।

প্রঃ মক্কা শরীফে কতজন পয়গম্বরের কবর আছে?

- এক বর্ণনায় আছে যে, হাজরে আসওয়াদ-এর রোকন হতে মাকামে ইবরাহীম ও যমযম কূপের মধ্যবর্তী স্থানে প্রায় ৯০ জন পয়গম্বরের কবর আছে।

প্রঃ হাজরে আসওয়াদ কী?

- এটা বেহেশ্‌তের একটি পাথর। নাযিল হওয়ার সময় পাথরটির রং সাদা ছিল।

প্রঃ হাজরে আসওয়াদ কখন কাদের মাধ্যমে কোথা থেকে পৃথিবীতে এসেছে?

- ইমাম আজরিক (র) ইবনু মুনিব্বাহ হতে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ্ হযরত আদম (আ)-এর তাওবা কবুল করে ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে পবিত্র মক্কায় এটা প্রেরণ করেন।

প্রঃ হাজরে আসওয়াদ কালো রং ধারণ করার কারণ কী?

- ইমাম আহ্‌মাদ বিন হাম্বল (র) বলেন, এ পাথরটি বরফের চেয়েও সাদা ছিল। এটা মানুষের পাপাচারের ফলে কালো রং ধারণ করেছে। এ ছাড়াও আরো বহু পণ্ডিতের ভিন্ন মতও এ সম্পর্কে রয়েছে।

প্রঃ মাকামে ইবরাহীম বলতে কী বুঝায়?

- মাকামে ইবরাহীমের এই পাথরখানা হাজরে আসওয়াদের মতই একটি বিহ্‌শতি সাদা ইয়াকুতি পাথর। এই পাথরের উপর দাঁড়িয়ে হযরত ইবরাহীম (আ) কাবা শরীফের দেওয়াল নির্মাণ করেছিলেন।

প্রঃ সর্বপ্রথম কাবাগৃহে কে গিলাফ দিয়েছেন?

- ঐতিহাসিকদের মতে, ইয়ামানের হিমাইর প্রদেশের শাসনকর্তা অর্থাৎ তুব্বাসে হিমাইর (হিমাইরের বাদশাহ) সর্বপ্রথম কাবাগৃহের গিলাফ দেন। রাসূল (স) এই বাদশাহকে মন্দ বলতে নিষেধ করেছেন।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-২
পৃথিবীর বৃহত্তম মসজিদ[১]

নাম: মস্ক অব হাসান-২ (বাদশাহ হাসান-২)।
অবস্থান: মরক্কো (আটলান্টিক সাগরের তীরে অবস্থিত)।
আয়তন: ২০ হাজার বর্গ কিলোমিটার ।
ভিতর কক্ষে: ২৫ হাজার মুসল্লী নামাজ পড়তে পারে।
স্থপতি: মিশেল পিনসিয়াউ (ফরাসী নাগরিক)।

পরিচ্ছেদ-৩
পৃথিবীর সর্বোচ্চ মিনার

নাম: মহান দ্বিতীয় হাসান মসজিদের মিনার।
অবস্থান: মরক্কোর ক্যাসাব্লাংকায়।
উচ্চতা: ১৭৫.৬ মিটার বা ৫৭৬ ফুট।
নির্মাণ খরচ: ২১৮ মিলিয়ন ডলার।

পরিচ্ছেদ-৪
পৃথিবীর বিখ্যাত মসজিদ
১. মসজিদে কুবা

নাম: মসজিদে কুবা।
জায়গার মালিক: কুলসুম বিন আদহাম আনসারী (রা)
মসজিদের দৈর্ঘ্য: ৬৬ গজ।
নির্মাণের তারিখ: ২০ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি.।

২. মসজিদে নববী

নাম: মসজিদে নববী।
জায়গার মালিক: ফাহল ও সুহায়েল।
দৈর্ঘ্য (উ: দ:) : ৩৫ মিটার।
প্রস্থ: ৩০ মিটার।
প্রাচীরের উচ্চতা: ১০ ফুট - ১১ ফুট।
মোট দরজা: ৩টি।

---

১ . এ পরিসংখ্যানটি পরিবর্তনশীল।

www.pathagar.com

পশ্চিমের দরজার নাম: বাব আল আতিক।
পূর্বের দরজার নাম: বাব আল জিবরিল।
মহানবী (স) প্রবেশ করতেন: বাব আল জিবরিল দিয়ে।

৩. মসজিদুল আকসা

নাম: মসজিদুল আকসা।
অবস্থান: জেরুজালেম।
নিয়ন্ত্রণ: ইয়াহুদিদের হাতে।
প্রথম কিবলা: এ মসজিদটিই।
পৃথিবীর প্রথম মসজিদ: মসজিদুল আকসা (মিশকাত)।
নির্মাতা: হযরত সুলায়মান (আ); হযরত ইবরাহীম (আ)। (মুহাদ্দিসদের মতে)

৪. বাবরি মসজিদ

নাম: বাবরি মসজিদ।
অবস্থান: ভারত (অযোধ্যায়)।
প্রতিষ্ঠার সাল: ১৫২৮ খ্রি.।
প্রতিষ্ঠাতা : মোগল সম্রাট বাবর।
নির্মাতা: মির্জা বাকের।
ধ্বংসের তাং: ৬ ডিসেম্বর ১৯৯২।
যারা ধ্বংস করে: উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দুরা।
যার নেতৃত্বে: বিজেপি নেতা আদভানী।

৫. বায়তুল মুকাররম

নাম: বায়তুল মুকাররম জাতীয় মসজিদ।
অবস্থান: বাংলাদেশ, ঢাকা।
নির্মাতা: আবুল হোসাইন যারিয়ানী
ভিত্তির সাল: ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৬০ সাল।
ভিত্তি স্থাপক: আইয়ুব খান।
অনুকরণ: পবিত্র কাবা শরীফের।
উচ্চতা: ৯৯ ফুট। (আল্লাহর ৯৯ টি নামের প্রতি সাদৃশ্য রেখে)।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৫

যমযম কূপ

প্রঃ যমযম কূপের ভিতরে কয়টি ঝরণা আছে?

- ঐতিহাসিক ইমাম আজরিক (র)-এর বর্ণনা মতে, যমযম কূপে তিনটি ঝরণা আছে। যেমন-

  ১. একটি রুকনে আসওয়াদের বরাবর;

  ২. দ্বিতীয়টি আবু কুবাইস ও সাফা পাহাড়ের বরাবর;

  ৩. তৃতীয়টি মারওয়া পাহাড়ের তলদেশে।

প্রঃ যমযম কূপের ঝরণাগুলো কিভাবে সৃষ্টি হয়?

- ইমাম দারে কুতনি (র) বর্ণনা করেন যে, একজন হাবসি গোলাম কূপে পতিত হলে তাকে পানি নিষ্কাশন করে রক্ষা করলে কূপের পানি শুকিয়ে এই ঝরণাগুলো সৃষ্টি হয়।

প্রঃ যমযম কূপের কয়টি উল্লেখযোগ্য নাম রয়েছে?

- ৮টি। যথা:

  ১. শেফাউল আব্বার;

  ২. শাব্বতুল আয়াল;

  ৩. হাফিরাতুল আব্বাস;

  ৪. যমযম;

  ৫. হদম্‌তু জিবরাইল;

  ৬. শেফাউন;

  ৭. আফিয়াতুন;

  ৮. তাহেরাতুন।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ১৬
মুসলিম বিশ্ব

পরিচ্ছেদ-১
মুসলিম দেশসমূহের পরিচিতি

ক্রম.	দেশের নাম	আয়তন কি. মি.	রাজধানী
১.	আলজিরিয়া	২৩,৮১,৭৪১	আলজিয়ার্স
২.	আফগানিস্তান	৬,৪৭,৪৯৭	কাবুল
৩.	আলবেনিয়া	২৮,৭৪৮	তিরানা
৪.	আপারভোল্টা	১,০০,০০০	উরাগাডুগু
৫.	আজারবাইজান	৮৬,৬০০	বাকু
৬.	ইন্দোনেশিয়া	১৯,০৪,৫৬৯	জাকার্তা
৭.	ইরান	১৬,৪৮,০০০	তেহরান
৮.	ইরাক	৪,৩৮,৪৪৮	বাগদাদ
৯.	ইথিওপিয়া	২,৬৭,৬৬৭	আদ্দিস আবাবা
১০.	ইয়েমেন	৫,৩১,০০০	সানা
১১.	উগান্ডা	২,৪১,১৩৯	কাম্পালা
১২.	উজবেকিস্তান	১,২০,৫৩৮	তাসখন্দ
১৩.	ওমান	৩,০০,০০০	মাস্কাট
১৪.	কুয়েত	১৭,৬৫৬	কুয়েত সিটি
১৫.	কাতার	১১,৪৩৭	দোহা
১৬.	কঙ্গো	৩,৪২,৩০০	ব্রাজাভিল
১৭.	কমরোস	১,৮৬২	মোরোনি
১৮.	ক্যামেরুন	৪,৭৫,৪৪৮	ইয়াউন্ডি
১৯.	কাজাকিস্তান	২৭,১৭,৩০০	আলমাআতা
২০.	কিরঘিজিস্তান	১,৯৮,৫০০	বিসকেক
২১.	গাম্বিয়া	১১,২৯৪	বানজুল
২২.	গিনি	১,৪৫,৮৫৭	ক্রোনাক্রি
২৩.	গিনি বিসাউ	৩৬,১২৫	বিসাউ
২৪.	গ্যাবন	২,৬৭,৬৬৭	লিব্রেভিল
২৫.	চাঁদ প্রজাতন্ত্র	১,২৮,৪,০০	ন-জামেনা
২৬.	জর্ডান	৯৭,৭৪০	আম্মান
২৭.	জাম্বিয়া	৭,৫২,৬২০	লুসাকা
২৮.	জাঞ্জিবার	৯,৪৫,০৭৮	তাঞ্জানিয়া-দারুস সালাহ

www.pathagar.com

২৯. জিবুতি	২১,৭৮৩	জিবুতি
৩০. নাইজার	১২,৬৭,০০০	নিয়ামি
৩১. নাইজেরিয়া	৯,২৩,৭৬৮	আবুজা
৩২. তুরস্ক	৭,৭৯,৪৫২	আংকারা
৩৩. তিউনিসিয়া	১,৬৪,১৫০	তিউনিস
৩৪. তাজিকিস্তান	৫৪,১০৯	দুশানবে
৩৫. তুর্কমিনিস্তান	১৮৮,৪১৭	আশখাবাদ
৩৬. পাকিস্তান	৩,১০,৪০০	ইসলামাবাদ
৩৭. বসনিয়া	৫১,১২৯	সারায়েভো
৩৮. বেনিন	১,১২,৬২২	পোর্ট্রোনোভা
৩৯. ব্রুনাই	৭,৭৬৫	বন্দরসেরী বেগাওয়ান
৪০. বারকিনো ফাসো	১,২৭,৪০০	উযাসাড় য়াগা
৪১. বাংলাদেশ	১,৪৭,৫৭০	ঢাকা
৪২. বাহরাইন	৬,৬৯০	মানামা
৪৩. মালয়েশিয়া	৩,৩০,৪৩৪	কুয়ালালামপুর
৪৪. মালদ্বীপ	২,৯৮০	মালে
৪৫. মিশর	৯,৬৭,৬৭৭	কায়রো
৪৬. মরক্কো	৪,৫৮,৭৩০	রাবাত
৪৭. মালি	১২,৪০,১৯২	বামাকো
৪৮. মৌরিতানিয়া	১০,৩০,৭০০	নোয়াকচোট
৪৯. মালাউই	১,১১,৭৮৪	লিলঙ্গে
৫০. লিবিয়া	১৭,৫৯,৫৪০	ত্রিপলী
৫১. লেবানন	১০,৪০০	বৈরুত
৫২. সৌদিআরব	২২,৫০,০৭০	রিয়াদ
৫৩. সুদান	১৫,০৫,৮১৩	খার্তুম
৫৪. সোমালিয়া	৬,৩৭,৬৫৭	মোগাদিসু
৫৫. সেনেগাল	১,৯৬,১৬২	ডাকার
৫৬. সিয়েরালিওন	৭১,৭৪০	ফ্রিটাউন
৫৭. সংযুক্ত আরব আমিরাত	৮২,৮৮০	আবুধাবি
৫৮. সিরিয়া	১,৮৫,১৮০	দামেস্ক
৫৯. ইরিত্রিয়া	১,১৭,৬০০	আসমারা

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-২
ও. আই. সি

প্রঃ কত সালে কোথায় ও. আই. সি গঠিত হয়?

- ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে, সৌদি আরবের জেদ্দায়।

প্রঃ ও. আই. সি-এর সদস্য রাষ্ট্র সংখ্যা কত?

- ৫৭ টি মুসলিম রাষ্ট্র।

প্রঃ ও. আই. সি গঠিত হওয়ার কারণ কী?

- ইয়াহুদি কর্তৃক মসজিদুল আকসার অপমান ও অগ্নি সংযোগ।

প্রঃ ও. আই. সি এর পূর্ণ নাম কী?

- Organisation of Islamic Conference.
  (অরগানাইজেশন অব ইসলামিক কন্‌ফারেন্স)
  অর্থ : ইসলামী সম্মেলন সংস্থা।

প্রঃ বর্তমানে এতে বিশ্বের কত অংশ রাষ্ট্র আছে?

- এক তৃতীয়াংশ।

প্রঃ বর্তমানে এতে বিশ্বের কত অংশ মানুষ আছে?

- এক সপ্তমাংশ।

প্রঃ কয়টি প্রধান শাখা এই সংস্থার কাজ করে?

- ৩টি, যথা :
  ১. মুসলিম রাষ্ট্র প্রধানের সম্মেলন;
  ২. মুসলিম পররাষ্ট্র প্রধানের সম্মেলন;
  ৩. ইসলামী সেক্রেটারিয়েট এবং তার পার্শ্ব সংগঠন।

পরিচ্ছেদ-৩
লক্ষ্য-উদ্দেশ্য

প্রঃ ও আই সি-এর লক্ষ্য সমূহ কী কী?

- লক্ষ্য নিম্নরূপ:
  ১. সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ইসলামী সংহতির উন্নতি সাধন;
  ২. অর্থনৈতিক, সামাজিক, সংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক এবং কর্মতৎপরতায় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সহযোগিতার সংহতি সাধন এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহের মধ্যে পরামর্শ করা;
  ৩. বর্ণ-বিদ্বেষ ও বৈষম্য বিলোপ করার প্রচেষ্টা চালানো এবং সকল ধরনের উপনিবেশিকদের উচ্ছেদ সাধন;
  ৪. আন্তর্জাতিক শান্তি এবং ন্যায়ভিত্তিক ব্যবস্থার সমবন্টনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

www.pathagar.com

৫. পবিত্র স্থান সমূহের নিরাপত্তা বিধানকল্পে প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন ও প্যালেস্টাইনি জনগণের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন এবং তাদের অধিকার পুনরুদ্ধার ও তাদের মুক্ত করতে সাহায্যদান;

৬. তাদের মর্যাদা স্বাধীনতা ও জাতীয় অধিকারে নিরাপত্তা সাধনের লক্ষ্যে সকল মুসলিম জাতির সংগ্রামকে জোরদার করা;

৭. সদস্য রাষ্ট্রসমূহ ও অন্যান্য দেশের মধ্যে সহযোগিতার উন্নতির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ ও সমঝোতা সৃষ্টি।

পরিচ্ছেদ-৪
ও আই সি'র মহাসচিবদের নাম

ক্রম.	নাম	দেশ	সময়কাল
১.	টিংকু আবদুর রহমান	মালয়েশিয়া	১৯৭০-১৯৭৩
২.	শরিফ আল তোহামি	মিশর	১৯৭৪-১৯৭৫
৩.	ড. আ. করিম গায়ে	সেনেগাল	১৯৭৫-১৯৭৯
৪.	হাবিব সাত্তি	তিউনিসিয়া	১৯৮০-১৯৮৪
৫.	সৈয়দ শরফুদ্দিন পীরজাদা	পাকিস্তান	১৯৮৫-১৯৮৮
৬.	ড. হামিদ আল গাবিদ	নাইজার	১৯৮৯-১৯৯৬
৭.	ইজজাদ্দিন লারাকি	মরক্কো	১৯৯৭-২০০০
৮.	ড. আবদুল ওয়াহিদ বেলকেজিজ	মরক্কো	২০০১-২০০৪
৯.	ড. একমেলুদ্দিন এহসানোগলু	তুরস্ক	২০০৫-২০০৯

পরিচ্ছেদ-৫
রাবেতা আল আলম আল ইসলামী

প্রঃ রাবেতা কত সালে কোথায় প্রতিষ্ঠিত হয়?

- ১৯৬২ সালে মক্কা নগরীতে।

প্রঃ এই সংস্থার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য কী কী?

- লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলো নিম্নরূপ:

ক. বিশ্ব মুসলমানদেরকে মতৈক্য করা;

খ. বিশ্ব মুসলমানদের থেকে দ্বন্দ্ব কলহ নিরসন করা;

গ. বিশ্ব মুসলমানদের নৈতিক অবক্ষয় রোধ করা;

ঘ. বিশ্ব মুসলমানদের দারিদ্র্য বিমোচন করা;

ঙ. ইসলামী ব্যবস্থা উচ্ছেদের সকল ষড়যন্ত্র প্রতিহত করা;

চ. ইসলামী রাজনীতিকে পুনর্বিকশিত করা;

www.pathagar.com

ছ. প্রাচীন ও নব্য জাহিলিয়াতের সকল দাবির মূলোৎপাটন করা;

জ. মুসলিম বিশ্বের ঐক্য প্রতিষ্ঠার অন্তরায় সমূহ বিদূরীত করা;

ঝ. গোটা বিশ্বে ইসলামের প্রচার ও প্রসারে খোদায়ি দায়িত্ব পালন;

ঞ. ইসলামী বিশ্বের জন্য একটি ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বা ইসলামী বিশ্বলীগ এর পথ সুগম করা।

প্রঃ এই সংস্থা কত সালে বাংলাদেশে কর্মতৎপরতা শুরু করে?

- ১৯৭৮ সালে।

প্রঃ এটা কেমন সংস্থা?

- এটি একটি স্বায়ত্বশাসিত আন্তর্জাতিক ইসলামী সংস্থা।

প্রঃ এর কেন্দ্রীয় কার্যালয় কোথায়?

- মক্কা মুকাররমায়।

প্রঃ এর বুনিয়াদি কমিটি কয়টি দেশের কতজন সদস্য নিয়ে গঠিত হয়?

- ৩৯ টি দেশের ৪১ জন সদস্য নিয়ে।

প্রঃ এই সংগঠন কী কী কাজ করছে?

- নিম্নোক্ত কাজগুলো করছে-

ক. ইসলামী সেন্টার প্রতিষ্ঠা;

খ. দা'ঈ ও মুবাল্লিগ নিয়োগ;

গ. মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা;

ঘ. মসজিদ প্রতিষ্ঠা;

ঙ. হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা;

চ. মাসিক পত্রিকা প্রকাশ (বিভিন্ন ভাষায়);

প্রঃ রাবেতা কোন্ দেশের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয়?

- সৌদি আরবের পৃষ্ঠপোষকতায়।

প্রঃ কয়টি দেশে রাবেতার শাখা সংগঠন আছে?

- ১৬০টিরও বেশি দেশে।

প্রঃ রাবেতা কার উদ্যোগে গঠিত হয়?

- তদানীন্তন যুবরাজ ফয়সালের উদ্যোগে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ১৭

ইসলামিক জেনারেল নলেজ

প্র ঃ মুসলমানদের কিবলা কখন পরিবর্তন হয়?

- ২য় হিজরীর শাবান মাসে।

প্র ঃ হযরত খাদিজা (রা) কার মাধ্যমে রাসূল (স) এর কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন?

- নাফিসা নাম্নি এক দাসীর মাধ্যমে।

প্র ঃ যেসব নবীর উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়নি তারা কিসের মাধ্যমে দ্বীনের দাওয়াত দিতেন?

- পূর্ববর্তী নবীদের কিতাবের মাধ্যমে।

প্র ঃ কোন মহিলা নবী দাবি করেছে?

- সাজাহ।

প্র ঃ মদিনাতুল হামরা বা লাল প্রাসাদ নামকরণের কারণ কী?

- ইবনুল আহমারের (লাল মানুষের পুত্র) নামানুসারে অথবা নির্মাণ সামগ্রীর উপকরণ থেকে।

প্র ঃ হাজিব কাকে বলা হতো?

- এশিয়ার প্রধান উজির বলে অভিহিত মন্ত্রণা পরিষদের সভাপতিকে হাজিব বা রাজ সরকার বলা হতো।

প্র ঃ ফাক্কু কুল্লি নিযাম (বাতিল কাঠামো ভেঙ্গে দাও) কী?

- শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভীর (র) সংস্কার আন্দোলনের নাম।

প্র ঃ উপমহাদেশের মুসলিম পুনর্জাগরণের অগ্রদূত কে?

- শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলভী (র)।

প্র ঃ জড় ধর্মের উপর লিখিত প্রথম গ্রন্থের নাম কী?

- 'হাই ইবনু ইয়ুকজান'। লেখক– ইবনু তোফায়েল।

প্র ঃ Covenanter কাকে বলে?

- এর অর্থ চুক্তি সম্পাদনকারী। ধর্মের জন্য চুক্তিবদ্ধ হওয়া। ১৬৩৮ খ্রিষ্টাব্দে স্কটল্যান্ডে যারা সংশোধিত খ্রিস্টান ধর্মকে সংরক্ষণের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল তাদেরকে Covenanter বলা হয়।

প্র ঃ People of the books কাদেরকে বলে?

- যে সব জাতির কাছে নবীর মাধ্যমে ঐশী গ্রন্থ অবতীর্ণ হয়েছে তাদেরকে বলা হয় People of the books বা আহলে কিতাব।

www.pathagar.com

প্র ঃ Wars of Roses বা গোলাপের যুদ্ধ কাদের সাথে এবং কত বছর স্থায়ী হয়েছিল?

- ইংল্যান্ডের ল্যাংকেস্টার ও ইয়র্ক রাজপরিবারের মধ্যে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে এই যুদ্ধ চলেছিল।

প্র ঃ Kiosk কাকে বলে?

- এটি তুর্কী শব্দ। এর দ্বারা পারস্য ও তুরস্কে ব্যবহৃত প্রমোদ উদ্যানের তাঁবু বা শামিয়ানাকে বোঝানো হয়।

প্র ঃ Chamberlain অর্থ কী?

- প্রাসাদাধ্যক্ষ (হাযিব), খলিফাদের রাজপরিবারের কাজকর্ম নির্বাহের জন্য নির্ধারিত কর্মচারীকে হাযিব বলা হতো।

প্র ঃ 'অ্যান্টোনাইনদের' যুগ কাকে বলে?

- ৯৬-১৮০ খ্রি. যে পাঁচজন সম্রাট রোমান সাম্রাজ্য শাসন করেছেন তাঁদের রাজকালকে বলা হয় 'অ্যান্টোনাইন'।

প্র ঃ 'Ovumorganum' গ্রন্থের লেখক কে?

- রাণী এলিজাবেথের সময়ের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, জ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ ফ্রান্সিস লর্ড বেকন।

প্র ঃ Unhappy Specimens of humanity 'মানবতার হতভাগ্য নিদর্শন' কী?

- বাইজান্টাইন দরবারে নিযুক্ত খোঁজা প্রহরী ও কর্মচারীকে বলা হতো।

প্র ঃ ভগিনীর পুত্র কাকে বলা হতো?

- খলিফা মামুনের মা পারসি মহিলা ছিলেন বলে খোরাসানের অধিবাসীরা তাঁকে ভগিনীরপুত্র বা ভাগ্নে বলে সম্বোধন করত।

প্র ঃ New Rome কী?

- বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য ও তার রাজধানী কনস্ট্যান্টিনোপলকে বুঝানো হয়।

প্র ঃ Abbasside Colour কী?

- কৃষ্ণবর্ণ।

প্র ঃ ম্যাজিয়ানের পুত্র ম্যাজিয়ান কথাটির অর্থ কী?

- অগ্নি উপাসকের পুত্র অগ্নি উপাসক।

প্র ঃ নীরো কে?

- রোমান সম্রাট (৫০-৬৮ খ্রি.)। নিষ্ঠুরতার জন্য তিনি নৃশংসতার প্রতীক হয়ে আছেন।

প্র ঃ সর্বপ্রথম শাহানশাহ উপাধি গ্রহণ করেন কে?

- আজুদউদ্দৌলাহ। তারপর থেকে বুওয়াইহী আমিরগণ এই উপাধি গ্রহণ করতে থাকেন।

প্র ঃ তরাইন কী এবং কোথায়?

- এটি ভারতবর্ষের একটি সুবিখ্যাত যুদ্ধক্ষেত্র। অনেকে একে নরাইন বলেন।

www.pathagar.com

প্র ঃ Bayard কে?

- একজন প্রখ্যাত ফরাসী যোদ্ধা।

প্র ঃ Sydney কে?

- ইংল্যান্ডের প্রখ্যাত কবি ও বীর স্যার ফিলিপ সিডনী।

প্র ঃ Samson কে?

- প্রাচীন জেরুজালেমের একজন বিচারক।

প্র ঃ Frankenstein কে?

- মেরী শেলী লিখিত উপন্যাসের নাম চরিত্র।

প্র ঃ Corinna কে?

- প্রাচীন গ্রীসের বিখ্যাত মহিলা কবি।

প্র ঃ Morisco শব্দের অর্থ কী?

- ছোট মরু।

প্র ঃ সৎকর্মের জননী (উম্মুল খাইর) কার উপাধি?

- তাপসী রাবেয়ার।

প্র ঃ হযরত আলী ও ফাতিমা (রা) এর বংশধরদের কী উপাধি দেওয়া হয়?

- সাইয়্যেদ ও সাইয়্যেদা।

প্র ঃ কোন মুসলিম সর্বপ্রথম ঘোড়দৌড়ের প্রবর্তন করেন?

- হিশাম, (উমাইয়াদের আমলে দামেস্কে)।

প্র ঃ নাক কাটা কার উপাধি?

- খলিফা আব্দুল মালিকের সমসাময়িক পোগোনেটাসের পুত্র অত্যাচারী দ্বিতীয় জাস্টিনিয়ানের উপাধি।

প্র ঃ নরপিশাচ কার উপাধি? কাকে বলা হতো?

- আব্দুল্লাহ বিন জিয়াদকে। তাকে নিষ্ঠুর বলা হতো। তিনি ইয়াজিদের সহকারীরূপে কাজ করতেন।

প্র ঃ নামোল্লেখ না করে ইবনু আবিদ বা পিতার পুত্র বলে কাকে ডাকা হতো?

- মুআবিয়ার পিতা আবু সুফিয়ানের অবৈধ পুত্র জিয়াদকে।

প্র ঃ জয়নুল আবেদীন বা ধার্মিকের অলংকার কার উপাধি?

- পারস্যের শেষ সাসানীয় রাজা ইয়াজদর্জদের কন্যার গর্ভজাত ইমাম হুসাইন (রা)-এর পুত্র এবং তার মাধ্যমেই রাসূল (স)-এর বংশ বিলুপ্তির কবল থেকে রক্ষা পায়।

প্র ঃ কাকে ইফ্রিকিয়াস বা আফ্রিকানাস বলা হয়?

- আফ্রিকা বিজয়ের জন্য এক হিময়ার বংশীয় রাজাকে আফ্রিকানাস বলে।

প্র ঃ হিময়ার (লাল) উপাধিটি কার?

- আবদুল শামসের উত্তরাধিকারীর। তিনি সবসময় একটি লাল আঙরাখা পরতেন বলে তাকে সবাই হিময়ার বা লাল বলে ডাকতো।

www.pathagar.com

প্র ঃ মদিনার প্রথম বেতনভোগী বিচারকের নাম কী?

- সাবিতের পুত্র যায়েদ (যায়েদ বিন সাবিত)।

প্র ঃ নওয়াব বা নবাব শব্দটির উদ্ভব কোন শব্দ থেকে?

- নায়িব শব্দ থেকে।

প্র ঃ কোন মুসলিম গবেষক সর্বপ্রথম কম্পিউটারে আল কুরআন গণনা করে কুরআনের নির্ভুলতা প্রমাণ করেছেন?

- ১৯৭৫ সালে মিশরীয় বাহাই বিজ্ঞানী ড. রশিদ খলিফা সর্বপ্রথম এই গবেষণা করেন পরে মুসলিম অমুসলিম অনেক গবেষক বিজ্ঞানী এতে অংশ নেয়।

প্র ঃ ফেরাউনের মমি সম্পর্কিত গ্রন্থ 'রয়াল মমিজ'-এর লেখক কে?

- মি. এলিয়ট স্মিথ (১৯১২ সালে) ।

প্র ঃ ইউকেরিস্ট কী?

- খ্রিষ্টানদের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নাম।

প্র ঃ সর্বপ্রথম চন্দ্র অভিযান সফল হওয়ার ভবিষ্যতবাণী আল কুরআনের কোন সূরার কোন আয়াতে ব্যক্ত করা হয়?

- সূরা কামারের-১ নং আয়াত। 'অতি নিকট সময়ে চন্দ্র বিদীর্ণ (অভিযান সফল) হবে।

প্র ঃ সূর্যের কক্ষপথ একবার ঘুরে আসতে কত সময় লাগে?

- ২৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। (25 million light years)

প্র ঃ ফাতরাতুল ওহি (ওহি নাযিলের বিরতিকাল) কত বছর?

- ৩ বছর; ২½ বছর; মাত্র কয়েক দিন।

প্র ঃ আরবী ব্যাকরণ শাস্ত্রের সর্বপ্রথম গ্রন্থ রচয়িতা কে?

- ঈসা ইবনু উমার আসসাকাফী। (মৃ.১৪৯/৭৬৬)

প্র ঃ আরবদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী কে?

- মুহাম্মদ (স)।

প্র ঃ বিশ্বের কয়টি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা আরবী এবং আরবী ভাষাভাষী লোক সংখ্যা কত?

- ১৮টি, ১০০ মিলিয়ন।

প্র ঃ 'বুরদাহ' শব্দের অর্থ কী?

- ডোরাকাটা বা নকশী চাদর।

প্র ঃ 'দি কম্পিউটার স্পিকস অন গডস মেসেজ টু দি ওয়ার্ল্ড'-গ্রন্থের লেখক কে এবং কোন দেশের অধিবাসী?

- ড. রশিদ খলিফা, মিশরের অধিবাসী ।

www.pathagar.com

প্র ঃ রাজবাড়ী বহর কোথায় এবং কী জন্য বিখ্যাত?

- এখানে পদ্মা মেঘনা মিশেছে কিন্তু পানি একদেহে লীন হয়ে যায়নি। হাজারো বছর পাশাপাশি প্রবাহিত হওয়া সত্ত্বেও মেঘনার পানি কুচকুচে কালো এবং পদ্মার পানি সাদা ঘোলাটেই রয়ে গেছে।

প্র ঃ একজন মহিলা আল কুরআন ব্যাখ্যাকার (তাফসীরকারক)-এর নাম কী?

- আয়েশা শাতিবী।

প্র ঃ নুসাহ্ শব্দের অর্থ কী?

- ভাবার্থ Loyality (রাজানুগত্য) ও Alligeance (রাজানুগত্য) শব্দের চেয়েও বেশি ব্যাপক অর্থবোধক।

প্র ঃ Key Post কী?

- দায়িত্ব সম্পন্ন পদ।

প্র ঃ Head of the State কে ইসলামী পরিভাষায় কী বলে?

- ইমাম, আমির বা খলিফা বলে।

প্র ঃ 'আহ্লুল হাল্লি ওয়াল আকদ' কাকে বলে?

- রাষ্ট্রীয় ও জনগুরুত্বপূর্ণ কিংবা শাসনকার্য পরিচালনার জন্য খোলাফায়ে রাশিদুনের পরামর্শভিত্তিক আহ্বানকৃত সভার নাম।

প্র ঃ 'দেশ প্রেম ঈমানের অঙ্গ' মন্তব্য করুন।

- এটি একটি বানোয়াট হাদিস।

প্র ঃ সর্বপ্রথম কে হাদিস জাল করেন?

- খলিফা ওসমান (রা)-এর শাসনামলে মুসলমান বেশধারী ইয়াহুদী আবদুল্লাহ বিন সাবায়ী।

প্র ঃ আরবী সাহিত্যে একটিমাত্র বিষয়বস্তুর উপর রচিত সর্বপ্রথম গ্রন্থটির নাম কী?

- 'কালিলা ওয়া দিমনা'।

প্র ঃ 'কালিলা ওয়া দিমনা' গ্রন্থের মূল রচয়িতা কে?

- ভারতীয় দার্শনিক বায়দাবা।

প্র ঃ 'ইসলাম জিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কি বাদ'-বিখ্যাত এই উক্তিটি কার?

- মৌলানা মোহাম্মদ আলী জওহার।

প্র ঃ জান্নাতের খুরফা কী?

- জান্নাতের ফলমূল।

প্র ঃ 'আমাকে উপাদান দাও আমি বিশ্ব সৃষ্টি করব' -এই দম্ভোক্তিটি কার?

- Descartes-এর উক্তি।

www.pathagar.com

প্র ঃ সর্বপ্রথম জামে গ্রন্থ কে রচনা করেন?

- ইমাম সুফিয়ান আসসাওরী।

প্র ঃ Modern in Islam গ্রন্থের লেখক কে?

- H.A.R. GIBB.

প্র ঃ লিসানুস সিদ্‌ক (সত্যের কণ্ঠ) কিসের নাম?

- পত্রিকার নাম। মাও. আবুল কালাম আজাদ এই পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে সাংবাদিকতা শুরু করেন।

প্র ঃ 'জ্ঞানের জন্যই জ্ঞানান্বেষণ' এই উক্তিটি কার?

- মুসলিম দার্শনিক আল কিন্দীর।

প্র ঃ মুআল্লিমুল আউয়াল (আদি গুরু) ও মুআল্লিমুস সানী (দ্বিতীয় গুরু) কাকে বলে?

- এ্যারিস্টোটল ও ফারাবীকে।

প্র ঃ ইরানী পৌরাণিকী ও ইরানী জাতীয়তাবোধের বাইবেল কাকে বলে?

- ফেরদৌসীর 'শাহনামা' ফারসি কাব্য-গ্রন্থকে।

প্র ঃ 'পরিশ্রমী আল্লাহর বন্ধু'-এটি কার উক্তি?

- রাসূল (স)-এর।

প্র ঃ রাসূল কন্যা রোকাইয়া এবং উম্মে কুলসুম (র)-এর প্রথম কাফির স্বামীর নাম কী?

- রোকাইয়া : উৎবা বিন আবু লাহাব।
  উম্মে কুলসুম : উতাইবা বিন আবু লাহাব।

প্র ঃ নবুওয়াত পূর্বে আবু লাহাবের সাথে রাসূলের (স) কী সম্পর্ক ছিল?

- বেয়াই সম্পর্ক ছিল।

প্র ঃ যায়েদ বিন হারিসা কোন যুদ্ধে শাহাদাতবরণ করেন?

- নবম হিজরীতে, মুতার যুদ্ধে। এ যুদ্ধে তিনি সেনাপতি ছিলেন। বয়স ৫৫ বছর।

প্র ঃ উম্মুল মাসাকীন বা দরিদ্রের জননী কাকে বলে?

- জয়নাব বিনতে খোজাইমা (রা) কে।

প্র ঃ মুসলমানদের সিন্ধু বিজয়ের সময় ইরাকের শাসনকর্তার কী নাম ছিল?

- হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

www.pathagar.com

প্র ঃ সর্বপ্রথম কোন মুসলিম সেনাপতি ভারতীয় উপমহাদেশে প্রেরিত হন?

- মুহাম্মদ বিন কাশেম।

প্র ঃ বাংলায় মুসলিম রাজত্বের প্রতিষ্ঠাতা কে?

- ইখতিয়ার উদ্দিন মুহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী।

প্র ঃ হযরত শাহজালালের (র) সঙ্গে কতজন সঙ্গী ছিলেন?

- ৩৬০ জন।

প্র ঃ তারিক বিন যিয়াদ কতসালে স্পেন বিজয় করেন?

- ৭১১ সালে।

প্র ঃ ইবনু বতুতার বিখ্যাত গ্রন্থের নাম কী?

- সফরনামা।

প্র ঃ হাসানুল বান্নার প্রতিষ্ঠিত দলের নাম কী?

- ইখওয়ানুল মুসলেমিন।

প্র ঃ রাসূল (স)-এর সহধর্মিণীদের মধ্যে কার বিবাহ আসমানে সংগঠিত হয়েছিল?

- হযরত যয়নাব বিনতে জাহাশ (রা)-এর।

প্র ঃ সর্বপ্রথম মহানবী (স)-এর জীবনীগ্রন্থ কে লিখেছেন?

- ইবনু ইসহাক।

প্র ঃ আরবী ভাষা ও সাহিত্যে কোন গ্রন্থটি সর্বপ্রথম গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়?

- কুরআন শরীফ।

প্র ঃ কোন মুসলিম খলিফা আগুনে পোড়া ইটের ব্যাপক প্রচলন করেন?

- খলিফা হারুনুর রশীদ।

প্র ঃ মুসলিম জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকের নাম কী?

- ইবনু খালদুন।

প্র ঃ কিয়ামতের দিন কে সর্বপ্রথম কবর থেকে উঠবেন?

- রাসূল (স)।

প্র ঃ কোন সাহাবী শয়তানকে ৩ দিন বন্দী রেখেছিলেন?

- আবু হোরায়রা (রা)

প্র ঃ কোন সাহাবী দাজ্জালকে দেখেছিলেন?

- হযরত তামিম দারী (রা)।

www.pathagar.com

প্র ঃ কোন স্থানে হাজীগণ মাগরিব ও এশার সালাত এক আযান ও একামতে আদায় করেন?

- মুযদালিফায়।

প্র ঃ জ্বীনদের আদি পিতার নাম কী?

- ছুমা।

প্র ঃ ফিরিস্তাদের কিবলা কোনটি?

- বাইতুল মামুর।

প্র ঃ কোন ভাষায় আল কুরআন প্রথম অনুবাদ হয় এবং কে করেন?

ফারসি ভাষায়, ইরানের সামানি বাদশা আবু সালেহ মানসুর বিন নুহ (৯৪৬-৯৭৬)।

প্র ঃ দৈনিক পত্রিকার প্রকাশক হিসেবে প্রথম বাঙ্গালী মুসলমানের নাম কী?

- মৌলভী আবদুল খালেক, যিনি রুশ-তুর্কী যুদ্ধের সময় (১৮৭৭-৭৮) মোহাম্মদী নামে একটি দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করেন।

প্র ঃ পর্বতের বৃদ্ধ কাকে বলে?

- হাসান সাবা।

প্র ঃ হুবাল কিসের নাম?

- জাহেলিয়াত যুগের মক্কাবাসীদের পূজনীয় প্রধান দেবমূর্তি।

প্র ঃ তোপকাপী কিসের নাম? এটি কিসের জন্য বিখ্যাত?

- তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরের একটি যাদুঘরের নাম। পবিত্র কুরআনের মূল ২টি কপির একটি এই যাদুঘরে আজও বিদ্যমান আছে। আর একটি উজবেকের তাশখন্দ শহরে।

প্র ঃ খলিফা ওসমান (রা)-এর হত্যাকারীর মূল নাম কী?

- ফিরোজ, ডাকনাম আবু লুলু।

প্র ঃ হযরত সাদ বিন আবি ওয়াক্কাস (রা) কে হযরত ওসমান (রা) কেন বরখাস্ত করেন?

- বাইতুলমাল থেকে নেয়া একটি ঋণ ফেরত দেননি বলে।

প্র ঃ তুরস্কের মিলি সালামাত পার্টির উত্তরসূরী দলের নাম কী?

- Justice and development Party.

www.pathagar.com

প্র ঃ ইনশাআল্লাহ্ না বলায় বাগানের ফল ধ্বংস হওয়ার ঘটনা আল কুরআনের কোন সূরায় উল্লেখ আছে?

- আল কালাম ৬৮, আয়াত ১৭-৩২।

প্র ঃ কারাগারের সওগাত কী?

- মাওলানা আকরাম খাঁ ১৯২২ সালে সমাপ্ত আমপারার অনুবাদটি শিক্ষিত মুসলমান যুবকদের কারাগারের সওগাত হিসেবে উৎসর্গ করেন।

প্র ঃ ইসলামিক একাডেমীর বর্তমান নাম কী?

- বাংলা একাডেমী।

প্র ঃ মক্কায় রাসূল (স) কে হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের সংখ্যা কত?

- ১৪ জন।

প্র ঃ কাররা, খেবত, গাবা, খসম ও তাই এগুলো কিসের নাম?

- যুদ্ধের নাম।

প্র ঃ খলিফা আল মানসুরের রাজকীয় প্রাসাদের নাম কী ছিল?

- খুলদ।

প্র ঃ বর্তমানে ডিসপেনসারী বা ঔষধালয় বলে অভিহিত প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রবর্তক কারা?

- আরবরা।

প্র ঃ 'ধর্মের গৌরব' কার উপাধি?

- ইবনুল আসির (ইজউদ্দীন বা ধর্মের গৌরব)।

প্র ঃ আরবী লিখনশৈলী প্রথম কে আবিষ্কার করেন?

- হিয়ার নিকটবর্তী আনবদর অধিবাসী জনৈক মুরামির বিন মারসা।

প্র ঃ জামেরা, সিমানকাস, সানইস্টেভান ও উসমা কিসের নাম?

- দূর্গের নাম।

প্র ঃ কোন নবীর আমল থেকে কোরবানী প্রথা শুরু হয়?

- হযরত ইবরাহীম (আ)-এর আমল থেকে।

প্র ঃ আবু জাহলকে হত্যাকারী কিশোর সাহাবীদ্বয়ের নাম কী?

- হযরত মায়ায ও মুআয (রা)।

প্র ঃ রাসূল (স)-এর সর্বকনিষ্ঠ সাহাবীর নাম কী?

- হযরত রাকি (রা)।

www.pathagar.com

প্র ঃ হযরত ইবরাহীম (আ) কত বছর পর্যন্ত নিঃসন্তান ছিলেন?

- ৮৬ বছর বয়স পর্যন্ত।

প্র ঃ হযরত দাউদ (আ)-এর সমাধি কোথায় অবস্থিত?

- জেরুজালেমে।

প্র ঃ পিঁপড়ে সরদার কোন নবীকে দাওয়াত করেছিলেন?

- হযরত সুলাইমান (আ)-কে।

প্র ঃ মদিনায় ভূমিকম্প শুরু হলে কার লাঠির আঘাতে তা বন্ধ হয়ে যায়?

- হযরত ওমরের (রা)। এরপর আর কখনো মদিনায় ভূমিকম্প হয়নি।

প্র ঃ নকল জান্নাত কে তৈরি করেন?

- শাদ্‌দাদ।

প্র ঃ হযরত নুহ (আ)-এর সময়কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা কী?

- বিশ্বব্যাপী প্রলয়ংকরী প্লাবন।

প্র ঃ রাসূল (স) মিরাজে কোন সাহাবীর কণ্ঠস্বর এবং কোন সাহাবীর পায়ের আওয়াজ শুনতে পান?

- যথাক্রমে হযরত আবু বকর (রা) ও বিলাল (রা)-এর।

প্র ঃ ওমরা হজ্বের নিষিদ্ধ তারিখগুলো কী কী?

- ৯ জিলহজ্ব থেকে ১৩ জিলহজ্ব পর্যন্ত।

প্র ঃ খোরাসান বর্তমানে কোন দেশের অন্তর্ভুক্ত?

- সোভিয়েত রাশিয়ার।

প্র ঃ রাসূল (স) কোন বাহণযোগে মিরাজে গমন করেছিলেন?

- বোরাক নামক স্বর্গীয় বাহণে।

www.pathagar.com

অধ্যায় : ১৮
বিচিত্র প্রসঙ্গ

পরিচ্ছেদ-১
ইসলামের সর্বপ্রথম

প্রঃ ইসলামের সর্বপ্রথম মসজিদ কোথায় নির্মিত হয়?
- কুবায়।

প্রঃ ইসলামের সর্বপ্রথম ঘর কোনটি?
- কাবা ঘর।

প্রঃ ইসলামের সর্বপ্রথম শিক্ষা কেন্দ্র কোনটি?
- দারুল আরকাম, মদিনা।

প্রঃ ইসলামের প্রথম মুয়াযযিন কে?
- হযরত বিলাল (রা)।

প্রঃ পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেন?
- হযরত আবুবকর সিদ্দিক (রা)।

প্রঃ নারীদের মধ্যে সর্বপ্রথম কে ইসলাম গ্রহণ করেন?
- হযরত খাদিজা (রা)।

প্রঃ অপ্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন?
- হযরত আলী (রা)।

প্রঃ ক্রীতদাসের মধ্যে কে সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণ করেন?
- যায়েদ বিন হারিস।

প্রঃ মানুষের মধ্যে প্রথম শহীদ কে?
- হযরত আদম (আ)-এর পুত্র হযরত হাবিল।

প্রঃ নবুওয়াত যুগে মহিলাদের মধ্যে প্রথম শহীদ কে?
- হযরত সুমাইয়্যা (রা)।

প্রঃ নবুওয়াত যুগে পুরুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম শহীদ কে?
- হযরত আবিহালা (রা)।

প্রঃ ইসলামে সর্বপ্রথম কে ইমামে আযম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন?
- হযরত আবু হানিফা নোমান ইবনু সাবিত (র)।

প্রঃ শেষ নবীর নবুয়াতি যুগে সর্বপ্রথম ঘোষিত যুদ্ধ কোনটি?
- বদরের যুদ্ধ।

প্রঃ কে প্রথম আযানের পদ্ধতি স্বপ্নে দেখেন?
- হযরত আবদুল্লাহ বিন যায়েদ (রা)।

www.pathagar.com

প্রঃ সর্বপ্রথম নাযিলকৃত পূর্ণাঙ্গ সূরা কোনটি?

- সূরা আল ফাতিহা।

প্রঃ ইসলামের প্রথম হজ্জ কার নেতৃত্বে হয়?

- হযরত আবু বকর (রা)-এর নেতৃত্বে।

প্রঃ কাবা শরীফের প্রথম স্থাপক কে?

- সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা ফিরিশ্‌তাদের মাধ্যমে; অতঃপর আদম (আ)।

প্রঃ শেষ নবীর (স) প্রথম কিবলা কোনটি? কোথায় অবস্থিত?

- বাইতুল মুকাদ্দাস, জেরুজালেম।

প্রঃ সর্বপ্রথম বাইতুল মাল কে প্রতিষ্ঠা করেন?

- হযরত আবু বকর (রা)।

প্রঃ ইসলামের প্রথম খলিফা কে?

- হযরত আবু বকর (রা)।

প্রঃ প্রথম ঈদের সালাত কত খ্রিস্টাব্দে অনুষ্ঠিত হয়?

- ৬২৩ খ্রিস্টাব্দে।

প্রঃ সর্বপ্রথম কে মসজিদের মেহরাব তৈরি করেন?

- হযরত উমর ইবনু আবদুল আজিজ।

প্রঃ কোন সাহাবী সর্বপ্রথম মসজিদে বাতি দেন?

- হযরত তামিম দারী (রা)।

প্রঃ জিহাদের জন্য সর্বপ্রথম কে তরবারি কোষমুক্ত করেন?

- হযরত যুবাইর ইবনু আওয়াম। (রাসূল (স)-এর ফুফাতো ভাই)

প্রঃ কোন নবী সর্বপ্রথম মানব জাতিকে অক্ষরজ্ঞান দান করেন?

- হযরত ইদ্রিস (আ)।

প্রঃ কুরআন ও হাদিসের শব্দকোষ সর্বপ্রথম কে সংকলন করেন?

- আবু উবায়দা মামার আল মুসান্না আত্ তামিমি।

প্রঃ সিরাতে রাসূল (স) সর্বপ্রথম কে সংকলন করেন?

- মুহাম্মাদ ইবনু ইসহাক।

প্রঃ ইসলামে সর্বপ্রথম কে সুফি নাম খ্যাত হন?

- আবু হাশেম সুফি।

প্রঃ ফিক্‌হ্ শাস্ত্রের মূলনীতি ও ফাযায়েলে কুরআন সর্বপ্রথম কে সংকলন করেন?

- ইমাম শাফি'ঈ (র)।

প্রঃ সর্বপ্রথম ওহি লেখার সৌভাগ্য অর্জন করেন কে?

- হযরত খালিদ ইবনু সাইদ (রা)।

প্রঃ কে সর্বশেষ ওহি লিখেছিলেন?

- হযরত উবাই ইবনু কাব (রা)।

www.pathagar.com

প্রঃ সর্বাধিক ওহি লিখক কে?

- হযরত যায়েদ ইবনু সাইদ (রা)।

প্রঃ মদিনার সর্বপ্রথম কাযী কে?

- হযরত যায়েদ ইবনু সাবিত (রা)।

প্রঃ উম্মাতের মধ্যে সর্বপ্রথম জান্নাতে কে প্রবেশ করবেন?

- হযরত আবু বকর (রা)।

প্রঃ সর্বপ্রথম কারী খিতাব কে লাভ করেন?

- হযরত আবু ওবায়েদ (রা)।

প্রঃ সর্বপ্রথম কে সস্ত্রীক হিজরত করেন?

- হযরত উসমান (রা), সাহাবাদের মধ্যে।

প্রঃ সর্বপ্রথম কে ডাক বিভাগের প্রথা চালু করেন?

- হযরত মুয়াবিয়া (রা)।

প্রঃ সর্বপ্রথম মক্কার কে নিজ ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করেন?

- জাবির ইবনু আবদুল্লাহ (৭৪ হিঃ ৯৪ বছর বয়সে)।

প্রঃ সর্বপ্রথম গুলিবিদ্ধ হয়ে শহীদ হন কে?

- হযরত খোবাইব ইবনু আলী (রা)।

প্রঃ সর্বপ্রথম গনিমতের মাল কে পাঁচভাগে বিভক্ত করেন?

- হযরত আবদুল্লাহ ইবনু জাহাশ (রা)।

প্রঃ সর্বপ্রথম ইসলামী মুদ্রা চালু করেন কে?

- হযরত উমর ফারুক (রা)।

প্রঃ সর্বপ্রথম কে আকাইদ শাস্ত্র রচনা করেন?

- আবুল হুযাইল আল্লাফ।

প্রঃ আযান দেয়ার জন্য সর্বপ্রথম কে মিনার তৈরি করেন?

- হযরত আমির মুয়াবিয়া (রা)।

প্রঃ হযরত আদম (আ)-এর সর্বপ্রথম কথা কোনটি?

- আলহামদুলিল্লাহ।

প্রঃ দুনিয়ার সর্বপ্রথম নবী কে?

- হযরত আদম (আ)।

প্রঃ পৃথিবীর সর্বপ্রথম হত্যাকারী কে?

- কাবিল।

প্রঃ পরকালে সর্বপ্রথম কে দোযখে যাবে?

- কাবিল।

প্রঃ সর্বপ্রথম ভূমিকম্প কখন হয়েছিল?

- যখন হাবিলকে কাবিল হত্যা করেছিল।

www.pathagar.com

প্রঃ সর্বপ্রথম কাকে শয়তান প্রলুব্ধ করে?

- হযরত আদম ও হাওয়া (আ) কে।

প্রঃ সর্বপ্রথম লাওহে মাহফুযে কী লেখা হয়?

- বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

প্রঃ সর্বপ্রথম আল্লাহ তাআলা কোন জমিন সৃষ্টি করেন?

- বায়তুল্লাহ শরীফের জমিন।

প্রঃ সর্বপ্রথম কে বার্ধক্যে উপনীত হন?

- হযরত ইবরাহীম (আ)।

প্রঃ সর্বপ্রথম কে মাথায় তাজ পরে?

- নমরূদ।

প্রঃ সর্বপ্রথম কে রব বা প্রভু বলে দাবি করে?

- নমরূদ।

প্রঃ সর্বপ্রথম কে আল্লাহ্‌র হুকুম অমান্য করে?

- ইবলিস।

প্রঃ সর্বপ্রথম আদম (আ) কে সিজদা করেন কে?

- হযরত ইসরাফিল (আ)।

প্রঃ সর্বপ্রথম কে কাবা শরীফ তাওয়াফ করেন?

- হযরত আদম (আ)।

প্রঃ সর্বপ্রথম জুমার সালাত কে পড়ান?

- হযরত আসয়াদ ইবনু যুরারাহ (রা), মদিনাতে।

প্রঃ সর্বপ্রথম কে ঘোড়ায় সওয়ার হন?

- হযরত ইসমাঈল (আ)।

প্রঃ সর্বপ্রথম পিতা ও মাতার নাম কী?

- হযরত আদম ও হাওয়া (আ)।

প্রঃ সর্বপ্রথম হিসাব লওয়া হবে কার?

- হযরত জিবরাইল (আ) এর।

প্রঃ সর্বপ্রথম ইসলামের জন্য কে তীর নিক্ষেপ করেছিলেন?

- হযরত সায়াদ ইবনু আবি ওয়াক্কাস (রা)।

প্রঃ কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম কে কবর হতে উঠবেন?

- হযরত রাসূলুল্লাহ (সা)।

প্রঃ সর্বপ্রথম মুসলিম নৌ-বাহিনী প্রধান কে?

- আবদুল্লাহ ইবনু কাইস। (হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর সময়)

www.pathagar.com

প্রঃ সর্বপ্রথম কাবা শরীফের গিলাফ কে পরান?

- ইয়ামানের রাজা তুব্বা।

প্রঃ সর্বপ্রথম কে নৌকা তৈরি করেন?

- হযরত নুহ (আ)।

প্রঃ সর্বপ্রথম কোন্ দেশে মানুষ এসেছিল?

- ভারতবর্ষের সরন্দীপে (শ্রীলংকা), হযরত আদম (আ)।

প্রঃ বিহিশতীদের সর্বপ্রথম খাদ্য কী?

- মাছের কলিজা।

প্রঃ সর্বপ্রথম রসায়ন বিদ্যা সম্বন্ধে কে আলোচনা করেছিলেন?

- খালেদ ইবনু ইয়াযিদ। (হযরত মুয়াবিয়া (রা) এর পৌত্র)

প্রঃ সর্বপ্রথম মহিলাদের জানাযায় কার খাটের উপর পর্দা বানানো হয়েছিল?

- হযরত ফাতিমা (রা)-এর খাটের উপর।

প্র ঃ সর্বপ্রথম কুরআনের সিজদা সম্পর্কিত গ্রন্থ কে রচনা করেন?

- আবু ইসহাক ইবরাহীম বিন মুহাম্মদ আল হারবী ।

প্র ঃ সর্বপ্রথম কোথায় কতসালে পবিত্র কুরআন আরবীতে মুদ্রিত হয়?

- ১১১৩ হি./১৭০১ সালে জার্মানীর হামবুর্গে।

প্র ঃ আল কুরআনের সর্বপ্রথম লিপিশিল্পী কে?

- খালিদ বিন আবিল হায়্যাজ।

পরিচ্ছেদ-২
হিজরী সালের কথা

প্রঃ হিজরী সাল কেন প্রচলিত হয়?

- বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (স)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের ঘটনাকে স্মরণ রাখার জন্য।

প্রঃ হযরত মুহাম্মদ (স) কবে হিজরত করেন?

- ১২ রবিউল আউয়াল, সোমবার; ২৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি.।

প্রঃ কোন দিনকে হিজরতের পঞ্চম দিন বলা হয়?

- খ্রিস্টানদের সাথে সন্ধিপত্রের দিনকে।

www.pathagar.com

প্রঃ হযরত মুহাম্মদ (স) কোন্ দিন থেকে নতুন সাল গণনার নির্দেশ দেন?

- মদিনায় উপস্থিত হওয়ার দিন থেকে।

প্রঃ মুসলমানদের জন্য পৃথক সাল গণনার সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতিক্রমে কবে গৃহীত হয়?

- ১৭/১৮ হিজরীর জমাদিউল আউয়াল মাসের ১০ তারিখে (হযরত উমর (রা)-এর খিলাফতের ৪র্থ বছরে)।

প্রঃ কার পরামর্শে হিজরত থেকে নতুন সাল গণনা রীতির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়?

- ৪র্থ খলিফা আলী (রা)-এর পরামর্শে।

প্রঃ মুহার্‌রম মাসের নাম প্রস্তাব করেন কে?

- হযরত উসমান (রা)।

প্রঃ কত হিজরী থেকে প্রাচীন আরবীয় সনে প্রচলিত মূলমাস (অতিরিক্ত মাস) হিজরী সনে রহিত হয়?

- একাদশ হিজরী থেকে।

প্রঃ মুহাম্মদীয় সন হিজরী শুরু হয় কবে থেকে?

- ১ মুহার্‌রম থেকে; ১২ রবিউল আউয়াল থেকে নয়।

প্রঃ ইসলামী সাল হিজরীর শেষ বা দ্বাদশ মাস কোন্‌টি?

- যুলহিজ্জা।

প্রঃ নবী করিম (সা)-এর হিজরতের কতদিন আগে থেকে হিজরী গণনা রীতি এবং পদ্ধতির প্রবর্তন ও প্রচলন হয়েছে?

- দু'মাস আটদিন আগে থেকে।

প্রঃ কোন্ দিনে হযরত মুহাম্মদ (সা) হিজরত করেন এবং কোন্‌দিন থেকে হিজরী সন গণনা শুরু হয়?

- যথাক্রমে সোমবার ২৪ সেপ্টেম্বর ৬২২ খ্রি., শুক্রবার ১৬ জুলাই, ৬২২ খ্রি.।

প্রঃ মক্কা ত্যাগের পূর্বে প্রিয় জন্মভূমিকে লক্ষ্য করে সুগভীর মমতায় হযরত মুহাম্মদ (সা) কী বলেছিলেন?

- মক্কা! আমার জন্মভূমি মক্কা! আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু তোমার সন্তানগণ আমাকে তোমার ক্রোড়ে থাকতে দিল না। বাধ্য হয়েই তাই তোমাকে ছেড়ে চললাম। বিদায়।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৩

হিজরী সালের মাসগুলোর নাম ও অর্থ

ক্রম.	নাম	অর্থ
১.	মুহাররম	পবিত্রমাস, নিষিদ্ধ মাস।
২.	সফর	ভ্রমণ মাস।
৩.	রবিউল আউয়াল	প্রথম বসন্ত মাস।
৪.	রবিউল আখির	শেষ বসন্ত মাস।
৫.	জমাদিউল উলা	প্রথম শুকনো মাস।
৬.	জমাদিউল উখরা	শেষ শুকনো মাস।
৭.	রজব	সম্মানের মাস।
৮.	শাবান	সবুজের মাস।
৯.	রামাদান	কৃচ্ছতাসাধনার মাস, পাপ ভস্মীভূত হওয়ার মাস।
১০.	শাওয়াল	সংযোগকারী মাস।
১১.	যুলক্বাদ	বিশ্রান্তির মাস।
১২.	যুলহিজ্জা	হজ্জের মাস।

পরিচ্ছেদ-৪

মুহাররম মাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা

- ❖ হযরত আদম (আ) সৃষ্টি হন।
- ❖ আকাশ, পৃথিবী, কলম সৃষ্টি হয়।
- ❖ হযরত নুহ (আ)-এর নৌকা জুদি পর্বতে আশ্রয় নিয়েছিল।
- ❖ হযরত মুসা (আ) ও তাঁর অনুচরগণকে ফিরাউনের অত্যাচার থেকে আল্লাহ্ তাআলা মুক্ত করেন এবং ফিরাউনকে সদলবলে ধ্বংস করেছিলেন।
- ❖ হযরত ইবরাহিম (আ)-কে খলিল উপাধি দান করা হয়।
- ❖ হযরত দাউদ (আ)-এর ভুল ক্ষমা করা হয়।
- ❖ হযরত সুলায়মান (আ) রাজত্ব ফিরে পেয়েছিলেন।
- ❖ হযরত আইউব (আ) কঠিন পীড়া থেকে আরোগ্য ও অব্যাহতি লাভ করেন।
- ❖ হযরত ইউনুস (আ) ৪০ দিন পর মাছের পেট থেকে মুক্তি লাভ করেন।
- ❖ হযরত ইয়াকুব (আ) ৪০ বছর বিচ্ছেদের পর পুত্র হযরত ইউসুফ (আ)-এর দর্শন লাভ করেন।
- ❖ হযরত ঈসা (আ) ইয়াহুদিদের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

❖ হযরত ঈসা (আ)-কে জীবিত অবস্থায় আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছিল।
❖ কোহে-তুরে আল্লাহ্ তাআলার কথোপকথন হয় হযরত মুসা (আ) এর সাথে।
❖ রোযা ওয়াজিব হয়েছিল। (রমযানের রোযা ফরয হওয়ার পূর্বেই)।
❖ কাবা শরীফকে সাজানো হয়েছিল।
❖ হযরত হুসাইন (রা) কারবালা প্রান্তরে শহীদ হন।
❖ আশুরা পালিত হয়।
❖ হাশর বসবে।
❖ কিয়ামত হবে।

পরিচ্ছেদ-৫

তিন ভাষার সাত দিনের নাম

বাংলা সাত দিনের নাম

শুক্র, শনি, রবি, সোম, মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতি।

ইংরেজী সাত দিনের নাম

স্যাটারডে, সানডে, মানডে, ট্যিউসডে, ওয়েন্সডে, থাসডে ও ফ্রাইডে।

আরবী সাত দিনের নাম

ইয়াওমুস সাব্ত, ইয়াওমুল আহাদ, ইয়াওমুল ইসনাইন, ইয়াওমুস সালাসা, ইয়াওমুল আরবায়া, ইয়াওমুল খামিস ও ইয়াওমুল জুমআ।

পরিচ্ছেদ-৬

তিন ভাষায় বার মাসের নাম

আরবী বার মাসের নাম

মুহররম, সফর, রবিউল আউয়াল, রবিউস সানি, জুমাদাল উলা, জুমাদাছ ছানি, রজব, শা'বান, রামাদান, শাওয়াল, যুলক্বাদ, যুলহিজ্জা।

বাংলা বার মাসের নাম

বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্তিক, অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ, ফালগুন ও চৈত্র।

ইংরেজি বার মাসের নাম

জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে, জুন, জুলাই, আগস্ট, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর ও ডিসেম্বর।

www.pathagar.com

পরিচ্ছেদ-৭
দিকের নাম

ক্রম	আরবী	বাংলা
১.	মাশরিক	পূর্ব
২.	মাগরিব	পশ্চিম
৩.	শিমাল	উত্তর
৪.	জানূব	দক্ষিণ
৫.	আইমান	ডান
৬.	আইসার	বাম
৭.	আ'লা	উপর
৮.	আস্‌ফাল	নিচ, অধঃ
৯.	মুকাদ্দাম	সামনে, সম্মুখে
১০.	মুআখ্‌খার	পশ্চাৎ
১১.	জানিব	পার্শ্ব।

পরিচ্ছেদ-৮
ঋতুর নাম

ক্রম	আরবী	বাংলা
১.	আস্‌সাইফু	গ্রীষ্মকাল
২.	আল মাত্বিরু	বর্ষাকাল
৩.	আল খারিফু	শরৎকাল
৪.	আল ফাসলুস সিবাব	হেমন্তকাল
৫.	আশ শিতাউ	শীতকাল
৬.	আর রাবিউ	বসন্তকাল।

শুভ সমাপ্তি

www.pathagar.com

আহসান পাবলিকেশন
কাটাবন বাংলাবাজার মগবাজার
www: ahsanpublication.com

www.pathagar.com